আইনে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

مَنْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

কে বড় লাভবান

আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ

দাওরা (ডবল), ভারত; কামেল (ডবল)
মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী,
নওদাপাড়া, রাজশাহী; সদস্য, দা-রুল ইফতা,
'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী।

কে বড় লাভবান

প্রকাশক ঃ
আঃ রাযযাক বিন ইউসুফ
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

প্রথম প্রকাশ ঃ
মুহাররম ১৪২৭ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী
মাঘ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
আল-ইসলাম কম্পিউটার্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র।

K BORO LAVOBAN :
WRITTEN & PUBLISHED BY ABDUR RAJJAQ BIN YOUSUF
MUHADDIS, AL-MARKAZUL ISLAMI AS-SALAFI
NAWDAPARA, RAJSHAHI.

সূচীপত্র

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اَلْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

'কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত' বইটি বের করার পর থেকেই 'কে বড় লাভবান' নামে একটা বই বের করার আশা করেছিলাম। অনেক দ্বীনি ভাই এই নামে একটি বই বের করার জন্য অনুরোধও করেছেন। আমি ঐ নামে একটি বই লেখার আশা পোষণ করে আসছিলাম এবং মনে মনে ভাবছিলাম কে বড় লাভবান হতে পারে ও কি করলে বড় লাভবান হওয়া যায়? মানুষতো মনে করে দুনিয়াতে নগদ কিছু পাওয়ার নামই লাভবান হওয়া। আর লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ পরিবার-পরিজন নিয়ে মনে-প্রাণে চেষ্টা করে। স্ত্রী আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় অনুগ্রহ, তাকে মূল্যায়ন না করে তার মাধ্যমে নগদ কিছু পাওয়ার আশায় উপার্জনের যে কোন ক্ষেত্রে পাঠাতে প্রস্তুত হচ্ছে। বড় লাভবান হওয়ার আশায় মানুষ ছেলেমেয়ের পিছনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করছে। মানুষের উপার্জনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে মানুষ যে কোন মূল্যে বড় লাভবান হ'তে চায়। এখন দেখছি সৃষ্টি ও শ্রষ্টা সকলেই বড় লাভবান হওয়ার কথা বলে। এজন্য আমরা জানতে চাই কে বড় লাভবান? কিভাবে বড় লাভবান হওয়া যায়?

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে বড় লাভবান হওয়ার পথ ও পন্থা থাকা সত্ত্বেও মানুষ জাল-যঈফ হাদীছ, মিথ্যা কাহিনী ও মিথ্যা তাফসীরের ভিত্তিতে বড় লাভবান হতে চায় যা অসম্ভব ও অবাস্তব। মানুষ বড় লাভবান হওয়ার আশায় পড়ে জাল-যঈফ হাদীছের মাধ্যমে বেশী বেশী আমল করে জান্নাত কিনতে চায়। অথচ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া ইবাদতের পরিণাম জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া মানুষের ফরয নফল কোন ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮, 'মদীনার মর্যাদা অনুচ্ছেদ')*। রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ ছাড়া বেশী বেশী ছালাত, ছিয়াম ও তাসবীহ তাহলীলকারীকে রাসূল (ছাঃ) হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন এবং এমন ইবাদতগুযার ব্যক্তিদেরকে যারা হত্যা করবে তারা সবচেয়ে বেশী নেকীর অধিকারী হবে বলে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন *(বুখারী ২/১০২৪পৃঃ)*। এজন্য এ বইটিতে ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করে বেশী আমল

করার নমুনা যথাসাধ্য পেশ করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ সত্যিকার বড়লাভবান হতে পারে।বইটি পাঠে সাধারণ মুসলিমগণ উপকৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বইটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আমি জেনে শুনে কোন যঈফ হাদীছের আশ্রয় গ্রহণ করিনি এবং অপ্রয়োজনীয় কোন কথা কিংবা কোন কেচ্ছা কাহিনীও পেশ করিনি। কোন মাযহাব বা কোন ব্যক্তির মতামত পেশ করার প্রয়োজন মনে করিনি।

যারা বইটি প্রকাশে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমার চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রতিদান দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট খালেছ অন্তরে একান্তভাবে ইহকাল ও পরকালে কামনা করি। সেই সাথে মুদ্রণ ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী সংস্করণে সুধী পাঠকদের সুপরামর্শ প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ তা'আলা আমদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন যাপনের তাওফীক দিন-আমীন!

॥ বিনীত লেখক ॥

আল্লাহ যাকে বড় লাভবান বলেন

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সবার চেয়ে বড়, সবার চেয়ে জ্ঞানী, সবার চেয়ে বড় বিচারক, সবার চেয়ে বড় সহযোগী, সবার চেয়ে বড় দাতা এজন্য আমাদের জানা দরকার তিনি কাকে সব চেয়ে বড় লাভবান বলেছেন। তারপর জানতে হবে মুহাম্মাদ (ছাঃ) মানুষ হিসাবে সবচেয়ে বড় মানুষ তিনি কাকে বড় লাভবান বলেছেন। এরপর জানব সাধারণ মানুষ কাকে বড় লাভবান বলে।

আল্লাহ তা'আলা অনেক মানুষকে বিভিন্ন কর্মের কারণে বড় লাভবান বলেছেন। আমি তার দু'একটা নমুনা পেশ করলাম।

আল্লাহ বলেন, – ان أكرمكم عند الله اتقاكم

'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার' *(হুজুরত ১৩)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, –ومن يتق الله يجعل له مخرجا

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন' *(তালাক ২)*। আল্লাহ আরো বলেন, –ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

'আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দেন' *(তালাক ৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

'যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহা পুরস্কার দেন' *(তালাক ৫)*। অত্র আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিরাই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানী। এরাই মূলত বড় লাভবান।

আল্লাহ তা'আলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারীদেরকে বড় লাভবান বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما–

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। আল্লাহ তোমাদের আমলকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে বড় লাভবান' *(আহযাব ৭১)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে না সে বড় ক্ষতিগ্রস্ত' *(আহযাব ৩৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা আমার অনুসরণকে উপেক্ষা করে তারা নাফরমান, তারা নাফরমান, তারা নাফরমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যারা আমার অনুসরণ করে না তারা আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*। আল্লাহ তা'আলা অর্থ বণ্টনের এক বিস্তারিত বিবরণের পর বলেন, 'এ হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত বিধিবিধান বা সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তাকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। সেখানে তারা চির দিন থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' (এরাই বড় লাভবান) *(নিসা ১৩)*। আল্লাহ তা'আলা বড় লাভবানদের গুণাবলী উল্লেখ করে বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেজগারিতারপথ অবলম্বন করেছে তাদের কোন ভয় নেই তাদের কোন কষ্ট, দুঃখ, বেদনা নেই। তাদের জন্য ইহকাল ও পরকাল উভয় জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না। এটাই হচ্ছে বড় সাফল্য' *(ইউনুস ৬৪)*। এরা উভয় জীবনে লাভবান।

আল্লাহ তা'আলা বড় লাভবানদের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন কিয়ামতের দিন আপনি যাকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এটা হবে মহা সাফল্য। (অর্থাৎ হিসাব-নিকাশ গ্রহণে কঠোরতা আরোপ করবেন না। সমগ্র মানব সমাজের সামনে জীবনের গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করবেন না।) এমন ব্যক্তির প্রতি তুমি দয়া করলে, এটাই হচ্ছে বড় সফলতা, এরাই বড় লাভবান (মুমিন ৯)। যারা সঠিক ও নির্ভুল আক্বীদায় বিশ্বাসী ও নেক আমলে অভ্যস্ত এবং ঈমানের সত্যতা, যথার্থতা ও চারিত্রিক-দৈহিক নিষ্কলুষতা বিধানে নিয়োজিত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সে দিন তোমরা মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীদের দেখবে যে, তাদের আলো তাদের সামনে সামনে এবং তাদের ডানদিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার নিম্নে ঝর্নাধারা প্রবাহমান রয়েছে। যাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(হাদীদ ১২)*। আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারী-পুরুষকে বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, আর নিজের ধন-মাল ও আত্মার বিনিময়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অতীব উত্তম,যদি তোমরা জান। এতে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে এবং চিরকাল বসবাসের জন্য জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর দান করবেন। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা *(ছফ ১২)* ।

আল্লাহ তা'আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তার পাপ মুছে ফেলেন এবং তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান রয়েছে। এরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(তাগাবুন ৯)*। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে তাদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যার নিম্নে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। আর এটাই হচ্ছে বড় সফলতা' *(বুরূজ ১১)*। তিনি আরো বলেন,

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم

'যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের প্রতি আল্লাহর ওয়াদা এই যে, আল্লাহ তাদের ভূল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন এবং তাদের বড় প্রতিফল দিবেন' *(মায়েদাহ ৯)*।

আল্লাহ তা'আলা বড় লাভবানদের পরিচয় উল্লেখ করে আরো বলেন, 'তোমরা যদি ঈমান ও আল্লাহভীতির নীতি অবলম্বন কর তবে তোমরা বড় প্রতিদানের অধিকারী হবে' *(আলে ইমরান ১৭৯)*। তিনি আরো বলেন, 'যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল' *(ফাতির ৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিফল' *(মুলক ১২)*।

উল্লেখিত আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় মানুষ ঈমান, সৎ আমল ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে বড় লাভবান হ'তে পারে। সুতরাং লাভবান হওয়ার প্রথম শর্ত ঈমান। অতএব ঈমান কি জিনিস তা জানা আবশ্যক। জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)কে বললেন, আমাকে বলূন, ঈমান কাকে বলে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ঈমান হচ্ছে তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)*।

এই বিষয়গুলির প্রতি ঈমান আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله

'রাসূল ঈমান এনেছেন ঐসব বস্তুর প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং মুমিনগণও ঈমান এনেছেন। রাসূল (ছাঃ) ও মুমিনগণ প্রত্যেকেই ঈমান এনেছেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি' *(বাকারাহ ২৮৫)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا

'অতএব যে বিশ্বাস করে না আল্লাহকে, তাঁর ফিরিশতাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং কিয়ামত দিবসকে সে নিঃসন্দেহে সঠিক পথ হতে বহু দূরে সরে গেছে' *(নিসা ১৩৬)*।

উল্লেখ্য যে, তিনটি বিষয়ের উপর ঈমান আনলে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়। (১) তাঁর দেহ ও শরীরগত অস্তিত্বের উপর (২) তাঁর গুণাবলীর উপর (৩) তাঁর অধিকারের উপর।

আল্লাহর অস্তিত সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم علي صورته–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের কেউ কোন ব্যক্তিকে মারধর করে, তবে সে যেন মুখের উপর না মারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)কে তাঁর আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৫)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسم وجه الله

'পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক আল্লাহ। তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর মুখ রয়েছে' *(বাকারাহ ১৫৫)*। অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুখমণ্ডল রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

ويحذركم الله نفسه

'আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় নফসের ভীতি প্রদর্শন করেন' *(আলে ইমরান ৩০)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে।

عن أبي ذر الغفارى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا عبادي إني حرمت الظلم علي نفسي–

আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার নফসের জন্য যুলুম হারাম করেছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নফস রয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله علي القاتل فيستشهد–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা দুই ব্যক্তিকে জান্নাতে দেখে হাসবেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে শহীদ করে। তারপর যে শহীদ করেছিল সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে সেও শহীদ হয়। এই দুই শহীদ যখন এক সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ হাসবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৩৮০৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা হাসেন। হাসার মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর রয়েছে, যা হাসার উপযোগী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قل إن الفضل بيد الله 'হে রাসূল! আপনি বলুন, ধন-সম্পদ ও সম্মান আল্লাহর হাতে রয়েছে' *(আলে ইমরান ৭৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون

'পবিত্রতা বর্ণনা করি সেই মহান আল্লাহর যার হাতে রয়েছে বিশ্বের সকল বিষয়ের ক্ষমতা তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে' *(ইয়াসীন ৮৩)*।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون أدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده أسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شئ اشفع لنا عند ربك–

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ শাফায়াত করার জন্য অনুরোধ নিয়ে আদম (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং বলবে হে আদম আপনি মানব জাতির পিতা আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে তৈরী করেছেন, সর্বপ্রথম আপনাকে জান্নাতে রেখেছেন, ফিরিশতা দ্বারা সিজদা করিয়েছেন, সৃষ্টির সব জিনিসের জ্ঞান দান করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট শাফায়াত করুন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর হাত আছে যা দ্বারা তিনি আদমকে তৈরী করেছেন।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوى الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله–

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমান সমূহ গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমি বাদশাহ। কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতঃপর বাম হাতে যমীন সমূহ পেঁচে নিবেন। অন্য বর্ণনায় আছে যমীন সমূহ অপর হাতে নিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দুই হাত আছে।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها من إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك–

আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের অন্তর সমূহ আল্লাহর আঙ্গুল সমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে মাত্র একটি অন্তরের ন্যায় অবস্থিত। তিনি ইচ্ছামত অন্তরের পরিবর্তন ঘটান। তারপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে অন্তরের আবর্তনকারী আল্লাহ আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের উপর আবর্তিত কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার হাতের আঙ্গুল রয়েছে।

عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'আমার প্রতিপালক আমার সাথে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাযার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোন আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাযারের সাথে সত্তর হাযার এবং আমার প্রতিপালকের আরো তিন অঞ্জলি ভর্তি লোক জান্নাতে দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৩২৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর অঞ্জলি রয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিবেন এবং আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই আসামান-যমীন সমূহ ও অন্য সব কিছুর একমাত্র অধিপতি। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে বাদশাহ বলে বহু কিছু করেছে আজ তারা কোথায়'? *(বুখারী, মুসমিলম, মিশকাত হা/৫৫২২, বাংলা মিশকাত হা/৫২৮৮)*। আল্লাহ বলেন,

والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون–

'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী আল্লাহর মুষ্টির মধ্যে থাকবে এবং আকাশ সমূহ তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে। এই লোকেরা যে শিরক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে' *(যুমার ৬৭)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর মুষ্টি আছে এবং ডান ও বাম মুষ্টি আছে। তিনি আরো বলেন, والله بصير بالعباد 'আল্লাহ বান্দাদেরকে সর্বক্ষণ দেখেন' *(আলে ইমরান ১০)*। তিনি অন্যত্র বলেন, والله بصير بما تعملون 'আল্লাহ সব কিছুই দেখতে পান যা তোমরা কর' *(বাকারাহ ৯৬)*। অন্য জায়গায় তিনি আরো বলেন, واصنع الفلك بأعيننا 'হে নূহ! তুমি আমার চোখের সামনে নৌকা তৈরী কর' *(হূদ ৩৭)*। এসব আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু আছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, والله سميع عليم 'আল্লাহ শোনেন এবং সব কিছু জানেন' *(আলে ইমরান ১২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى '(মূসা ও হারূণ) তোমরা ভয় কর না, ফেরাঊন ও তার জাতি তোমার সাথে যা করবে, তোমাদের বিরুদ্ধে যা বলবে আমি তা শুনব ও দেখব' *(ত্ব-হা ৪৬)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর চক্ষু ও কর্ণ রয়েছে। তিনি আরো বলেন,

يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون–

'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে দিবেন এবং তাঁর পায়ে সিজদা করার নির্দেশ দিবেন। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিল তারা সিজদা করতে পারবে না। তবে যারা ঈমানদার তারা সিজদা করতে পারবে' *(কালাম ৪২-৪৩)*।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن مؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন যখন আমাদের প্রতিপালক পায়ের গোছা প্রকাশ করবেন তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই তাঁকে সিজদা করবে। তবে যারা লোকদেখানো ও শুনানোর উদ্দেশ্যে সিজদা করেছে তারা সিজদা করতে পারবে না। তারা সিজদা করার ইচ্ছা করবে কিন্তু তাদের পিঠ ও কোমর কাষ্ঠ ফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৪২, বাংলা মিশকাত হা/৫৩০৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পায়ের গোছা রয়েছে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله تقول قط، قط، قط–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জাহান্নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর পা জাহান্নামের মধ্যে না রাখবেন। ঐ সময় জাহান্নাম বলবে যথেষ্ট, যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে' *(বুখারী, মুসমিল, মিশকাত হা/৫৬৯৪, বাংলা মিশকাত হা/৫৪৫০)*। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পা আছে এবং তা ঢাকা থাকে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ثلث الليل الآخر–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক প্রথম আকাশে আগমন করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্থানান্তর হন।

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا وفي رواية قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته–

জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অচিরেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে নিশ্চিতভাবে স্বচক্ষে প্রকাশ্য দেখতে পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, জারীর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি পূর্নিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। আল্লাহকে দেখতে তোমরা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৫, বাংলা মিশকাত হা/৫৪১২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে চোখে দেখতে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, বড় লাভবান হওয়র তিনটি উপায় উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আর ঈমানের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বকে মেনে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহকে নিরাকার বলে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না। যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে মানে না তারা আল্লাহকে নিরাকার মনে করে। আর আল্লাহকে নিরাকার মনে করা হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসের নামান্তর। এ বিশ্বাস পোষণ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে বেশী বেশী আমল করেও বড় লাভবান হওয়া যাবে না। এজন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং তিনি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান এই বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করা। আর এইভাবে স্বীকারোক্তি দেয়া যে, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তিনি একক ও অনন্য, তিনি নিরপেক্ষ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরীক নেই। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনি চিরকাল আছেন ও থাকবেন। তিনি স্থান ও কালের গণ্ডিভুক্ত নন। তিনি সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। তিনি দয়াশীল ও দয়াময়। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। পৃথিবীর সবকিছু তাঁর ইচ্ছায় হয়। তিনি সব কিছু জানেন, দেখেন ও শোনেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর পরমাণু, গুপ্ত হতে গুপ্ততর কল্পনা এবং ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শব্দ কিছুই তাঁর দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি কথা বলেন। কুরআন তাঁর বাণী। তিনি সমস্ত সৎ গুণাবলীতে গুণান্বিত এবং যাবতীয় অসৎ গুণাবলী হতে পবিত্র। তিনিই বিশ্বকে, মানুষ ও মানুষের কার্যাবলীকে, বস্তু ও বস্তুর গুণাবলীকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর সৃষ্ট বান্দা। সুতরাং আমাদের উপর তাঁর ইচ্ছামত হুকুম জারী করার অধিকার রয়েছে এবং এই অধিকার বলেই তিনি আমাদের জীবন যাপনের যাবতীয় অবশ্যপালনীয় নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর এই সকল

নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করে চলতে বাধ্য। তাঁর কোন কাজই অন্যায় অবিচার প্রসূত নয়। তিনি যা করেন সবই সঠিক এবং সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য করেন। অন্যায়-অবিচার তখনই হয় যখন কেউ অন্যের রাজ্যে, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। আর তিনি যা করেন তা নিজের রাজ্যে ও নিজের অধিকারেই করেন। তিনি যাকে যেরূপ সৃষ্টি করেছেন সে তার উপযোগী এবং সেটাই তার জন্য মঙ্গল। তিনি যাকে যা দেন সেটা তাঁর অনুগ্রহ। কারণ কোন কিছুই তাঁর জন্য অবশ্য কর্তব্য নয়। তিনি গুণাহের শাস্তি ও নেকীর প্রতিদান দেন। কিন্তু এতে তিনি বাধ্য নন। মানুষ এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করে সৎ আমল করলে বড় লাভবান হবে ইনশাআল্লাহ। এরূপ বিশ্বাসের ফলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পূর্ণ জীবন আল্লাহর হুকমের অধীন হয়ে যায়। সে কখনও আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিছু করতে পারে না। যার ঈমান এরূপ নয় তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান হওয়াই উচিত।

মালাইকা বা ফিরিশতাগণের প্রতি ঈমানঃ

মালাইকাগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে তারা আল্লাহর জগতসমূহের মধ্যে একটি জগত। তাঁরা নূরের তৈরী। তাঁরা ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারেন। তারা নারীও নন পুরুষও নন। তাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি পরিচালনার জন্য নানাবিধ কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা কখনও আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না। তাদের আমরা দেখি না বলে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের কোন জিনিসকে না দেখা বা না জানা তা না থাকার কারণ হতে পারে না। এই পানি ও বাতাসের মধ্যে অনেক জীবানু রয়েছে যা আমরা দেখতে পাই না। তাই বলে আমরা তা অবিশ্বাস করি না। এছাড়াও কুরআন-হাদীছে যখন তাদের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তখন কুরআন-হাদীছ মানব আর তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখব না এটা হতে পারে না।

কিতাবের প্রতি ঈমানঃ

আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে তাঁর নবীগণের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর অনুমোদিত জীবন বিধান অনুযায়ী পরিচালনার জন্য যে হেদায়াত বা দিকনির্দেশনা প্রেরণ করেছেন তার নাম কিতাব। কিতাবের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, এসকল কিতাবে যা কিছু ছিল তা সত্য এবং আপন যুগের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী। অতঃপর কিতাবধারীগণ কর্তৃক তা বিকৃত হয়েছে অথবা সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে তার যুগ শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা নতুন কিতাব প্রেরণ করেছেন। এরূপ কিতাবের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে চারটি কিতাব প্রধান। মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত, দাউদ (আঃ)-এর উপর যবুর, ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জিল এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআন তার পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে রহিত করেছে। পূর্ববর্তী কোন কিতাবের হুকুম এখন

চলবে এরূপ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তি মুমিন- মুসলিম নয়। কুরআনের অনুসরণ করা ব্যতীত কারো পক্ষে আল্লাহর মনোনীত পন্থা লাভ করা সম্ভব নয়।

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমানঃ

রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত। শরী'আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী ও কিতাব সহকারে প্রেরিত হয়েছেন। নবী অর্থ সংবাদদাতা। শরী'আতের পরিভাষায় যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে ওহীর মাধ্যমে হেদায়েত করেন। নবী-রাসূলগণের প্রতি এভাবে ঈমান আনতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের হেদায়েতের জন্য অর্থাৎ তাদের জীবন-যাপনের ব্যাপারে আল্লাহ মনোনীত পন্থা বলার জন্য এবং হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। সকল নবী গুনাহ হতে পবিত্র ছিলেন এবং আদর্শ জীবন যাপন করে গেছেন। কুরআন মাজীদে ২৫ জন নবীর নাম রয়েছে এবং হাদীছে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবীর সংখ্যা রয়েছে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত, টীকা-৩)*। উল্লেখ্য যে, কেউ নবীগণের সংখ্যা দু'লক্ষ্য চব্বিশ হাযার বলে থাকেন, এটা সঠিক নয়।

ক্ষমা প্রার্থনাকারী

রাসূল (ছাঃ) মহানবী হিসাবে তাঁর বাণী দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বড় লাভবান ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। ক্ষমা প্রার্থনা করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। এতে আল্লাহ যত বেশী খুশী হন অন্য কোন ইবাদতে তিনি তত বেশী খুশী হন না। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দিনে প্রায় সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوبون–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী। উত্তম অপরাধী তারাই যারা তাওবা করে, ক্ষমা চায়' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৪০; বাংলা মিশকাত হা/২২৩৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে অপরাধ করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়।

عن الاغر المزاني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا إلى الله فاني اتوب اليه في اليوم مائة مرة–

আগার মুযানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহর নিকট তাওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিক তাওবা করি' *(মুসলিম মিশকাত হা/২৩২৫; বাংলা মিশকাত হা/২২১৭)*। রাসূল (ছাঃ) এমন একজন নবী যার আগের ও পরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি দিনে ৭০ বারেরও বেশী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন। তাহ'লে আমাদের কতবার ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন তা বিবেচনা করা উচিত।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله تبارك وتعالى انه قال ياعبادى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمتكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفرلكم–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহর নাম করে বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দাগণ আমি যুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুম করো না। হে আমার বান্দাগণ তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত কিন্তু আমি যাকে আহার দেই। অতএব তোমরা আমার নিকট খাদ্য চাও। আমি তোমাদেরকে খাদ্য দিব। হে আমার বান্দাগণ তোমাদের প্রত্যেকেই নগ্ন বা বস্ত্রহীন কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট পোশাক চাও। আমি তোমাদেরকে পরিধান করাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আমি সমস্ত অপরাধ মাফ করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/২২১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ আমাদের তাঁর নিকট সঠিক পথ, খাদ্য, বস্ত্র ও ক্ষমা চাইতে বলেছেন। আর এসব কিছু তিনি প্রদান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের চাওয়া উচিত।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين انسا ثم خرج يسأل فاتي راهبا فسأله فقال ألـه توبـة قال لا فقتله وجعل يسأل فقال له رجل أئت قرية كذا وكذا فادركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فـاوحى الله إلى هـذه ان تقربـي وإلى هـذه ان تباعدى فقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفرله–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বণী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল যে, নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর সে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কি? তিনি বললেন, নেই। সে তাকেও তাকেও হত্যা করল এবং বার বার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে যাও অমুককে জিজ্ঞেস কর। এসময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে স্বীয় সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা দল পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এসময় আল্লাহ তা'আলা ঐ গ্রামকে বললেন, তুমি মৃতের নিকট আস আর তার নিজ গ্রামকে বললেন, তুমি দূরে সরে যাও। অতঃপর ফিরিশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূরত্ব মেপে দেখ। মাপে তাকে এই গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকটে পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭; বাংলা মিশকাত হা/২২১৯)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন অপরাধী আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে তাকে ক্ষমা করা হবে। এই লোকটি তাওবা করার সুযোগ পায়নি, ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল মাত্র। তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ ফিরিশতাদের সামনে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন। এতবড় অপরাধীকে যদি আল্লাহ তা'আলা কৌশলে ক্ষমা করেন তাহ'লে আমাদের কেন ক্ষমা করবেন না। আমরা খালেছ অন্তরে তাওবা করলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বরং আমরা ক্ষমা চাওয়ার ইচ্ছা বা চেষ্টা করলে আল্লাহ আমাদেরকে কৌশলে ক্ষমা করে দিবেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والـذى نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفرلهم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার আত্মা রয়েছে! যদি তোমরা গুনাহ না করতে আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন এক জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত। আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৮; বাংলা মিশকাত হা/২২২০)*।

ব্যাখ্যাঃ হাদীছে গুনাহর অনুমতি দেয়া হয়নি বরং ক্ষমার প্রশস্ততা বুঝানো হয়েছে। কোন মানুষ যেন গুনাহ করে নিরাশ না হয়। কারণ গুনাহ করার ক্ষমতা মানুষের আছে ফিরিশতাদের নেই। আর এ ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। অতএব খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে নিশ্চত ক্ষমা হবে।

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ان العبـد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*।

عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ان الله يبـسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل حتى تطلع الشمس مـن مغربها–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাত প্রসারিত করেন যাতে দিনের গুনাহগার যারা তারা তাওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুনাহগার ব্যক্তিরা তাওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৯; বাংলা মিশকাত হা/২২২১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন অপরাধী দিনে ও রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে পারে, তাহ'লে সে নিশ্চিত ক্ষমা পাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমার হাত প্রসারিত করে রেখেছেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ينـزل ربنـا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حـين يبقـى ثلـث الليـل الأخـر يقـول مـن يـدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের প্রতিপালক তাবারকা ওয়া তা'আলা প্রত্যেক রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগে (একতৃতীয়াংশ বাকী থাকতে) প্রথম আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন কে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিব' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩)*।

ব্যাখ্যাঃ পৃথিবী যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মিথ্যা-অশ্লীল কথা, গিবত-তোহমত, অত্যাচার-অবিচার, সূদ-ঘুষ, মদ-জুয়া ইত্যাদি অন্যায়ে পরিপূর্ণ। এরপরেও আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের শেষ ভাগে প্রথম আকাশে নেমে এসে বলেন, কে আমাকে ডাকে তার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার কাছে ক্ষমা চায় তাকে আমি ক্ষমা করে দিব এবং আমার কাছে যে যা চায় আমি তাকে তা দিব।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হ'তে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করবে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩১; বাংলা মিশকাত হা/২২২৩)*। ব্যাখ্যাঃ ক্বিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত তাওবা করলে তার তাওবা কবুল করা হবে। পশ্চিম দিক হ'তে সূর্য ওঠার পর তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আর এটা হবে ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فاتي شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك أخطأ من شدة الفرح–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তার নিকট তাওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরু প্রান্তরে তার নিকট হ'তে ছুটে পালায় যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট

এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩২; বাংলা মিশকাত হা/২২২৪)*।

ব্যাখ্যাঃ মানুষ তাওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহ কত খুশী হন তার বাস্তব চিত্র দেখাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) বনী ইসরাঈলের এক কাহিনী বর্ণনা করলেন। এক লোক মরু প্রান্তরে ছিল। যেখান থেকে পায়ে হেঁটে লোকালয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর তার খাদ্য-পানীয়ও তার বাহনের উপর ছিল। বাহনটি তার নিকট হ'তে ছুটে পালায় এবং সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। এতে লোকটি বাড়ী ফিরার আশা ও বাঁচার আশা ত্যাগ করে এক গাছের নিচে শুয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা করতে থাকে। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দন্ডায়মান। সে তৎক্ষণাৎ তার লাগাম ধরে আনন্দ ও উৎফুল্ল হয়ে ভুল করে বলে ফেলে, হে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রতিপালক। এই লোক বাহন পেয়ে যেমন খুশী আল্লাহ তাওবাকারীর প্রতি তেমন খুশী হন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره فقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا قال رب اذنبت ذنبا اخر فاغفرلي فقال اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فليفعل ما شاء–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন বান্দা অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, (হে আমার ফিরিশতাগণ!) আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দিবেন? (তোমরা সাক্ষি থাক) আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন অপরাধ না করে থাকল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আবার অপরাধ করেছি তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি

দিবেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর সে অপরাধ না করে থাকল যতদিন আল্লাহ চাইলেন। আবার অপরাধ করল এবং বলল, হে আমার প্রতিপালক আমি আবার আর এক অপরাধ করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা অপরাধের কারণে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। সে যা ইচ্ছা করুক' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩; বাংলা মিশকাত হা/২২২৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল অপরাধ যতবারই হোক নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ ক্ষমা করেন এ বিশ্বাস রেখে একাধিকবার অপরাধ করে ক্ষমা চাইলেও ক্ষমা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে আল্লাহ গুনাহ করার আদেশ করলেন; বরং আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার মাহাত্ম্য দেখানো হয়েছে।

عن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وان الله تعالى قال من ذا الذي يتألى على اني لا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك او كما قال–

জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ বললেন, কে আছে যে আমাকে কসম দিতে পারে বা আমার নামে কসম খেতে পারে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না। যাও আমি তাকে ক্ষমা করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। তিনি অনুরূপ বলেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২২২৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে কোন বড় অপরাধীকে দেখে বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। কারণ এতে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং ঐরূপ যে বলে তার আমল নষ্ট করে দেন। প্রত্যেক মানুষের এ আশা রাখা ভাল হবে যে, যে কোন অপরাধী ক্ষমা পেতে পারে বা পাবে ইনশাআল্লাহ।

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك مااستطعت اعوذبك من شر ما صنعت ابوءلك بنعمتك على وابوء بذنبي فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمس فهو من أهل الجنة–

শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্ষমা প্রার্থনা করার শ্রেষ্ঠ দো'আ হল তোমার এরূপ বলা- আল্লাহ তুমি আমার প্রতিপালক , তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকর্মের মন্দ পরিণাম হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহকে আমি স্বীকার করি এবং আমার অপরাধকে স্বীকার করি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এ দো'আর প্রতি বিশ্বাস রেখে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে বিশ্বাস করে রাতে বলবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*। অত্র দো'আটি ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ। এতে গুনাহকে স্বীকার করা হয়েছে এবং আল্লাহর অনুগ্রহকেও স্বীকার করা হয়েছে। আর চরম বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে। এদো'আ সকালে পড়ে সন্ধ্যার আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে এবং সন্ধ্যায় পড়ে সকালের আগে মারা গেলে জান্নাতে যাবে। কাজেই সকাল-সন্ধ্যা এ দো'আঠি পড়া একান্ত কর্তব্য।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالى يا ابن آدم انك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! যতদিন তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার নিকট ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব, তোমার অবস্থা যাই হোক না কেন। আমি কারো পরওয়া করি না। আদম সন্তান তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌঁছে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব আমি ক্ষমা করার ব্যাপারে কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কোন শরীক না করে আমার সামনে আস, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৩৬; বাংলা মিশকাত হা/২২২৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আমরা যদি ক্ষমা চাই আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন। এতে কোন হিসাব করবেন না যে কত বড় অপরাধীকে ক্ষমা করলাম। পৃথিবীর সমপরিমাণ পাপ হ'লেও তিনি কারো পরওয়া না করে ক্ষমা করবেন, যদি আমাদের শিরকের গুনাহ না থাকে। কাজেই

আমরা ক্ষমা পাওয়ার আশায় বুক ভরা আশা নিয়ে ও মনে ভয়-ভীতি নিয়ে যেকোন সময় ক্ষমা চাইতে পারি।

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা চায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হ'তে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হ'তে তাকে মুক্তি দেন। আর তাকে রিযিক দান করেন যেখান হ'তে সে কখনো ভাবে না' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৩৩৯; বাংলা মিশকাত হা/২২৩০)*। এ হাদীছের দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ ক্ষমার পথ অবলম্বন করলে, আল্লাহ তাকে তিনটি সুবিধা দান করেন (১) যে কোন সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দিবেন (২) যে কোন চিন্তা থেকে তাকে স্বস্তি দিবেন (৩) তার অজান্তে তার রুযীর ব্যবস্থা করবেন।

عن بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابى عن جدي انه سمع رسول الله صلعم من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرله وان كان قد فر من الزحف–

নবী করীম (ছাঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়দের পুত্র ইয়াসার তার পুত্র বেলাল (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি বলল আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম ওয়াতুবু ইলাইহি-আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই। যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যিনি চিরঞ্জীব চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নিকট তাওবাকারী। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে জিহাদের মাঠ হ'তে পালিয়ে গিয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৩৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২২৪৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার জন্য এই দো'আটি বড় মাধ্যম। এ দো'আর মাধ্যমে যুদ্ধের মাঠ হ'তে পালিয়ে যাওয়ার গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে যা মহাপাপ।

আল্লাহর দয়া ও রহমত প্রার্থনাকারী

আল্লাহর দয়া ও রহমত কামনা করা প্রত্যেক মানষের জন্য একান্ত আবশ্যক। আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধকে অতিক্রম করেছে। এজন্য তাঁর দয়া পাওয়া সহজ। মানুষ তাঁর

সন্তানের প্রতি যত দয়াশীল আল্লাহ মানুষের প্রতি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী দয়াশীল। আল্লাহ বলেন,

يا عبادي الذي اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم–

'হে আমার বান্দাগণ যারা অপরাধ করেছ আল্লাহর রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন মাখলূক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, একটি লিপি লিখলেন যা তাঁর নিকট তাঁর আরশের উপর আছে। তাতে লিখা আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ অন্যায়ের জন্য শাস্তি দিতে চান না বরং সব সময় ক্ষমা করতে চান।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله مائة رحمة انزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে যা হ'তে একটি মাত্র রহমত তিনি জিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। এ দ্বারাই তারা একে অন্যকে মায়া করে। এর মাধ্যমেই একে অন্যকে দয়া করে এবং এর মাধ্যমেই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানদেরকে ভালবাসে। বাকী নিরানব্বইটি রহমত ক্বিয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছেন। যা দ্বারা তিনি ক্বিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের প্রতি রহমত করবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৫; বাংলা মিশকাত হা ২২৫৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ একটি রহমত সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। যার কারণে সকল প্রাণী নিজ নিজ সন্তানকে আদর করে। মানুষ সন্তানকে আব্বু-আম্মু বলে ডেকে আদর করে চুমু খায়। গাভী তার বাচ্চাকে আদর করে জিহ্বা দিয়ে চাটে, মুরগী তার বাচ্চাকে আদর করে ডাকে। একটি দয়ার প্রতিক্রিয়া যদি এত হয় তাহ'লে

নিরানব্বইটি দয়া আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে নিয়ে আসবেন, তার প্রতিক্রিয়া কত হ'তে পারে। অতএব ক্বিয়ামতের মাঠে দয়া ও রহমত পাব বলে পূর্ণ আশাবাদী ইনশাআল্লাহ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته احد–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মুমিন জানত আল্লাহর নিকট কি শাস্তি রয়েছে তাহ'লে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না। আর যদি কাফের জানত আল্লাহর নিকট কি পরিমাণ দয়া রয়েছে তবে কেউ তার জান্নাত হ'তে নিরাশ হত না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২২৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর রহমত ও শাস্তির অবস্থা যখন এই তখন মানুষের পক্ষে আশা ও নিরাশার মধ্যাবস্থায় থাকাই উচিত। জীবদ্দশায় ভয় ও মরণকালে আশা পোষণ করাই বাঞ্ছনীয়। নির্ভীক হওয়া এবং নিরাশ হওয়া কুফরী।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط لاهله وفي رواية اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه اذا مات فحرقوه ثم اذرو نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من العالمين فلما مات فعلوا ما امرهم فامر الله البحر فجمع مافيه وامر البر فجمع ما فيه ثم قال له لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وانت اعلم فغفرله–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি কখনো কোন ভাল কাজ করেনি। তার পরিবার-পরিজনকে বলল, অন্য বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচার করল, বড় অপরাধ করল। কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল সে তার সন্তানদের অছিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকে কখনো দেননি। যখন সে মারা গেল তার নির্দেশ মত সন্তানরা কাজ করল। আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। এভাবে স্থল ভাগকে নির্দেশ দিলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ করেছিলে? সে

বলল, হে প্রতিপালক! তোমার ভয়ে এরূপ করেছি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৬৯)*।

ব্যাখ্যাঃ লোকটি অজ্ঞ ছিল। আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা ছিল না। কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। লোকটির ধারণা সে এত বড় পাপী যে আল্লাহ তাকে এত কঠিন শাস্তি দিবেন যে শাস্তি পৃথিবীর আর কোন মানুষকে দিবেন না। এরপরও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতএব যে কোন বড় অপরাধী ক্ষমা পেতে পারে ইনশাআল্লাহ।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسعى اذا وجدت صبيا في السبي اخذته فالصقته ببطنها و ارضعته فقال لنا النبي اترون هذه طارحة ولدها في النار فقلنا لا وهي تقدر على ان لا تطرحه فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها–

ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট কতক যুদ্ধবন্দী আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রী লোকের দুধ ঝরে পড়ছে আর সে শিশু অন্বেষণে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সে যখন অন্যের সন্তানের প্রতি এত স্নেহ দেখায় তখন নিজের সন্তানকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কখনো না, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এই স্ত্রী লোকের সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০; বাংলা মিশকাত হা/২২৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ কত বড় দয়ালু। কাজেই এত দয়াশীল আল্লাহ সহজে তাঁর বান্দাকে জাহান্নামে দিবেন না। আমরা এ ব্যাপারে বড় আশাবাদী। আমরা সর্বদা দয়া কামনা করি।

আল্লাহর নাম স্মরণকারী

যে সব আমলের বিনিময়ে আল্লাহর নবী জান্নাত লাভের ঘোষণা করেছেন আল্লাহর নাম সমূহ স্মরণ করা তার মধ্যে অন্যতম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنة– وهو وتر يحب الوتر–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিরানব্বইটি এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ বেজোড়, বেজোড়কে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, –ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 'আল্লাহর কতক উত্তম নাম রয়েছে। তোমরা সে নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাক' *(আরাফ ১৮০)*। আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর গুণবাচক নামের মাধ্যমে তাঁকে ডাকলে আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিবেন এবং তাকে জান্নাতে দিবেন।

তাসবীহ পাঠকারী

জান্নাতে যাওয়ার এক বড় মাধ্যম তাসবী পাঠ করা। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলে তাসবীহ পাঠ করা। তাসবীহ পাঠ করা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله الكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল উপরোক্ত বাক্যগুলি আল্লাহর নিকট সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও উত্তম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় অধিক হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৮৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল মানুষের গুনাহ যত বেশীই হোক না কেন এই তাসবীহ দিনে একশত বার পাঠ করলে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্য যা বলা সহজ, অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তা হল, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৮; বাংলা মিশকাত হা/২১৯০)*। এ তাসবীহটি তিনটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী- (১) বলা খুব সহজ (২) ক্বিয়ামতের দিন পাল্লায় ভারী হবে (৩) আল্লাহর নিকট অতীব প্রিয়। এই তাসবীহ পাঠ করার পরিণাম জান্নাত।

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايعجزأحدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا الف حسنة قال يسبح مائة تسبيحة فيكتب له الف حسنة أو يحط عنه الف خطيئة–

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট ছিলাম। এসময়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউকি দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তাঁর সাথে বসা কোন ছাহাবী বললেন, কিভাবে আমাদের কেউ দৈনিক এক হাযার নেকী অর্জন করতে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দৈনিক একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে। এতে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে। অথবা তার এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৯; বাংলা মিশকাত হা২১৯১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, দৈনিক একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' বলতে পারলে এক হাযার নেকী লেখা হবে এবং এক হাযার গুনাহ মাফ করা হবে।

عن جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة قال مازالت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلعم لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته–

উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া হ'তে বর্ণিত, একদিন খুব সকালে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট হ'তে বের হ'লেন, যখন তিনি ফজরের ছালাত আদায় করে স্বীয় ছালাতের স্থানে বসা ছিলেন। অতঃপর রাসূল (চাঃ) প্রত্যাবর্তন করলেন, যখন সূর্য খুব উপরে উঠল, তখনো জুওয়াইরিয়া (রাঃ) তথায় বসা ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার থেকে পৃথক হওয়া অবধি কি তুমি এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি, যদি তুমি এ অবধি যা বলেছ তার সাথে ওযন দেয়া হয় তাহ'লে বাক্য গুলির ওযনই বেশী হবে। বাক্যগুলি হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আদাদা খালকিহি ওয়ারিযা নাফসিহি, ওয়াযিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহি। অর্থ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসা সহকারে তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ ও তাঁর বাক্য সমূহের সংখ্যা পরিমাণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০১; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, এ বাক্য গুলির নেকী সীমাহীন। এ বাক্যে আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা করা যায়। এই বাক্যগুলিতে আল্লাহর বেশী বেশী সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حزر من الشيطان يومه ذلك حتي يمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر منه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনিই হচ্ছেন, সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। ঐ ব্যক্তির দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হবে। তার জন্য আরো একশত নেকী লেখা হবে এবং একশত গুনাহ মাফ করা হবে এবং এ বাক্য তাকে ঐ দিনের জন্য শয়তান হ'তে রক্ষাকবচ হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এ আমল অপেক্ষা অধিক আমল করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০২; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি এ দো'আটি দৈনিক একশত বার বলবে সে দশজন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে। আরো একশতটি নেকী বেশী করা হবে এবং একশতটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং সে দিন শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

عن أبي موسى الاشعرى قال كنا مع رسول الله في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلعم يا ايهاالناس اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم والذي تدعونه اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قال ابو موسى وانا خلفه اقول لا حولا ولا قوة الا بالله في نفسي فقال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة الا بالله–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। লোকেরা উচ্চস্বরে তাকবীর বলতে লাগল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতি রহম কর এবং নীরবে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধিরকে ডাকছ না এবং অনুপস্থিতকেও ডাকছ না। তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক নিকটে আছেন। আবু মূসা বলেন, আমি তখন রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অর্থাৎ আমার কোন উপায় নেই, কোন শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওহে ইবনু কায়েস! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভান্ডার সমূহের একটি ভান্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তা হচ্ছে- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, উচ্চস্বরে তাকবীর বা যিকির করা যাবে না। কারণ আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। সাথে সাথে তিনি বান্দার খুবই কাছে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর রহমত ও সাহায্য মানুষের সাথে থাকে। অত্র দো'আটি পাঠ করলে জান্নাত লাভ করা যাবে।

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ রোপন করা হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হা/২৩০৪; বাংলা মিশকাত হা/২১৯৬)*। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই তাসবীহ পাঠ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দো'আ হচেছ 'আলহামদুলিল্লাহ' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*।

বিশেষ প্রার্থনাকারী

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা, বিণয় প্রকাশ করা। আর প্রার্থনা করতে এগুলি চূড়ান্তভাবে পাওয়া যায়। এজন্য দো'আ হচ্ছে ইবাদতের মূল। আল্লাহর নিকট দো'আ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, –ادعوني استجب لكم 'তোমরা আমার নিকট দো'আ কর, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করব' *(গাফির ৬০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعاني– 'আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, (আপনি মানুষকে বলুন) আমি বান্দার নিকটে রয়েছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি, যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে' *(বাকারা ১৮৬)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, –ادعوا ربكم تضرعا وخفية 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, অতীব বিনয়ের সাথে এবং অতীব গোপনে' *(আ'রাফ ৫৫)*। মানুষ সবকিছুই তার প্রতিপালকের নিকট চাইবে।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকেই যেন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট যাবতীয় জিনিস প্রার্থনা করে। এমনকি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিড়ে যায়, তাও যেন আল্লাহর নিকট চায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৫১; বাংলা মিশকাত হা/২১৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছোট হোক বড় হোক সবকিছু আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।

আল্লাহ মানুষকে প্রার্থনার জন্য বলেছেন। প্রার্থনা করা নবীগণের সুন্নত। মানুষের ডাকে আল্লাহ সাড়া দেন। মানুষ চাইলে আল্লাহ দান করেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বড় মাধ্যম প্রার্থনা করা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدع باثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لى فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোনাহর কাজের দো'আ না করলে অথবা আত্ময়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ না করলে কিংবা দো'আতে তাড়াতাড়ি না করলে বান্দার দো'আ কবুল করা হয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, মানুষ বলবে আমি এ দো'আ করেছি, আমি ঐ দো'আ করেছি, কৈ আমার দো'আ তো কবুল হ'তে দেখলাম না। অতঃপর সে দুর্বল ও অলস হয়ে পড়ে এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাপ কাজের জন্য দো'আ করলে কবুল হয় না। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দো'আ করলে তাও কবুল হয় না। আবার কবুল হয় না বলে অলসতা করা যাবে না এবং দো'আ করা ছেড়ে দেয়াও যাবে না। আল্লাহ মানুষের দো'আকে তিন ভাগ করেন। যথা (১) যা চায় তা দেয়া হয়। যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তা হতে রক্ষা পায়। (২) যা চায় তার চেয়ে বেশি দেয়া হয় কিংবা যে বিপদ হতে বাঁচতে চায় তার চেয়ে বড় বিপদ হতে রক্ষা করা হয়। তখন সে মনে করে আমার দো'আ কবুল হল না। (৩) তার দো'আর প্রতিদান পরকালে পাবে তখন সে মনে করে তার দো'আ কবুল হল না।

أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك مؤكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل–

আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অগোচরে যে দো'আ করে সে দো'আ কবুল করা হয়। তার মাথার পাশে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করে নিযুক্ত ফিরিশতা বলেন, (আমীন) আল্লাহ কবুল কর এবং তোমার জন্যও ঐরূপ হোক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৮; বাংলা মিশকাত হা/২১২৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মুসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দো'আ করা উচিৎ। অগোচরে দো'আ বেশী কবুল হয়। কারণ এ সময় দো'আ কবুল করানোর জন্য ফিরিশতা নিযুক্ত থাকেন। ফিরিশতা উভয়ের জন্য সমান কবুল হওয়া কামনা করেন।

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولاتدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা নিজেদের জন্য বদদো‘আ করো না। নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বদদো‘আ করো না এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে বদদো‘আ করো না। কারণ তা কবুল হয়ে যায়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২২৯; বাংলা মিশকাত হা/২১২৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে কোন সমস্যার কারণে নিজের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। ছেলেমেয়েদের অন্যায়ের কারণে তাদের জন্য বদদো‘আ করাও জায়েয নয়। কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে অর্থ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা জায়েয নয়। কারণ কোন সময় দো‘আ কবুল হয়ে যায় তা বলা যায় না।

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة–

নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দো‘আ হচ্ছে মূলতঃ ইবাদত’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২২৩০; বাংলা মিশকাত হা/২১২৬)*।

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكهم الله فيمن عنده–

আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে কোন মানব দল আল্লাহর যিকির করতে বসে তখন আল্লাহর ফিরিশতাগণ তাদের ঘিরে রাখেন। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাঁর নিকটতম ফিরিশতাদের সামনে তাদের যিকিরের বিষয়টি আলোচনা করেন’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬১; বাংলা মিশকাত হা ২১৫১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহর যিকির করে তাদেরকে ফিরিশতাগণ ঘিরে থাকেন। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে। আল্লাহ তাঁর সম্মানিত ফিরিশতাগণের সামনে যিকিরকারীদের মান-মর্যাদার আলোচন করেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وأن ذكرني في ملاء ذكرته في ملأ خير منهم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি আমার বান্দার নিকটে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে জনসমাজে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম ব্যক্তিদের মাঝে স্মরণ করি’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৪; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, বান্দা আমার কাছে যেমন আশা করে আমি তার আশা তেমন পূরণ করে থাকি। বান্দা যেমন আমাকে ডাকে আমি তেমন তার ডাকে সাড়া দেই। আমি বান্দার বিশ্বাসের অনুকূলে আচরণ করে থাকি।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد وما جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو غفر ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার নিকট একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার রয়েছে। আমি তার চেয়েও বেশী দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণ রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘত নিকটে আসে আমি তার এক হাত নিকটে যাই। আর যে আমার এক হাত নিকটে আসে আমি তার এক বাম নিকটে হই। আর যে আমার নিকট হেঁটে আসে আমি তার নিকট দৌঁড়িয়ে যাই এবং আমার নিকট পৃথিবী পূর্ণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরীক না করে আমি তার সাথে সাক্ষাত করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৫)*। আল্লাহ প্রত্যেকটি ভাল কাজকে তার দশগুণেরও বেশী করেন। মানুষ যতটুকু আল্লাহর নিকটে হ’তে চায় আল্লাহ তার দ্বিগুণ নিকটে হন। মানুষ যে গতিতে আল্লাহর নিকটে যায় আল্লাহ তার চেয়ে অনেক বেশী গতিতে মানুষের নিকটে যান। শরীক ছাড়া যে কোন গুনাহ

আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। মানুষ ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষমান।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادي لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشئ أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتي احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه وماترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابدله منه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যে আমার কোন দোস্তকে দুশমন ভাবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না এমন কোন জিনিস দ্বারা যা আমার নিকট প্রিয়তর হ’তে পারে। আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি। আর আমি যখন তাকে ভালবাসি আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে এবং যখন সে আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে তা দেই। আর আমি যা করতে চাই তা করতে ইতস্ততঃ করি না। তবে মুমিনের আত্মা কবয করতে ইতস্তত করি। সে মরণকে অপসন্দ করে আমি তাকে অসন্তুষ্ট করতে অপসন্দ করি। কিন্তু মরণ তার জন্য আবশ্যক। তবেই সে আমার নিকট পৌঁছতে পারবে’ *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬; বাংলা মিশকাত হা/২১৫৯)*। ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তাকওয়াশীল মানুষের কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে যান। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ ইবাদত বা যিকির করতে করতে আল্লাহ হয়ে যায় বরং তার কান, চোখ ও হাত-পায়ের কর্ম হ’তে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী। অথবা এসকল অঙ্গ দ্বারা যে সব কল্যাণকর কাজ করতে চায় আল্লাহ তা সহজ করে দেন। অথবা এমন মানুষ সর্বদা আল্লাহর রহমতের মধ্যে থাকে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য নফল ইবাদত ও যিকির করে তার কান, চোখ ও হাত-পা হয়ে বিশেষ সন্তুষ্টি অর্জন করা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا باجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويمجدونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال وكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومن يستجيروني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا يستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فاعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطأ وانما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقي بهم جليسهم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা অতিরিক্ত একদল পর্যটক ফেরেশতা রয়েছে, যারা যিকিরের মজলিস অন্বেষণ করে বেড়ান। যখন এমন কোন মজলিস পান যাতে আল্লাহর যিকির হচ্ছে তারা তাদের সাথে বসে যান এবং এক অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের পাশ হ’তে এই প্রথম আসমান পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ঘিরে নেন। যখন যিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে ফিরিশতাগণ আকাশের দিকে অতঃপর আরো উপরে উঠে যান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন অথচ তিনি তাদের ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। তোমরা কোথা হ’তে আসলে? তারা বলেন, আমরা আপনার এমন বান্দাদের নিকট হ’তে আসলাম যারা যমীনে আছে এবং আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ত্ব ও একত্বতা ঘোষনা করছে, আপনার প্রশংসা করছে ও আপনার নিকট প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করেন তারা আমার নিকট কি প্রার্থনা করছে? ফিরিশতাগণ বলেন, আপনার জান্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক! তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতঃপর ফিরিশতাগণ বলেন, তারা আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস হ’তে পরিত্রাণ চাচ্ছে? তারা বলেন, আপনার জাহান্নাম থেকে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে? তারা বলেন, না হে আমাদের প্রতিপালক? তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত? অতঃপর তারা বলেন, তারা আপনার নিকট ক্ষমাও চাচ্ছে। রাসূল

(ছাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাদের ক্ষমা করে দিলাম এবং তারা আমার নিকট যা চায় তাও দিলাম। আর যা হ'তে পরিত্রাণ চায় তা হ'তে পরিত্রাণ দিলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন ফিরিশতাগণ বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গুনাহগার বান্দা, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের সাথে বসে গেছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। তারা এমন দল যাদের সাথী হতভাগ্য হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৬৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা যিকির করে তাদের সাথে অতিরিক্ত পর্যটক ফিরিশতা থাকেন। যিকিরকারীদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তারা দুনিয়াতে যা চায় আল্লাহ তা দান করেন।

عن ثوبان رضي الله عنه قال لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه–

ছাওবান (রাঃ) বলেন, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহকে স্মরণকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী। যে তার স্বামীকে তার ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২১৭০)*। হাদীছের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ জিহ্বা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে জিহ্বা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকারে ব্যস্ত থাকে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার দু'ওষ্ঠ নড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২১৭৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন। অর্থাৎ তার সাহায্য, দয়া ও রহমত সর্বদা তার উপর বর্ষণ হ'তে থাকে।

ডান কাতে শুয়ে নিম্নোক্ত দো'আ পড়ে ঘুমন্ত ব্যক্তি

ঘুমানোর সুন্নত হচ্ছে ডান কাতে শয্যা গ্রহণ করা। নিম্নের দো'আ পড়ে ঘুমিয়ে গেলে এবং ঘুম অবস্থায় মারা গেলে ঈমান অবস্থায় মারা যাবে। আর ঘুম থেকে উঠলে কল্যাণ সহ জাগবে।

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى على فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهرى اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك أمنت بكتابك الذى انزلت وبنبيك الذي ارسلت، وقال رسول الله من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة وفي رواية فان مت من ليلتك مت على الفطرة وان اصبحت اصبحت خيرا–

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) 'যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের উপর শুইতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং তোমরা সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম স্বাগ্রহে ও ভয়ে। তোমার নিকট ছাড়া তোমা হ'তে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার কোন স্থান নেই। আমি তোমার ঐ কিতাবকে বিশ্বাস করি যা, তুমি অবতীর্ণ করেছ। তোমার নবীকে বিশ্বাস করি যাকে তুমি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে এই দো'আ শয্যা গ্রহণের সময় বলবে এবং রাতে মারা যাবে সে ইসলামের উপর একত্ববাদের ভিত্তিতে ঈমানদার হয়ে মারা যাবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বারা ইবনু আযিব (রাঃ) কে বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মারা যাও তুমি ইসলামের উপর মরবে। আর যদি তুমি ভোরে উঠ তবে কল্যানের সাথে উঠবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫; বাংলা মিশকাত হা/২২৭৪)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র দো'আ পড়ে শয্যা গ্রহণ করলে নিজের সব কিছুকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা হয়। প্রার্থনা ও আশ্রয়ের স্থল একমাত্র আল্লাহর নিকটে হয়ে যায়। কুরআন ও নবীর প্রতি দৃঢ়ভাবে স্বীকারোক্তি পেশ করা হয়। এমন লোক রাতে ঘুম থেকে জাগলে কল্যাণ নিয়ে জাগবে। কাজেই আমাদের জীবনে শয্যা গ্রহণের সময় অত্র দো'আ পড়ে ঘুমানোর অভ্যাস করা একান্ত যরূরী। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তাওফীক দান কর-আমীন!

কুরআন তেলাওয়াকারী

বড় লাভবান হওয়ার অন্যতম মাধ্যম কুরআন তেলাওয়াত করা। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমতও শান্তি বর্ষিত হয়। শয়তানের প্রতিক্রিয়া থাকে না। কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহ রুযীতে বরকত দেন। তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير أثم ولا قطع رحم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا يحب ذلك فقال يغدو احدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن اعدادهن من الابل–

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমরা মসজিদের পিছনে বের হয়ে একটি স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, সে প্রত্যহ সকালে বুতহান অথবা আকীক নামক বাজারে যাবে আর বড় কুঁজের অধিকারী দু'টি উটনী নিয়ে আসবে, কোন অপরাধ না করে ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা এমন সুযোগ প্রত্যেকেই গ্রহণ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তবে কেন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ একাজ তার জন্য দু'টি উটনী অপেক্ষা উত্তম? তিন আয়াত তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনী অপেক্ষা উত্তম। মোট কথা যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা উত্তম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০; বাংলা মিশকাত হা/২০০৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি বড় দামী উটনী দান করে যত নেকী পাওয়া যাবে কুরআনের একটি আয়াত মসজিদে গিয়ে পড়লে বা পড়ালে তার চেয়ে অধিক নেকী পাওয়অ যাবে। এভাবে যত আয়াত পড়বে বা পড়াবে তত উটনী অপেক্ষা বেশী নেকী পাওয়া যাবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايحب احدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان قلنا نعم فثلاث آيات يقرؤ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এটা ভালবাসবে যে, সে যখন বাড়ী ফিরে আসবে তখন সে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় কুঁজ বিশিষ্ট গর্ভধারিণী উটনী পাবে? আমরা বললাম, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, মনে রেখো, তিনটি আয়াত যা তোমাদের কেউ তার ছালাতে পড়ে তা তার জন্য এধরনের তিনটি উটনী অপেক্ষা উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১১; বাংলা মিশকাত হা/২০০৯)*। এ হাদীছ দ্বারা

প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতের মধ্যে সর্বনিম্ন তিনটি আয়াত পড়লেও তাকে বড় দামী তিনটি উটনী দান করার সমান নেকী দেওয়া হবে।

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران ويتتبع فيه وهو عليه شاق له أجران–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লেখক ফিরিশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে কিন্তু আটকায় এবং কুরআন পড়া তার পক্ষে খুব কষ্টদায়ক হয় তার জন্য দুইগুণ নেকী রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১২; বাংলা মিশকাত হা/২০১০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা অর্থ সহকারে সুন্দর উচ্চারণে দক্ষতার সাথে কুরআন পড়তে পারে এবং নিয়মিত পড়ে তারা জান্নাতে সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হবে। আর যারা সুন্দর করে কুরআন পড়তে পারে না, পড়লে আটকে যায় এবং পড়া খুব কষ্টকর হয় তাদের জন্য ডবল নেকী রয়েছে।

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين–

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এই কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ কোন কোন জাতিকে উন্নত করেন এবং অন্যদের অবনত করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০১৩)*। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র কুরআনের মাধ্যমে মানুষ ইহকাল ও পরকালে মর্যাদা লাভ করতে পারে। আর কুরআন তেলাওয়াত না করলে মানুষ উভয় জীবনে হবে লাঞ্ছিত।

عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن–

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল এবং তার কাছে তার ঘোড়া রশি দ্বারা বাধা ছিল। এসময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার অতি নিকটতর হ'তে লাগল। আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা ছিল আল্লাহর রহমত ও শান্তি, যা কুরআন তেলাওয়াতের কারণে নেমে এসেছিল। অন্য এক হাদীছে আছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم–

রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তারা ছিল ফিরিশতা। তোমার কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনে নিকটতর হয়েছিল। তুমি যদি পড়তে থাকতে তারা সকাল পর্যন্ত তায় থেকে যেত এবং মানুষ তাদের দেখতে পেত, তারা মানুষের দৃষ্টি থেকে লুকাতে পারত না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৬-২১১৭; বাংলা মিশকাত হা/২০১৪-২০১৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াত করলে আল্লাহর রহমত ও শান্তি নাযিল হয়। ফিরিশতারা কুরআন শুনার জন্য দল বেঁধে নেমে আসে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না। নিঃসন্দেহে শয়তান সেই ঘর হ'তে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯; বাংলা মিশকাত হা/২০১৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না সে ঘর কবরস্থানের ন্যায়। যে ঘরে কুরআন তেলাওয়া করা হয় সে ঘর হ'তে শয়তান পালিয়ে যায়।

عن أبي امامة رضي الله عنه قال سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه أقرؤا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فانهما تأتيان يوم القيامة كانهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما أقرؤا سورة البقرة فان أخذها بركة وتركها خسرة ولا يستطيعها البطلة

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর কেননা কুরআন ক্বিামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করতে আসবে। তোমরা দুই উজ্জ্বল সূরা বাকারা ও আলে ইমরান তেলাওয়াত কর। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সূরা দু'টি দুইটি মেঘখণ্ড অথবা দুইটি সামিয়ানা অথবা দু'টি পাখা প্রসারিত পাখির ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের পক্ষে আল্লাহর সামনে জোরাল দাবী জানাবে। বিশেষভাবে তোমরা সূরা বাকারা পড়। কারণ সূরা বাকারা পড়ার বিনিময় হচ্ছে বরকত আর না পড়ার পরিণাম হচ্ছে আক্ষেপ। অলস ব্যক্তিরাই এ সূরা পড়তে অক্ষম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান ক্বিয়ামতের দিন মেঘখণ্ডের ন্যায় ছায়া হয়ে থাকবে। সূরা দু'টি পাঠককে জান্নাতে দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট জোরাল দাবী করবে। সূরা বাকারা তেলাওয়াত করলে অর্থ সম্পদে বরকত হবে। আর অলস ব্যক্তিরা এ সূরা পড়তে চায় না।

إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى (الله لا إله الا هو الحي القيوم) حتي تختم الآية فانك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتي تصبح–

অবশেষে সে বলল, তুমি যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুয়া ওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহ'লে আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক থাকবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩; বংলা মিশকাত হা/২০২১)*। আয়াতুল কুরসী এক ব্যতিক্রম আয়াত। কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। শয্যা গ্রহণের সময় এটা তেলাওয়াত করলে সকাল পর্যন্ত শয়তান কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যে কোন ছালাতে সালামের পর আয়াতুল কুরসী পড়লে সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করা মাত্রই জান্নাতে যাবে।

عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عندالنبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط الا اليوم فسلم فقال ابشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক সময় জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হ'তে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এই যে দরজাটি আজ খোলা হল, এই দরজা এদিনের পূর্বে আর কোন দিন খোলা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে দরজা হ'তে একজন ফিরিশতা যমীনে নামলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এই যে, ফিরিশতা যমীনে নামলেন, তিনি এদিন ছাড়া ইতিপূর্বে কোন দিন যমীনে নামেননি। তিনি রাসূল (ছাঃ)কে সালাম করলেন অতঃপর বললেন, দু'টি নূরের জ্যোতির সুসংবাদ গ্রহণ

করুন যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি-সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি তার যে কোন অক্ষর বা বাক্য পাঠ করুন না কেন নিশ্চয়ই আপনাকে তা দেয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৪; বাংলা মিশকাত হা/২০২২)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, অত্র আয়াতগুলি পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। এই আয়াতগুলি আকাশের বিশেষ এক দরজা দিয়ে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা পূর্বে কোনদিন খোলা হয়নি। আয়াত গুলি এমন একজন ফিরিশতা নিয়ে এসেছিলেন, যিনি পূর্বে কোনদিন যমীনে আসেননি। অত্র আয়াতগুলি পড়ে যা চাওয়া হবে আল্লাহ তাই দিবেন।

عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الايتان من أخر سورة البقرة من قرأ بهما ليلة كفتاه–

আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত যে রাতে পড়বে তার জন্য উহা যথেষ্ট হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৫; বাংলা মিশকাত হা/২০২৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পড়বে সে শয়তানের ক্ষতি হ'তে নিরাপদে থাকবে। আল্লাহ তাকে বিশেষ রহমতের মাধ্যমে নিরাপদে রাখবেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে রাড়ীতে সূরা বাকারার শেষ দু'আয়াত পড়া হবে সে বাড়ীতে শয়তান প্রবেশ করবে না'।

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال–

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে তাকে দাজ্জাল হ'তে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬; বাংলা মিশকাত হা/২০২৪)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করে নিয়মিত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হ'তে নিরাপদে রাখা হবে।

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعجز أحدكم ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال "قل هو الله أحد" يعدل ثلث القرآن–

আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি প্রতি রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? ছাহাবীগণ বললেন, কি করে প্রতি রাতে

একতৃতীয়াংশ কুরআন পড়বে? তিনি বললেন, সূরা (কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ (ইখলাছ) কুরআনের একতৃতীয়াংশের সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২; বাংলা মিশকাত হা/২০২৫)*।

ব্যাখ্যাঃ সূরা ইখলাছ এত মান সম্পন্ন সূরা যা একবার পড়লে এত নেকী হবে যে, কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়লে যত নেকী হয়। অর্থাৎ সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী হবে।

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم قل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شئ يصنع ذلك فسألوه– فقال لأنها صفة الرحمان وأنا أحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের ছালাত আদায় করাত এবং কিরআত শেষে সূরা ইখলাছ পড়ত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বিষয়টি পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এই সূরাতে আল্লাহর গুণাবলী আছে। আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালবাসী। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৮; বাংলা মিশকাত হা২০২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাছ পড়া ভাল। কিরা'আত শেষে সূরা ইখলাছ পড়লে আল্লাহকে ভালবাসার প্রমাণ হয়। এতে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন। আর এ ভালবাসার পরিণাম জান্নাত।

عن أنس رضي الله عنه قال ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احب هذه السورة "قل هو الله أحد" قال ان حباك اياها أدخلك الجنة–

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'উহার প্রতি তোমার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে' *(বুখারী হা/৩১৩০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষকে সূরা ইখলাছের প্রতি বিশেষ ভালবাসা রাখতে হবে। এ সূরাকে যে ব্যক্তি ভালবাসবে আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন।

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما "قل هو الله احد" و"قل اعوذ برب الفلق" و"قل اعوذ برب الناس" ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات–

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন দু'হাতের তালু একত্র করতেন। অতঃপর তাতে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন তৎপর স্বীয় শরীরের সম্ভবপর অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন। তিনি মাথা ও মুখমণ্ডল হ'তে আরম্ভ করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৩২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিছানায় শোয়ার সময় দু'হাত একত্র করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাষ পড়ে ফুঁক দিয়ে শরীরের যতদূর সম্ভব হাত দ্বারা মুছে ফেলে ঘুমানো সুন্নত। অনুরূপ তিনবার করা সুন্নত। এভাবে শয্যা গ্রহণ করলে আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং সে রাতে নিরাপদে থাকবে।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند آخر آيته تقرؤها

আবুদল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন তেলাওয়াতকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভাবে পাঠ করতে থাক যেভাবে দুনিযাতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতেছিলে। কেননা তোমার জন্য জান্নাতে বসবাসের স্থান হচ্ছে তোমার তেলওয়াতের শেষ আয়াতের নিকট' *(আহমাদ, হাদীছ ছাহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৪; বাংলা মিশকাত হা/২০৩১)*।

ব্যাখ্যাঃ এমন হ'তে পারে যে, জান্নাতের সর্বোচ্ছ ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে যাওয়ার ধাপের সংখ্যা কুরআনের আয়াতের সংখ্যার সমপরিমান। যারা স্পষ্টভাবে কুরআন তেলাওয়াতে সর্বদা অভ্যস্ত আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতে মান নির্ধারণ করবেন তাদের তেলাওয়াত যেখানে গিয়ে শেষ হবে।

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول "الم" حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের কোন একটি অক্ষর পাঠ করবে তার জন্য নেকী রয়েছে। আর নেকী হচ্ছে আমলের দশগুণ। আমি বলছি না যে আলিফ-লাম-মীম একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর' *(তিরমিযী হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৩৭; বাংলা মিশকাত হা ২০৩৪)*। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান একটি নেকী করলে আল্লাহ দয়া করে একের স্থানে দশটি নেকী লিখে দিবেন। অতএব কুরআনের প্রতি অক্ষরে দশ নেকী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আলিফ, লাম ও মীম বললে ত্রিশ নেকী পাওয়া যাবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ثلاث أيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হ'তে নিরাপদে রাখা হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৪৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত নিয়মিত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেতনা হ'তে রক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য যে, সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে দশবার কুরআন পড়ার সমান নেকী দেয়া হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتي غفرله وهي تبارك الذي بيده الملك–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনে ত্রিশ আয়াতের একটি সূলা আছে যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল ফলে তাকে মাফ করা হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৪৯)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, অত্র সূরার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ সম্পূর্ণ কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সূরার সুপারিশ কবুল করা হবে। ফলে তেলাওয়াতকারীর কবরের শাস্তি ক্ষমা করা হবে।

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لاينام حتي يقرأ الم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك–

জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘুমানেতন না *(শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৫৫; বাংলা মিশকাত হা ২০৫১)*।

عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذازلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وقل يآأيها الكافرون تعدل ربع القرآن–

ইবনু আব্বাস ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের সমান, সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরুণ এক চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬; বাংলা মিশকাত হা/২০৫২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে। সূরা কাফিরুণ চারবার পড়লে পূর্ণ কুরআন পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال بينا أنا اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والابواء غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعل رسول الله يتعوذ باعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس ويقول يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما–

ওক্ববা ইবনু আমির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলতেছিলাম এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক ও সূরা নাস দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওক্ববা তুমি এই সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরা দ্বয়ের মত আর কোন সূরা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২১৬২; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ঝড়-ঝঞ্ঝা কিংবা যে কোন বিপদে পড়ে আশ্রয় চাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম সূরা ফালাক ও নাস। নিজেও আশ্রয় চাইবে এবং সঙ্গী-সাথী ও পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য বলবে। আশ্রয় চাওয়ার জন্য এ সূরাদ্বয় যত বড় মাধ্যম আর কোন সূরা বা কোন আয়াত এত বড় মাধ্যম নয়।

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركناه فقال قل قلت ما اقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شئ–

আবদুল্লাহ ইবনু খুবায়েব (রাঃ) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে রাসূল (ছাঃ)কে খুঁজার উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়, আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, যখন তুমি সকাল করবে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং যখন সন্ধ্যা করবে তখন তিনবার করে এই সূরাগুলি পড়বে। এই সূরাগুলি যে কোন বিপদাপদের মোকাবিলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৬৩; বাংলা মিশকাত হা/২০৫৯)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, উক্ত সূরাগুলি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়লে যে কোন সমস্যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন।

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়বে তার ঈমানী আলো এক জুম'আ হ'তে অপর জুম'আ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৭৫; বাংলা মিশকাত হা/২০৭১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে জুম'আর দিন সূরা কাহফ পড়লে অপর জুম'আ পর্যন্ত যে কোন অন্যায় হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং যে কোন কল্যাণ অর্জন করার জন্য আলোর মত কাজ করবে।

عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما–

নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন কুরআনকে এবং যারা দুনিয়াতে কুরআন অনুযায়ী আমল করত তাদেরকে আনা হবে। কুরআনের আগে আগে থাকবে সূরা বাকারা ও সূলা আলে ইমরান। আর এ সূরা দু'টি তাদের তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ থেকে জবাবদিহি করবে' *(মুসলিম, মিশকাত, রিয়াযুছ*

ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)। ক্বিয়ামতের তিন তেলাওয়াকারীর পক্ষ হয়ে কুরআন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে এবং সূরা বাকারা ও আলে ইমরান অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালিহীন, ৩/৪৩পৃঃ)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কুরআন এক অতুলনীয় মর্যাদা সম্পন্ন অলৌকিক গ্রন্থ, যার শিক্ষা গ্রহণকারী এবং শিক্ষক ইহকাল ও পরকালে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী হবে। এজন্য কুরআন পড়া এবং পড়ানোর জোরাল চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য।

عن أبي مالك الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها–

আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আলহামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ মানুষের আমলের নেকী দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেয়। ছালাত হল আলো। দান হল দাতার ঈমানের পক্ষে দলীল। ধৈর্য হল জ্যোতি। কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় আত্মাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে না হয় তাকে ধ্বংস করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬২)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মানুষ যদি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে এবং তদানুযায়ী আমল করে তাহ'লে কুরআন ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে জবাবদিহি করবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে জবাবদিহি করবে।

সুন্দর করে ওযূকারী

যেসব আমলের মাধ্যমে বড় লাভবান হওয়া যায়, সুন্দর করে ওযূ করা তার অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা ওযূ করে পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি ওযূর মাধ্যমে মানুষকে পবিত্র করতে চান এবং তাঁর নি'আমত সমূহ মানুষের উপর পূর্ণ করতে

চান। রাসূল (ছাঃ) ওযূর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন এবং অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যে সব কাজে বড় লাভবান হওয়া যায় ওযূ তার অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلي الكعبين ... مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন ছালাত আদায়ের ইচ্ছা কর তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। তোমাদের মাথা মাসাহ কর এবং পদযুগল গোড়ালী পর্যন্ত ধৌত কর। ... আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করতে চান না বরং তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি আপন নি'আমত সম্পূর্ণ করতে চান। যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পার' *(মায়েদাহ ৬)*।

মনের পবিত্রতা যেমন একটি নি'আমত, দেহের পবিত্রতাও অনুরূপ একটি নি'আমত। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ঈমান আনার পর ইবাদতের উদ্দেশ্যে যখন সুন্দরভাবে ওযূ করে তখন আল্লাহর নি'আমত তার উপর পরিপূর্ণরূপে বর্ষিত হয়।

عن أبي مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان–

আবু মালিক আশআরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা অর্জন করা হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১, বাংলা মিশকাত হা/২৬২)*। অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলেছেন অর্থাৎ ঈমানের মাধ্যমে অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয় আর ওযূর মাধ্যমে দেহের পবিত্রতা অর্জন হয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أدلكم علي ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء علي المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের বলে দিব না যে কিসের দ্বারা আল্লাহ মানুষের গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন? ছাহাবীগণ

বললেন, হ্যাঁ বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে ওযূ করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক ছালাত শেষ হওয়ার পর আর এক ছালাতের প্রতীক্ষায় থাকা। আর এটাই হচ্ছে রিবাত বা প্রস্তুতি' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২৬৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষার জন্য মুজাহিদরা যেমন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে তেমন মুছল্লীরা কষ্ট সত্ত্বেও সুন্দর করে ওযূ করে হেটে মসজিদে গিয়ে ছালাতের পর ছালাতের অপেক্ষায় থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتي تخرج من تحت أظفاره–

ওছমান (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ওযূ করে এবং সুন্দর করে ওযূ করে, তার গুনাহ সমূহ তার শরীর হতে বের হয়ে যায়। এমনকি তার নখের নীচ হতেও বের হয়ে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪, বাংলা মিশকাত হা/ ২৬৪)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর মাধ্যমে মানুষের দেহের পবিত্রতা অর্জন হয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন মুসলমান অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার মুখমণ্ডল হতে পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা তার দু'চোখের মাধ্যমে হয়েছে। আর যখন সে দু'হাত ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা তার দু'হাত দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যখন সে পা ধৌত করে তখন পানির সাথে কিংবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে সে সমস্ত গুনাহ বের হয়ে যায় যা করতে তার পা অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সে গুনাহ হতে পাক-পবিত্র, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২৬৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে, ওযূর কারণে ওযূর অঙ্গগুলির সমস্ত গুনাহ মুছে যায় এবং সে নিষ্পাপ হয়ে যায়।

عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتي تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له

আবদুল্লাহ ছুনাবিহী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুমিন বান্দা ওযূ করে এবং কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায় এবং যখন সে নাক ঝেড়ে ফেলে তখন তার নাক থেকে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখ ধৌত করে তখন তার মুখ হতে গুনাহ সমূঞ বের হয়ে যায় এমনকি তার দু'চোখের পাতার নীচ হতেও গুনাহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার দু'হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাত হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'হাতের নখগুলির নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। তারপর যখন সে তার মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু'কান হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু'পা ধৌত করে তখন তার দু'পা হতে গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার দু'পায়ের নখগুলির নীচ হতেও গুনাহ সমূহ বের হয়ে যায়। তারপর সে মসজিদে যায় এবং ছালাত আদায় করে তার জন্য তার ছালাত হয় নফল' *(নাসাঈ, শিকাত হা/২৯৭, বাংলা মিশকাত হা/২৭৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমণিত হয় যে, ওযূর মাধ্যমে অঙ্গগুলির গুনাহ ঝরে যায় এবং সে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তারপর মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করলে, ছালাতের নেকী তার জন্য নফল হয়ে যায়। কারণ তার কোন গুনাহ না থাকায় ছালাত দ্বারা গুনাহ মোচনের প্রয়োজন হয় না।

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأنا ان شاء الله بكم لاحقون وددت إنا قد رأينا اخوننا قالوا أو لسنا اخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف

من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم علي الحوض–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) (মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক) কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং মৃতব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বললেন,

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون

'আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক হে মুমিন অধিবাসীগণ! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হব'। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমার আকাঙ্খা আমি যেন আমার ভাইদের দেখতে পাই। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! (কোন ভাইগণ?) আমরা কি আপনার ভাই নই? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আপনারা আমার সাথী। আমার ভাই তারাই যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি তাদের কিভাবে চিনবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আপনারা বলুন, যদি কোন ব্যক্তির খুব কুচকুচে কালো ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে কি তার ঘোড়াগুলি চিনতে পারবে? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন আমার ভাইগণও ওযূর কারণে ক্বিয়ামতের দিনে সেরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হস্ত-পদ বিশিষ্ট অবস্থায় উপস্থিত হবে এবং আমি হাওযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থি থাকব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৮, বাংলা মিশকাত হা/২৭৮)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর অঙ্গগুলি ক্বিয়ামতের দিন ধবধবে সাদা হবে যা আমাদের নবীর উম্মত হিসাবে বিশেষ পরিচিতি বহন করবে। যে পরিচিতি আর কোন উম্মতের থাকবে না। আমাদের নবী করীম (ছাঃ) অগ্রযাত্রী হিসাবে হাওযে কাওছারের পাশে থেকে আমাদের চিনে নিবেন এবং আমদের পানি পান করার ব্যবস্থা করবেন।

عن أبي هريرة قال سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'মুমিনের ওযূর সেসব স্থানগুলি সুন্দর উজ্জল, সুদর্শন হবে যে স্থানগুলিতে ওযূর পানি পৌঁছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯১, বাংলা মিশকাত হা/ ২৭১)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন ওযূর স্থানগুলি এক বিশেষ রূপ ধারণ করবে যা অতীব উজ্জ্বল সুন্দর, ও সুদর্শন হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে তাদের ওযূর বিশেষ চিহ্ন দেখে যা হবে অতীব উজ্জ্বল ধবধবে সাদা। সুতরাং তোমদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০, বাংলা মিশকাত হা/২৭০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযূর কারণে ক্বিয়ামতের দিন মুমিনগণের মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতীব উজ্জ্বল হবে। সুতরাং ওযূর নির্দিষ্ট স্থানগুলি পূর্ণভাবে ভিজিয়ে উত্তমরূপে ওযূ করা উচিত।

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يا فلان إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وقال فان مت من ليلتك مت على الفطرة وأصبحت أصبت خيرا–

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একজন ব্যক্তিকে বললেন হে ওমুক ব্যক্তি তুমি যখন বিছানে আশ্রয় গ্রহণ কর তখন ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে নিবে। তারপর তুমি ডান কাতে শয়ন করবে এবং বলবে,

اللهم اسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت–

'হে আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পন করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম। আমার কাজ তোমার নিকট ন্যস্ত করলাম এবং আগ্রহ সহকারে ও ভয়-ভীতি নিয়ে তোমার সাহায্যের প্রতি আমি ভরসা করলাম। তোমার নিকট ব্যতীত আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার আর কোন স্থান নেই। তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ আমি তা বিশ্বাস করি এবং তোমার নবীকেও বিশ্বাস করি যাকে তুমি প্রেরণ করেছ। তারপর রাসূল

(ছাঃ) বললেন, তুমি যদি সে রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের বৈশিষ্ট্যের উপর অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদের উপর মরবে। আর যদি সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠ তাহলে কল্যাণের সাথে জেগে উঠবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৫, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূ করে ঘুমানো সুন্নাত এবং ওযূ করে উক্ত দো'আটি পড়ে ঘুমালে উভয় জীবন হবে কল্যাণময়।

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করবে অতঃপর বলবে, أشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله– 'আমি ঘোষণা করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আরও ঘোষণা করছি যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর দাস ও তাঁর রাসূল। এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৯)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ওযূ এবং উক্ত দো'আটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার বিনিময়ে মানুষ ইচ্ছামত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। আল্লাহ তুমি আমাদের তাওফীক্ব দান কর আমরা যেন উত্তমরূপে ওযূ করে উক্ত দো'আটি পাঠ করে ইচ্ছামত জান্নাত লাভ করতে পারি-আমীন!

ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়কারী

ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে মানুষের গুনাহ মোচন হয়ে যায়। জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং পরকালে বড় লাভবান হওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, واستعينوا بالصبر والصلاة 'তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও' *(বাকারাহ ৪৫)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين– 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও। আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে থাকেন' *(বাকারাহ ১৫৩)*। ধৈর্য ও নফল ছালাত এদু'টি এমন জিনিস যা দ্বারা মানুষ যে কোন সাফল্য লাভ করতে পারে। নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ় ও মযবূত করতে পারে। সত্য ও পূণ্যের পথে চলতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر– 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহর ভয়-ভীতি নিয়ে একনিষ্ঠভাবে ওযূ করে ছালাত আদায় করে তারা অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে বলে আশা করা যায়।

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوئي هذا ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيها بشئ غفر له ما تقدم من ذنبه–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযূর বিস্তারিত নিয়ম পেশ করার পর বললেন, যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে যাতে সে আপন মনে আল্লাহর ভয়-ভীতি ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৭, বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ওযূ করার পর খালিছ অন্তরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে বড় সফলতা অর্জন করবে। তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة–

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন মুসলমান উত্তমরূপে ওযূ করে অন্তর ও স্বীয় মুখমণ্ডলকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬, বাংলা মিশকাত হা/২৬৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন মুসলমান সুন্দর করে ওযূ করার পর মনে প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যাবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بارجي عمل عملته في الإسلام فاني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجي عندي إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار الا صليت بذلك لطهور ما كتب لي أن أصلي–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাতের পর বেলাল (রাঃ)কে বললেন, বেলাল বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার

সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এছাড়া কোন আমল করি না যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হতে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু'রাক'আত) ছালাত আদায় করি যা আদায় করার তাওফীক আমাকে দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩২২, বাংলা মিশকাত হা/১২৬৪)*।

عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلي الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك أمامي قال يا رسول الله ما أذنت قط الا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط الا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما–

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ) কে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের দরুণই তুমি জান্নাতে আমার আগে আগে জুতা পায়ে দিয়ে চল' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬, বাংলা মিশকাত হা/ ১২৫০)*।

উল্লিখিত হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূর পরে সর্বদা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে পারলে বড় সাফল্য অর্জন করা যাবে।

যেসব স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল

১. আল্লাহর নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ভাল। গুনাহ করার পর এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم–

'আর যারা যখন কোন গুনাহের কাজ করে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে এবং নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' *(আলে ইমরান ১৩৫)*। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন।

عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ثم يستغفر الله الا غفر الله له–

আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে আবু বকর (রাঃ) বলেছেন, তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি যে কোন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহ করে অতঃপর উঠে ওযূ করে এবং (দু'রাক'আত) নফল ছালাত আদায় করে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করে দেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৪, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৮)*। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ খুশী হয়ে রহমত বর্ষণ করেন।

২. যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ উপলক্ষ্যে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে এক বিশেষ নিয়মে প্রার্থনা করা ভাল। যাকে এস্তেখারার ছালাত বলে। এরূপ প্রার্থনায় বিশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।

عن جابررضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذاهم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم أرضني به–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে আল্লাহর নিকট কল্যাণ চাওয়ার নিয়ম ও দো'আ শিক্ষা দিতেন যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয ছাড়া

দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর বলে, اللهم إني أستخيرك ... واقدرلي الخير حيث كان ثم أرضني به– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে এই বিষয়ের ভাল দিক প্রার্থনা করছি এবং তোমারই ক্ষমতার সাহায্যে তোমার নিকট এই কাজ অর্জনের ক্ষমতা চাচ্ছি। আর আমি চাচ্ছি তোমার নিকট তোমার বড় অনুগ্রহ। কেননা তুমি ক্ষমতা রাখ, আমি রাখি না। তুমি এই কাজের ভাল-মন্দ জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্যের সব কিছু জান। হে আল্লাহ তুমি যদি জান যে, এই বিষয়টি আমার জন্য, আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবন ধারণের ব্যাপারে ও আমার ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে ভাল হবে, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারণ কর। আর তা অর্জন করা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর আমার জন্য সে কাজে বরকত দান কর। আর তুমি যদি মনে কর যে, বিষয়টি আমার জন্য অকল্যাণকর হবে আমার দ্বীনের ব্যাপারে এবং আমার ইহকাল ও পরকালের ব্যাপারে তাহলে তুমি তা আমার থেকে দূরে রাখ এবং আমাকেও সে কাজ হতে বিমুখ রাখ। তারপর আমার জন্য ভাল নির্ধারণ কর যেখানে সম্ভব, যেভাবে সম্ভব। এরপর তুমি আমাকে সে কাজের উপর সন্তুষ্ট রাখ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩, বাংলা মিশকাত হা/১২৪৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন কাজের প্রথমে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে কাজ কল্যাণকর হলে তা সহজে সমাধা করার ক্ষমতা এবং তাতে বরকত প্রার্থনা করা উচিত এবং কাজ অকল্যাণকর হলে তা হতে দূরে হওয়ার পার্থনা করা উচিত।

৩. যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যরূরী। ছালাত আদায় না করে বসা যাবে না। উল্লেখ্য, মসজিদের নামে দু'রাক'আত হতে হবে এমনটি যরূরী নয়। যে কোন ছালাত হতে পারে। অর্থাৎ বসার পূর্বে কোন না কোন ছালাত হতে হবে।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين–

আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত না বসে' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৪; মিশকাত হা/৭০৪)*।

عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال صل ركعتين–

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১৪৫; মিশকাত হা/৭০৪)*। প্রকাশ থাকে যে, ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ও ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না। কারণ এ হচ্ছে মসজিদের হক্ব, যা যে কোন সময়ে আদায় করা আবশ্যক।

৪. সফর থেকে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে আসা ভাল। এতে সফর ও বাড়ীর কল্যাণ কামনা করা হবে।

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لايقدم من سفر الا نهارا في الضحى فأذا قدم بدأ بالمسجد فصلي فيه ركعتين ثم جلس فيه–

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখনই সফর থেকে বাড়িতে আসতেন, তখনই দিনের প্রথম ভাগে আসতেন। প্রথমে তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন। সেখানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। তারপর মসজিদে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৫)*।

৫. ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشئ غفرله ما تقدم من ذنبه–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ওযূর বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার পর বললেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করবে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে যাতে সে আল্লাহর ধ্যান ছাড়া অন্য কোন বিষয় ভাবে না, তাহলে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৭; বাংলা মিশকাত হা/২৬৭)*।

৬. আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ভাল। যেসব আমলের বিনিময়ে মানুষ পরকালে বড় লাভবান হবে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত তার অন্যতম।

عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال بما سبقتني إلي الجنة ما دخلت الجنة قط الا سمعت خشخشتك أمامي قال يا رسول الله ما أذنت قط الا صليت ركعتين–

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)কে ডাকলেন এবং বললেন, বেলাল কোন আমলের কারণে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দেই তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি। আর যখনই আমার ওযূ নষ্ট হয়ে যায় তখনই ওযূ করি এবং মনে করি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩২৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৫০)*।

৭. জুম'আর দিন খুৎবা শুরু হয়ে গেলেও কমসে কম দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে।

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيهما–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বললেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় আসে তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; বাংলা মিশকাত হা/১৩২৭)*। জুম'আর খুৎবা চলাকালীনও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা ব্যতীত বসা যাবে না।

৮. এশরাক, চাশত ও আওয়াবীন তিন নামে এক ছালাত সাধারণত সকালের দিকে এই ছালাত আদায় করা হলে মানুষ তাকে এশরাক বলে। আর একটু দেরী করে ১০/১১-টার দিকে আদায় করলে মানুষ তাকে চাশত বা আওয়াবীন বলে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাতের নাম আওয়াবীন বলে কোন হাদীছ নেই। মাগরিবের পর ছয় রাক'আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য একটি করে ছাদাকা করা যরূরী। তবে তোমাদের প্রত্যেক তাসবী একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা, সৎ কাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং অসৎ

কাজ হতে নিষেধও একটি ছাদাকা। অবশ্য চাশতের সময় দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা সমস্তের জন্য যথেষ্ট' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২*।

প্রকাশ থাকে যে, চাশতের ছালাত ৪ রাক'আত বা ৮ রাক'আতও পড়া যায়।

মুওয়াযযিন বা আযানদাতা ও উত্তরদাতা

যারা ইবাদত করে বড় নেকীর অধিকারী হয়। মুওয়াযযিন তাদের একজন। আযান দেওয়ার বিনিময় জাহান্নাম হতে মুক্তি ও জান্নাত লাভ। ক্বিয়ামতের ময়দানে বড় সম্মানের অধিকারী হবেন। মানুষ জিন ও পৃথিবীর সকল বস্তু ক্বিয়ামতের দিন মুয়াযযিনের কল্যাণের সাক্ষী দিবে।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايسمع مدي صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মানুষ ও জিন অথবা যে কোন বস্তু মুয়াযযিনের কণ্ঠ শুনবে সে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর সকল বস্তু কিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের জন্য কল্যাণ চাইবে। জাহান্নাম হতে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দাবী জানাবে।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فأنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে তখন তার জওয়াবে বল মুওয়াযযিন যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্য উপযোগী। আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আমার

জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৬০৬)*।

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله الا الله قال أشهد أن لا إله الا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي علي الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي علي الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله الا الله قال لا إله الا الله من قلبه دخل الجنة–

ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', মুয়াযযিন বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুয়াযযিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুয়াযযিন বলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুয়াযযিন বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুয়াযযিন বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮; বাংলা মিশকাত হা/৬০৭)*। অত্র হাদীছ দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুয়াযযিনের সাথে সাথে শ্রোতাকেও জওয়াব দিতে হবে। আর হাইয়্যা আলা দ্বয় ব্যতীত মুয়াযযিন ও শ্রোতার শব্দ একই হবে। আযান শেষে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়তে হবে। জান্নাতের মর্যাদাপূর্ণ সুউচ্চ স্থান রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য চাইতে হবে। মনে-প্রাণে আগ্রহ সহকারে আযানের জওয়াব দিতে হবে। যার বিনিময় জান্নাত।

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে বলবে اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته হে এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত ছালাতের প্রতিপালক আপনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)কে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং প্রশংসনীয় স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত কর। যার ওয়াদা তুমি করেছ। ক্বিয়ামতের দিন তাঁর জন্য আমার শাফা'আত যরূরী হয়ে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৬০৮)*।

প্রকাশ থাকে যে, কেউ কেউ অত্র হাদীছে দু'টি অংশ বৃদ্ধি করেছে- ১. الدرجة الرفيعة ২. انك لاتخلف الميعاد এ দু'টি অংশের কোন ভিত্তি নেই *(আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত, টীকা নং ২)*। অতএব উক্ত বাক্যাংশ দু'টি বলা থেকে সাবধান হতে হবে।

عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فان سمع أذانا أمسك والا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا إليه فإذا هو راعي معزًى–

আনাস (রাঃ) বলেন নবী করীম (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের প্রতি আক্রমণ চালাতেন এবং আযান শুনার জন্য কান পেতে থাকতেন। যদি আযান শুনতেন তাহলে আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। একদা এক ব্যক্তিকে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলতে শুনলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইসলামের উপর আছ। অতঃপর লোকটি বলল, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করলে। অতঃপর ছাহাবীগণ সেই মুয়াযযিনের দিকে লক্ষ্য করলেন, দেখলেন সে একজন রাখাল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬০; বাংলা মিশকাত হা/৬০৯)*। মোটকথা একা হলেও আযান দেয়া সুন্নাত। মাঠে-ঘাটে যে কোন স্থানে আযান দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আযানের প্রতিদান জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ।

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفرله ذنبه–

সা'দ ইবনু আবু ওয়াককাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে,

أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালকরূপে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)কে রাসূলরূপে এবং ইসলামকে দ্বীনরূপে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছি। তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬১; বাংলা মিশকাত হা/৬১০)*। অর্থাৎ আযান শেষে উক্ত দো'আ পড়লে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول الله عز وجل أنظروا إلى عبدي هذا يؤذن يقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة–

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূর (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমার প্রতিপালক খুশি হন সেই ছাগলের রাখালের প্রতি যে একা পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। তখন আল্লাহ ফিরিশতাগণকে ডেকে বলেন তোমরা আমার এই বান্দাকে দেখ? সে আযান দেয় ও ছালাত ক্বায়েম করে এবং আমাকে ভয় করে। (তোমরা সাক্ষ্য থাক) আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলাম' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৬১৪)*।

আল্লাহ মুয়াযযিনের প্রতি খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জান্নাতবাসী করেন। আর ফিরিশতাগণকে তা জানান।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفرله مدي صوته و يشهد له كل رطب ويابس وله مثل أجر من صلى وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفر عنه ما بينهما–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুয়াযযিনের কণ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করা হবে এবং (ক্বিয়ামতের দিন) তার কল্যাণের জন্য প্রত্যেক সজিব ও নির্জিব বস্তু সাক্ষ্য দিবে এবং এই আযান শুনে যত লোক ছালাত আদায় করবে সবার সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনের হবে। আর যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উপস্থিত হবে তার জন্য পঁচিশ ছালাতের নেকী লেখা হবে এবং তার দুই ছালাতের মদ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(নাসাঈ, হা/৬৬৭)*।

হাদীছের মর্মকথাঃ মুয়াযযিনকে ক্ষমা করা হবে প্রত্যেক সজিব ও নির্জিব বস্তু ক্বিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। এই ছালাতে যত লোক উপস্থি হবে সমস্ত লোকের সমপরিমাণ নেকী মুয়াযযিনকে দেয়া হবে। তার দুই ওয়াক্তের ছালাতের মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আযান শেষে যা চাইবে তা দেয়া হবে।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعط–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মুয়াযযিনগণ আমাদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভ করছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমিও বল যেরূপ তারা বলে এবং যখন আযানের জওয়াব দেয়া শেষ হবে তখন আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর, তাহলে তোমাকেও প্রদান করা হবে' *(আবদাঊদ, হাদছি ছাহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৬২২)*। অত্র হাদীছে মুছল্লীর চেয়ে মুয়াযযিনের মর্যাদা বেশী বলা হয়েছে। তবে শ্রোতা আযানের জওয়াব দিলে শ্রোতাকেও তাই দেয়া হবে যা মুয়াযযিনকে দেযা হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম তখন বেলাল (রাঃ) দাঁড়িয়ে আযান দিতে লাগলেন। যখন বেলাল (রাঃ) আযান শেষ করলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে অন্তরে বিশ্বাস নিয়ে এর অনুরূপ বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৭৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে কোন ব্যক্তি মনে-প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে আযান দিলে অথবা আযানের উত্তর দিলে সে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل مرة ستون حسنة وبإقامته ثلاثون حسنة–

ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে বার বছর আযান দেয় তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রত্যেক আযানের বিনিময়ে ষাট নেকী এবং এক্বামতের বিনিময়ে ত্রিশ নেকী অতিরিক্ত লেখা হয়' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/৭২৭)*। প্রকাশ থাকে যে, সাত বছর আযান দিলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৬৪)*।

عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء–

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয় তখন আকাশের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৩১, ১৪১৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে ছালাতের জন্য আযান দেয়া হলে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে যায় এবং এ সময় দো'আ কবুল করা হয়। এজন্য আযান শেষে মনোযোগ সহকারে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে দো'আ করা উচিত।

عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا إجابة الدعاء عند إلتقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر–

মাকহুল (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দো'আ কবুলের সময় খুঁজে বের করে দো'আ কর (১) যুদ্ধের সময় দো'আ কবুল হয় (২) ছালাতের জন্য এক্বামত দেয়ার সময় দো'আ কবুল হয় (৩) বৃষ্টি বর্ষণের সময় দো'আ কবুল হয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৪১, ১৪৬৯)*। এই সময়গুলিতে দো'আ করা উচিত। বিশেষ করে আযান ও এক্বামতের সময় মুয়াযযিন ও শ্রোতার দো'আ করা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্ট করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)*।

অত্র হাদীছে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি খুব গুরুত্ব পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে মানুষ যদি জানত আযান দেয়াতে কি নেকী রয়েছে তাহলে সবাই আযান দিতে চাইত। অতঃপর লটারী দেয়া ব্যতীত কোন উপায় থাকত না।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتي لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتي إذا ثوب بالصلاة أدبر حتي إذا قضي التثويب أقبل حتي يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا بما لم يكن يذكر حتي يظل الرجل لا يدري كم صلى–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের জন্য আযান দেয়া হয়, শয়তান বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যাতে সে আযান না শুনতে পায়। অতঃপর যখন আযান শেষ হয়ে যায় সে ফিরে আসে। আবার যখন এক্বামত দেয়া হয় সে পিঠ ফিরিয়ে পালাতে থাকে এবং যখন এক্বামত শেষ হয়ে যায় পুনরায় ফিরে আসে ও মানুষের অন্তরে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে। সে বলে অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর, যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না। অবশেষে মানুষ এমন হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছে।

আযান এমন একটি বিশেষ ইবাদত যা আরম্ভ হলে শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে সে আযান শুনে মদীনা থেকে ৩৬ মাঈল দূরে রাওহা নামক স্থানে পালিয়ে যায়। আযানের মত আর কোন ইবাদত নেই যা শুরু হলে শয়তান ভয়ে পালাতে থাকে। আযানের শব্দ তার নিকট খুব ভারী বোধ হয় এবং তাতে সে

বাত কর্ম করতে থাকে। কাজেই প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য যরূরী কর্তব্য আযানের সময় হওয়ার সাথে সাথে আযান দেয়ার জন্য চরম আগ্রহী হওয়া। শ্রোতার জন্য অবশ্য কর্তব্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সহকারে আযানের জওয়াব দেয়া। আমাদের দেশের মুছল্লীরা আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেওয়ার ব্যাপারে খুব অমনোযোগী। প্রকাশ থাকে যে, হাইয়্যা আলা দ্বয় ব্যতীত আযান ও এক্বামতের জওয়াব দেয়ার ক্ষেত্রে আযানের শব্দগুলিই হুবহু উচ্চারণ করতে হবে। এক্বামতে أقامها الله وأدمها বলা যাবে না। ফজরের আযানে صدقت وبركت বলা যাবে না। আযানের দো'আয় الدرجة الرفيعة ও انك لاتخلف الميعاد বলা যাবে না। এসকল অতিরিক্ত শব্দগুলি সম্পর্কে হাদীছগুলি জাল ও যঈফ।

মসজিদ নির্মাণকারী ও মসজিদে আগমনকারী

যেসব আমল করে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে মসজিদ নির্মাণ ও মসজিদে আগমন তার অন্যতম। মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করেন। আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন। যারা মসজিদে আগমন করে ফিরিশতারা তার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট স্থান সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হল মসজিদ সমূহ। আর সর্বাপেক্ষা ঘৃন্য স্থান হল বাজার সমূহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৬; বাংলা মিশকাত হা/ ৬৪৪)*। মুছল্লী যখন মসজিদে যায় তখন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থানে যায়। এসব স্থানে আল্লাহর রহমত সবচেয়ে বেশী বর্ষিত হয়।

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদ নির্মাণের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে সকাল-বিকাল মসজিদে যাবে আল্লাহ তার জন্য তার প্রত্যেক বারের পরিবর্তে একটি করে মেহমানদারী-আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৬)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যতবার ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় ততবার তার জন্য আপ্যায়ন প্রস্তুত করে রাখেন। আল্লাহ তার প্রতি খুশি হয়ে যান।

عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشيً والذي ينتظر الصلاة حتي يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلى ثم ينام–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের নেকীর ব্যাপারে সেই ব্যক্তিই সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক নেকীর হকদার যে ব্যক্তি মসজিদে আগমনের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক দূর হতে আগমন করে। আর ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী নেকীর অধিকারী হয় যে ইমামের সাথে ছালাত আদায় করার জন্য অপেক্ষা করে, ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে একা ছালাত আদায় করে অতঃপর ঘুমিয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০০; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে যত দূর থেকে মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য আসবে সে তত বেশী নেকীর অধিকারী হবে। আর বাড়ীতে একা ছালাত আদায় করার চেয়ে ইমামের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে অধিক নেকী রয়েছে। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, يا بني سلمة دياركم تكتب أثاركم دياركم تكتب أثاركم– 'ওহে বানূ সালমা তোমরা তোমাদের বাড়ী সেই দূরবর্তী স্থানেই রাখ, তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে। তোমরা তোমাদের স্থানেই থাক,

তোমাদের পদচিহ্ন অনুযায়ী তোমাদের নেকী লেখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৯; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৮)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتي يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتي لاتعلم شماله ما تنفق يمينه–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বিশেষ ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। ১. ন্যায়পরায়ন শাসক। ২. ঐ যুবক যে বড় হয়েছে আল্লাহর ইবাদতে। ৩. ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় একে অপরকে ভালবাসে। এউদ্দেশ্যেই উভয় মিলিত হয় এবং পৃথক হয়। ৫. ঐ ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দু'চোখ অশ্রু বিসর্জন করতে থাকে। ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী নারী ব্যভিচারের জন্য আহ্বান করে আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৭. সেই ব্যক্তি গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না যে, তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

অত্র হাদীছে ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ ছায়া দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যাদের অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। কোন কারণে মসজিদ হতে বের হলে আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف علي صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلي المسجد لايخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فاذا صلى لم تزال الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه

اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة وفي رواية في دعاء الملائكة: اللهم اغفرله اللهم تب عليه مالم يؤذي فيه مالم يحدث فيه–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী তার ঘরে বা তার বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা পঁচিশ গুণ বেশী। আর এই নেকী তখনই হয় যখন সে ব্যক্তি সুন্দর করে ওযূ করে আর একমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়। এমতাবস্থায় সে যত পদক্ষেপ রাখে প্রত্যেক পদক্ষেপের দরুণ একটা করে পদ উন্নত করা হয় এবং একটা করে গুনাহ ক্ষমা করা হয়। অতঃপর যখন সে ছালাত আদায় করতে থাকে ফিরিশতাগণ তার জন্য দো'আ করতে থাকেন। তারা বলেন, –اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم اغفرله اللهم تب عليه হে আল্লাহ তুমি তার প্রতি অনুগ্রহ কর, হে আল্লাহ তুমি তারপ্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ তুমি তার তওবা কবুল কর। আর এভাবে তারা বলতে থাকে যে পর্যন্ত সে ছালাত আদায়ের স্থানে থাকে। যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয় এবং ওযূ ভঙ্গ না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০২; বাংলা মিশকাত হা/৬৫০)*। অত্র হাদীছে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মসজিদে যায় তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তার গুনাহ ঝরে যায় এবং মর্যাদা বেড়ে যায়। যতক্ষণ সে ছালাতের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। আর তার ওযূ না ভাঙ্গা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার জন্য বিভিন্ন ভাবে ক্ষমা চাইতে থাকে।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس–

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪; বাংলা মিশকাত হা/৬৫৩)*। এটা মসজিদের হক্ব, এর নাম তাহিয়্যাতুল মসজিদ। দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসা নিষিদ্ধ। যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে, এমনকি নিষিদ্ধ সময় সমূহে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও। ছালাত আদায় না করলে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে এবং সময় মত বের হয়ে যেতে হবে। তবুও বসা যাবে না।

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لايقدم من سفر الا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه–

কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দিনের প্রথম দিকে বাড়ী আগমন করতেন। আর যখন আগমন করতেন প্রথমেই তিনি মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সেখানে বসতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৩)*। সফর থেকে দিনের প্রথম ভাগে বাড়ী আসা সুন্নাত। প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সুন্নাত। দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর মানুষের সাথে কথোপকথন করা সুন্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে হারানো বস্তু মসজিদে অনুসন্ধান করতে শুনবে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬; বাংলা মিখাত হা/৬৫৪)*। হারানো বস্তু মসজিদে তালাশ করা হারাম। কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস মসজিদে অনুসন্ধান করছে জানতে পারলে বলা উচিত যে, আল্লাহ যেন তোমাকে তোমার হারানো জিনিস ফেরত না দেন।

عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة–

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তাদেরকে যারা অন্ধকারে মসজিদে যায় ক্বিয়ামতের দিন তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও' *(তিরমিযী, হাদীছ ছাহীহ, মিশকাত হা/৭২১; বাংলা মিশকাত হা/৬৬৮)*।

যারা অন্ধকারে কষ্ট করে মসজিদে ছালাত আদায় করতে যায় আল্লাহ তাদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ আলোর ব্যবস্থা করবেন। কারণ ক্বিয়ামতের মাঠ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربي عزوجل في أحسن صورة قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قلت نعم في الكفارات والكفارات المكث في المسجد بعد الصلوات والمشئ على الأقدام إلى الجماعات وابلاغ الوضوء في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه

وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ... وان تغفرلي وترحمني–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, একবার আমি আমার প্রতিপালককে অতি উত্তম অবস্থায় স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ আপনি কি জানেন, শীর্ষস্থানীয় ফিরিশতাগণ কি বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে? আমি বললাম, হ্যাঁ কাফফারাত বিষয় নিয়ে বিতর্ক করছে। আর কাফফারাত হল- (ক) ছালাত আদায়ের পর মসজিদে অবস্থান করা, (খ) পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হওয়া, (গ) কষ্টের সময়ে উত্তমরূপে ওযূ করা। যে এরূপ করবে সে কল্যাণের সাথে বাঁচবে ও কল্যাণের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং সে তার গুনাহ হতে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে, সেই দিনের ন্যায় যে দিন তার মাতা তাকে প্রসব করেছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ বললেন, হে মুহাম্মাদ যখন তুমি ছালাত আদয় করবে তখন তুমি এই দো'আ বলবে, اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ... وان تغفرلي وترحمني 'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট চাই ভাল কাজ সম্পাদন করতে, মন্দ কাজ সমূহ ত্যাগ করতে ও দরিদ্রদের ভালবাসতে এবং তুমি আমাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার প্রতি দয়া কর' *(শারহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৭২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ছালাতের পর মসজিদে অপেক্ষা করলে পাপ মুছে যায়। এমন নিষ্পাপ হয় যেমন জন্মদিনে নিষ্পাপ ছিল। উক্ত দো'আটি আল্লাহ আমাদের নবীকে পড়তে শিক্ষা দিলেন।

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أويرده بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن إلى الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله–

আবু উমামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সকলেই আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ১. যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হয়েছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে উঠিয়ে না নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ না করান অথবা তাকে নেকী বা গণীমতের মালের সাথে ফিরিয়ে আনবেন। ২. যে মসজিদে গমন করে সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। ৩. যে সালাম সহকারে নিজের ঘরে প্রবেশ করে সে

আল্লাহর দায়িত্বে থাকে' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৭২৭; বাংলা মিশকাত হা/৬৭২)*।

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه الا إياه فأجره كأجر المعتمرة وصلا على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নিজের ঘর হতে ওযূ করে ফরয ছালাত আদায়ের জন্য বের হল তার নেকী একজন এহরামধারী হাজীর নেকীর সমান। আর যে চাশতের ছালাতের জন্য বের হল তার ছাওয়াব একজন ওমরাকারীর ছাওয়াবের সমান এবং এক ছালাতের পর অপর ছালাত আদায় করা যার মধ্যে কোন অনর্থক কাজ করা হয়নি এমন ব্যক্তির নাম ইল্লীনে লেখা হয়' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৭২৮; বাংলা মিশকাত হা/৬৭৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সুন্দর করে ওযূ করে ফরয ছালাতের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয় তারা একজন এহরামধারী হাজীর সমান ছাওয়াব অর্জন করে। আর চাশতের ছালাতের জন্য বের হলে ওমরা করার সমান ছাওয়াব লাভ করে।

ছালাত আদায়কারী

যেসব আমলের মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে ছালাত তার অন্যতম। ছালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ বড় লাভবান হতে পারে। আল্লাহ বলেন, ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر– 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষকে অশ্লীল ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلح له سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, "ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তার ছালাত গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে সমস্ত আমল গ্রহণীয় হবে। আর যদি ছালাত গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে সমস্ত আমলই বাতিল হবে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৯৮)*। ছালাত এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহর নিকট গ্রহণ হলে বাকী

আমলগুলিও গৃহীত হবে। অন্যথায় সব আমল বাতিল হবে। সমস্ত ইবাদতের ভিত্তি ইবাদত হচ্ছে ছালাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أدها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ছালাতের ছাওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। একভাগ পবিত্রতার মাধ্যমে দ্বিতীয় ভাগ রুকুর মাধ্যমে তৃতীয়ভাগ সিজদার মাধ্যমে। যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত গৃহীত হল এবং সমস্ত আমলও গৃহীত হল। আর যার ছালাত গ্রহণ করা হবে না তার কোন আমলই গ্রহণ করা হবে না' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬৪৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত কবুল হওয়ার জন্য তিনটি কাজ সুন্দর হওয়া যরূরী- ১. ওযূ- ওযূ সুন্দর না হলে ছালাত কবুল হবে না। ২. রুকূ যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। ৩. সিজদা যথাযথ পূর্ণ না হলে ছালাত কবুল হবে না। আর ছালাত কবুল না হলে সমস্ত আমল বাতিল হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত, এক জুম'আ হতে অপর জুম'আ পর্যন্ত এক রামাযান হতে অপর রামাযান পর্যন্ত কাফফারা হয় সে সমস্ত গুনাহের যা এর মধ্যবর্তী সময়ে হয়। যখন কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪; বাংলা মিশকাত হা/৫১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, জুম'আর ছালাত এবং রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে ছগীরা গুনাহ মাফ হয়। কারণ কবীরা গুনাহ মাফের জন্য তাওবা শর্ত। আর কোন দিন এমন গুনাহ করব না এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে মনে অনুশোচনা নিয়ে বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট তাওবা করলে বড় গুনাহ মাফ হতে পারে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شئ قالوا لا يبقى من درنه شئ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আচ্ছা বলতো যদি তোমাদের কারো দরজায় একটি নহর থাকে যাতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার কিছু ময়লা বাকী থাকবে কি? ছাহাবীগণ বললেন, কোন ময়লা থাকবে না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এইরূপ উদাহরণ হচ্ছে পাঁচওয়াক্ত ছালাতের। আল্লাহ এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গুনাহ সমূহ মুছে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৫১৯)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা মনোযোগ সহকারে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তাদের অপরাধ সমূহ ক্ষমা হয়ে যায়।

عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انـي أصبت حدا فأقمه على قال ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله انـي أصبت حـدا فـأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فان الله قد غفرلك ذنبك أو حدك–

আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমি হদ জারী করার মত অপরাধ করেছি, সুতরাং আমার উপর হদ প্রয়োগ করুন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) তার অপরাধ সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। এ সময়ে ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন সে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত শেষ করা মাত্র লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমি হদ কায়েম করার মত অপরাধ করেছি। আমার প্রতি আল্লাহর কিতাবে নির্ধারিত হদ জারি করুন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/৫২১)*।

আল্লাহ ও রাসূল (ছঃ) অপরাধের জন্য যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তা যদি অপরাধের অনুরূপ হয়, তবে তাকে কিছাছ বলে। যথা হত্যার বদলে হত্যা, চোখ নষ্ট করার বদলে চোখ নষ্ট করা, নাক কাটার বদলে নাক কাটা ইত্যাদি। আর যদি অনুরূপ না হয় তাকে 'হদ' বলে। যথা ব্যভিচারের জন্য পাথর দ্বারা হত্যা করা। চুরির জন্য হাত কাটা এবং শরাব পান করার জন্য বেত্রাঘাত করা ইত্যাদি। এই লোকটি কি অপরাধ করেছিল তা রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেননি। তবে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমা হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ছালাতের মাধ্যমে যে কোন অপরাধ ক্ষমা হতে পারে।

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوئهن وصلاهن وأتم ركوعهن وخـشوعهن كـان لـه علي الله ان يغفرله ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه–

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের জন্য উত্তমরূপে ওযূ করবে এবং ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে এবং পূর্ণ ভয়-ভীতি নিয়ে বিনয়ের সাথে তার রুকূ পূর্ণ করবে তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আর যে এভাবে আদায় করবে না তার জন্য আল্লাহর উপর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাকে মাফ করবেন, ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৭০; বাংলা মিশকাত হা/৫২৪)*।

ব্যাখ্যাঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয। কোন ব্যক্তি যদি সুন্দর করে ওযূ করে ভয়ভীতি সহকারে ঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। এভাবে ছালাত আদায়কারীর গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। যারা সুন্দর করে ওযূ করে না ছালাতের রুকন সমূহ ও খুশুকে পরিপূর্ণ করে না তাদের গুনাহ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর কোন ওয়াদা নেই।

عن أبي أمامة رضي الله عنـه قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم صـلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم–

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত কায়েম কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যা আদেশ করেন তার আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা ইচ্ছা মত তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/ ৫৭১; বাংলা মিশকাত হা/৫২৫)*।

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه–

যায়েদ ইবনু খালেদ জুহানী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভুল না করে মনোযোগ সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, আল্লাহ তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/৫৩০)।*

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف–

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের প্রসংগ উত্থাপন করে বললেন, যে ব্যক্তি সঠিক নিয়মে ও সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করবে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে এভাবে ছালাত আদায় করবে না, ছালাত তার জন্য আলো, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে কারুণ, ফের'আউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সাথে থাকবে' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫৭৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১)।*

ব্যাখ্যাঃ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যদি ছালাতের নিয়ম-কানূন সঠিকভাবে মেনে সঠিক সময়ে আদায় করে তাহলে ছালাত তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন বিশেষ আলো হিসাবে গণ্য হবে। ছালাত তার জন্য প্রমাণ স্বরূপ হবে। ছালাত তার জন্য মুক্তির উপায় হবে। অন্যথায় সে ছালাত আদায় করা সত্ত্বেও যথাযথ শাস্তি ভোগের জন্য জাহান্নামে যাবে। যেখানে সাথী হিসাবে ফের'আউন, হামান, কারুণ ও উবই ইবনু খালাফ। আল্লাহ তুমি আমাদের সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের সুমতি দান কর।

عن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها–

ওমারা ইবনু রুআইবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, কখনও এমন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে না যে, ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৫)।*

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة–

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর ও আছরের ছালাত আদায় করল সে জান্নাতে যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৬)।*

অত্র হাদীছে ফজর ও আছরের ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য ছালাত সহ যারা ফজর ও আছরের ছালাত সঠিকভাবে আদায় করবে তারা কখনও জাহান্নামে যাবে না বরং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولويعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولوحبوا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি মানুষ জানত আযান দেয়া এবং ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর মধ্যে কি নেকী রয়েছে তাহলে লটারী করা ব্যতীত তাদের কোন উপায় থাকত না। আর যদি তারা জানত প্রথম সময়ে ছালাত আদায় করাতে কি নেকী রয়েছে তাহলে তারা অন্যের আগে পৌঁছার আপ্রাণ চেষ্ট করত। আর যদি তারা জানত এশা ও ফজর ছালাতের মধ্যে কি নেকী রয়েছে তাহলে তারা এই ছালাত আদায়ের জন্য হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৯)।* অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) ফজর ও এশার ছালাতে এক বেশী ছাওয়াব নিহিত থাকার কথা বলেছেন যে, মানুষ যদি ছাওয়াবের কথা জানত তাহলে ভাল মানুষতো যেতই অক্ষম মানুষও হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যেত এবং এ ছাওয়াব অর্জন করত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلوة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولويعلمون ما فيهما لأتوهما ولوحبوا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুনাফেকদের উপর সবচেয়ে কঠিন ছালাত হচ্ছে ফজর ও এশা। যদি তারা জানত এ ফজর ও এশা ছালাতে কি নেকী রয়েছে তাহলে তারা এছালাত আদায় করতে আসত হামাগুড়ি দিয়ে হলেও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৮০)।*

عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكنما صلى الليل كله–

ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে এশার ছালাত জাম'আতে আদায় করল সে যেন অর্ধরাত্রি ছালাত আদায় করল। আর যে ফজরের ছালাত জাম'আতে আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা ৬৩০; বাংলা মিশকাত হা/৫৮১)*। এশা এবং ফজরের ছালাতে কি রয়েছে তার কিছূ প্রমাণ অত্র হাদীছে পাওয়া যায়। এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করার পর ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করলে পূর্ণ রাত্রি ছালাত আদায় করে যা ছাওয়াব হবে তাই হবে। এটা আল্লাহর অনেক বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ বান্দার উপর খুশি হলে এরূপ অনুগ্রহ করে থাকেন।

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر انقطع به قال اعلم انك لاتسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة–

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আপনি আমাকে একটি আমলের কথা বলুন যা আমি যথাযথভাবে পালন করব। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যখনই তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ মুছে দেবেন' *(সিলসিলাহ ছহীহা হা/৫৪২)*।

عن أبي المنيب قال رأى ابن عمر فتى قد أطال الصلاة وأطنب فقال أيكم يعرف هذا فقال رجل أنا أعرفه فقال أما اني لو عرفته لأمرته بكثرة الركوع والسجود فاني سمعت رسول الله يقول ان العبد إذا قام إلى الصلاة اتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه–

আবু মনীব (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক যুবককে দীর্ঘ সময়ে ছালাত আদায় করতে দেখলেন এবং বললেন, তোমরা কেউ এযুবকের পরিচয় জান? একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, আমি তাকে চিনলে বেশী বেশী রুকু সিজদা করতে বলতাম। কারণ রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই বান্দা যখন ছালাতে দাঁড়ায় তার সমস্ত গুনাহ তার দু'কাঁধে রেখে দেয়া হয়। যতবার রুকু, সিজদা করে ততবার তার গুনাহ ঝরে পড়ে' *(সিলসিলাহ ছহীহা হা/ ৫৭৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন অপরাধী ছালাত আরম্ভ করলে তার গুনাহ তার কাঁধে চাঁপিয়ে দেয়া হয় এবং রুকূ সিজদার সাথে সে গুনাহ ঝরে যায়।

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم يصلى وخطاياه مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه–

সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুসলমান ছালাত আরম্ভ করে তার গুনাহ তার মাথার উপর থাকে। যতবার সে সিজদা করে ততবার গুনাহ ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে ছালাত শেষ করে তখন তার সব গুনাহ ঝরে যায়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৭৯)*।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له برأتان برأة من النار وبرأة من النفاق–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ৪০ দিন জামা'আতে ছালাত আদায় করবে এবং তাকবীরে তাহরীমা পাবে অর্থাৎ ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে আল্লাহ তাকে দু'টি জিনিস হতে মুক্তি দিবেন। ১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং ২. মুনাফেকী থেকে মুক্তি দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৭)*। অত্র হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি ৪০ দিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আরম্ভ হওয়ার সময় উপস্থিত থাকবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার মধ্যে মুনাফেক্বী থাকবে না।

عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة–

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায় করল, অতঃপর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করল, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, তাহলে তার হজ্জ ও ওমরা পালনের পূর্ণ নেকী হল। রাসূল (ছাঃ) কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৭)*। অত্র হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, যারা ফজরের ছালাত আদয়ের পর সেখানে বসে থেকে আল্লাহর যিকির করে এবং সূর্যোদয়ের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তাকে এত ছাওয়াব দেন বৈধ পন্থায় হজ্জ ও ওমরা করে যত ছাওয়াব পাওয়া যায়।

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى أربعا وقبل الأولى أربعا بنى له بيت في الجنة–

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চাশতের চার রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৫)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى الا أواب وهي صلاة الأوابين–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একমাত্র খুব বেশী বেশী তাওবাকারী একনিষ্ঠ ব্যক্তিরা চাশতের ছালাতের প্রতি লক্ষ রাখে। আর এই ছালাতের নাম হচ্ছে ছালাতুল আউয়াবীন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৭৭২)*।

عن أبي صالح مرفوعا مرسلا أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر–

আবু ছালেহ মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত রাতের তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৩৬)*। যোহরের পুর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করলে রাতে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার সমান নেকী হবে।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عزوجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هى خيرلكم من حمر النعم الاوهي ركعتان قبل صلاة الفجر–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ছালাতের উপর একটি ছালাত বৃদ্ধি করেছেন তা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়ে উত্তম। আরতা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৫৯)*। সেকালে আরবের লোকের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল লাল উট। অতএব লাল উট যেমন মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশী কল্যাণকর তেমনি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতও মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لينادى يوم القيامة أين جيراني أين جيراني قال فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي ان يجاورك فيقول أين عمار المساجد–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, আমার প্রতিবেশীর কোথায়, আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তখন ফিরিশতারা বলবেন, হে আমাদের প্রতিপালক কার জন্য শোভনীয় যে, আপনার প্রতিবেশী হবে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, মসজিদ আবাদকারী অর্থাৎ মসজিদে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিরা আমার প্রতিবেশী' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৫৬১)*। যারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করবেন।

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال ست مامن مسلم يموت في واحدة منهن الا كانت ضامنا على الله ان يدخله الجنة: ١– خرج مجاهدا فان مات في وجهه كان ضامنا علي الله. ٢– ورجل تبع جنازة فان مات في وجهه كان ضامنا على الله– ٣– ورجل اعاد مريضا فان مات في وجهه كان ضامنا على الله. ٤– ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج 'لى المسجد لصلاته فان مات في وجهه كان ضامنا على الله– ٥– ورجل أتي إماما لايأتيه الا ليعزره و يوقره فان مات في وجهه ذلك كان ضامنا على الله– ٦– ورجل في بيته لا يغتاب مسلما ولايجر إليهم سخطا ولانقمة فان مات كان ضامنا على الله–

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছয়টি ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উপর কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার। ১. কোন লোক জিহাদ করতে গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ২. কোন লোক কারো জানাযায় গিয়ে মারা গেলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেওয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ৩. কোন লোক কোন অসুস্থ লোক দেখতে গিয়ে মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ যামিনদার। ৪. কোন লোক সুন্দর করে ওযূ করল অতঃপর কোন ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে

মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে যামিনদার। ৫. কোন লোক একমাত্র শ্রদ্ধা করার উদ্দেশ্যে কোন নেতার নিকট গেল এবং সেখানে সে মারা গেল আল্লাহ তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপরে যামিনদার। ৬. কোন লোক বাড়ীতে থাকে কারো গিবত করে না এবং তার নিকট কোন শাস্তি বা সন্তুষ্টির অভিযোগ করা হয় না এমন লোক মারা গেলে তাকে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ যামিনদার' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৬১৮)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা উত্তমরূপে ওযূ করে অতঃপর যে কোন ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করে এমন লোককে জান্নাতে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই যামিনদার।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القاري فأمنوا فان الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفرله ما تقدم من ذنبه–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম আমীন বলেন তখন তোমরা আমীন বল। কেননা ফিরিশতাগণও তখন আমীন বলেন। অতঃপর যার আমীন ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৮২৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে আমীন জোরে বলতে হবে। ফিরিশতাগণ আমীন বলেন, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই আমীন বলতে হবে। যার আমীন ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে এবং সিজদা করে শয়তান তখন কাঁদতে কাঁদতে একদিকে চলে যায় এবং বলে হায় আমার দূর্ভাগ্য! আদম সন্তানকে সিজদার আদেশ করা হলে সিজদা করে ফলে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সিজদার আদেশ করা হলে আমি অস্বীকার করি ফলে আমার জন্য জাহান্নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৫; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদার পরিণাম জান্নাত আর সিজদা অস্বীকারের পরিণাম জাহান্নাম।

عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود–

রাবী'আ ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাত্রি যাপন করতাম। একদা তাঁর ওযূ ও এস্তেঞ্জার পানি উপস্থিত করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কিছু চাওযার থাকলে চাও। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও। আমি বললাম, এটাই চাই। তাহলে বেশী বেশী করে সিজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৬; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৬)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করলে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ হবে।

عن معدان بن طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني يعمل أعمله يدخلني الله به الحنة فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فانك لاتسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة–

মা'দান ইবনু ত্বালহা তাবেঈ বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর দাস ছাওবান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম আমাকে এমন একটা কাজের সন্ধান দিন যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি আমার কথা শুনে চুপ থাকলেন। আমি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞস করলাম। তিনি বললেন, আমি নিজে এব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করতে থাক। কারণ তুমি যত বেশী নফল ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তত মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং গুনাহ ক্ষমা করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৭; বাংলা মিশকাত হা/৮৩৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতে যাওয়ার এক বিশেষ মাধ্যম নফল ছালাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার প্রতি দাশবার রহমত বর্ষণ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১; বাংলা মিশকাত হা/৮৬০)*।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করা হয় এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা ৯২২; বাংলা মিশকাত হা/৮৬১)*।

আল্লাহকে খুশী করার একটি বড় মাধ্যম আল্লাহর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা। এতে আল্লাহ মানুষের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন। মানুষের গুনাহ ক্ষমা করেন এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

ছালাতের পর যিকির ও তাসবীহ পাঠকারী

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاث وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলল, তার হচ্ছে মোট ৯৯ বার। অতঃপর একশত পূর্ণ করার জন্য বলল, لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। ঐ ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে, তার গুনাহের পরিমাণ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭; বাংলা মিশকাত হা/৯০৫)*। যে কোন ছালাত শেষে কোন মুছল্লী যদি এই তাসবীহ সমূহ এই নিয়মে পাঠ করে তারপর এই দো'আটি পাঠ করে তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে তার গুনাহ যত বেশীই হোক।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة–

উকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসুল (ছাঃ) আমাকে 'প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ার জন্য আদেশ করেছেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৯৬৯; বাংলা মিশকাত হা/৯০৭)*। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয-নফল যে কোন ছালাতের সালামের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ আদেশবাচক সুন্নাত। এর ছাওয়াবের কোন হিসাব নেই।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغدة حتى تطلع الشمس أحب إلى من ان أعتق أربعة من ولد اسماعيل ولان أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى ان تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় বসে আল্লাহর যিকির করে তাদের সাথে যোগদান করাকে আমি ইসমাঈল বংশীয় চারজন লোককে আযাদ (মুক্ত) করার চেয়েও উত্তম মনে করি। এরূপ যারা আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে তাদের সাথে যোগদান করাকে চারজন গোলাম আযাদ করার চেয়েও উত্তম মনে করি' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৯৭০; বাংলা মিশকাত হা/৯০৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করলে ৮ জন গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাওয়া যাবে। আর এই আমল আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট অতীব প্রিয়।

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتي تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে আল্লাহর যিকির করে তারপর দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে তার জন্য হজ্জ ও ওমরা পালনের ন্যায় ছাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম

(ছাঃ) বলেছেন, পূর্ণ পূর্ণ। অর্থাৎ পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার নেকী পাবে' *(তিরমিযী হা/৯৭১, এ হাদীছের শাহেদ রয়েছে)*। এ হাদীছের দ্বারা বুঝা যায় ফজরের ছালাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকির করার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে প্রচুর পরিমাণে নেকীর অধিকারী হওয়া যায়।

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعواد هذا المنبر يقول من قرأ أية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি এই কাঠের মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, যে ব্যক্তি যে কোন ছালাতের পর আয়াতুর কুরসী পড়বে তার জান্নাতে প্রবেশ করতে মরণ ব্যতীত আর কিছু প্রতিবন্ধক থাকবে না' *(কুবরা, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত টীকা নং ২, পৃঃ ৩০৮)*।

ব্যাখ্যাঃ ফরয-নফল যে কোন ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যার পরিণাম জান্নাত।

عن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل ان ينصرف ويثنى رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات محيت عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكانت له حرزا من كل مكروه وحرز من الشيطان الرجيم ولم يحل لذنب ان يدركه الا الشرك وكان من أفضل الناس الا رجلا يقول أفضل مما قال–

আবদুর রহমান ইবনু গানাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'যে মাগরিব ও ফজরের ছালাতের পর দশবার বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তারই রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তাঁর হাতেই সমস্ত কলাণ, তিনি সকলকে জীবিত করেন এবং মৃত্যু ঘটান, তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। এমন ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক মন্দের পরিবর্তে দশটি নেকী লেখা হবে, তার দশটি গুনাহ মছে দেয়া হবে, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও এ দো'আটি তার জন্য প্রত্যেক মন্দ কাজ হতে রক্ষক হবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতেও রক্ষাকবজ হবে। এর বদৌলতে কোন গুনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না (অর্থাৎ শিরক ব্যতীত) কোন কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি হবে সমস্ত মানুষ অপেক্ষা উত্তম আমলকারী। তবে যে এর চেয়েও উত্তম কথা বলবে সে অবশ্য এর চেয়ে উত্তম হবে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, যাদুল মা'আদ ১/২৯০পৃঃ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা ১০ বার পঠ করলে ১০টি করে নেকী হবে, ১০টি করে গুনাহ মুছে যাবে, ১০টি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। যে কোন অপসন্দনীয় কাজের প্রতিবন্ধক হবে। বিতাড়িত শয়তান হতে রক্ষা পাবে। শিরক ছাড়া কোন গুনাহ তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে।

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر–

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের পূর্বে, দুই রাক'আত যোহরের পরে, দুই রাক'আত মাগরিবের পরে, দুই রাক'আত এশার পরে এবং দু'রাক'আত ফজরের পূর্বে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সাথে বার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে প্রতি বার রাক'আতের বিনিময়ে জান্নাতে একটি করে ঘর নির্মাণ করা হবে।

عن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعة قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار–

উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং যোহরের পরে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের প্রতি হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়া যায়। এর প্রতিদানে জাহান্নামকে তার প্রতি হারাম করা হবে। এরূপ আমলকারী জাহান্নামে যাবে না বরং জান্নাতে যাবে।

عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر وقال انها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح–

আবদুল্লাহ ইবনু সায়েব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন যে এই সময় এমন এক সময় যাতে আসমানের দরজা সমূহ খোলা হয়। অতএব আমি ভালবাসি যে এ সময় আমার ভাল আমল উপরে উঠে যাক’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৬৯; বাংলা মিশকাত হা/১১০১)*। ব্যাখ্যাঃ সূর্য ঢলামাত্র আসমানের দরজা খোলা হয়। প্রত্যেক মানষের জন্য কর্তব্য এসময় কিছু সৎ আমল উপরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। এজন্য যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা ভাল।

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أمراء صلى قبل العصر أربعا–

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৭০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছাহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৭২; বাংলা মিশকাত হা/১১০৪)*।

ব্যাখ্যাঃ আছরের পূর্বে কোন ব্যক্তি চার রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তার প্রতি বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন। এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) রহমত বর্ষণের দো‘আ করেছেন। তবে আছরের পূর্বে দু’রাক‘আতও পড়া যায়।

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ফজরের পূর্বের দু’রাক‘আত ছালাত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা উত্তম’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪; বাংলা মিশকাত হা/১০৯৬)*।

ব্যাখ্যাঃ সুন্নাত সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে ফজরের পূর্বের দু’রাক‘আত সুন্নাত। এ সুন্নাতে কত কল্যাণ আছে তা মানুষের পক্ষে হিসাব করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। তারপর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত, তারপর যোহরের দু’রাক‘আত তারপর মাগরিবের পরে দু’রাক‘আত, তারপর এশার পর দু’রাক‘আত ধারাবাহিক গুরুত্ব বহন করে। প্রকাশ থাকে যে, মাগরিবের পর ছয় রাক‘আত নফল পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৭৩)*। মাগরিবের পর বিশ রাক‘আত নফল

ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল *(আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৭৪)*। এশার পর চার রাক‘আত বা ছয় রাক‘আত ছালাত পড়ার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও নিতান্তই যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৭৫)*।

عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال تحسب بمثلهن في صلاة السحر، وما من شئ الا وهو يسبح الله تلك الساعة–

ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘সূর্য ঢলে যাওয়র পর যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাতের নেকী শেষ রাতের ছালাতের সমান করা হয়। সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকে’ *(তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত, ১১৭৭ নং হাদীছের টীকা দ্রঃ হাদীছ ছহীহ)*। শেষ রাতে যেমন আল্লাহর বিশেষ রহমত বর্ষণ হয় তেমন সূর্য ঢলা মাত্র রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে। আর এ সময়ে সবকিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে।

রাতে ছালাত আদায়কারী

অতীতকালে সৎ মানুষের আমল ছিল রাতে ছালাত আদায় করা। নবীগণের নীতি ছিল রাতে তাসবীহ তাহলীল ও যিকির করা। জান্নাতে উচ্চ স্থান ও বড় মর্যাদা পাওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে রাতে ছালাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, تتجاف جنوبهم عن المضاجع– ‘মুত্তাকী ব্যক্তিদের পিঠ রাতে বিছানা থেকে আলাদা হয়ে থাকে’ *(সাজদা ১৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون– ‘তারা রাতে কম শুইত এবং রাতে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত’ *(যারিয়াত ১৭-১৮)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا– ‘হে নবী আপনি আল্লাহর জন্য রাতে ছালাত আদায় করুন এবং দীর্ঘ সময় তার তাসবীহ পাঠ করুন’ *(দাহার ২৬)*।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ومن قام بالف آية كتب من المقنطرين–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে ছালাতে দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করে তাকে অলসদের মধ্যে গণ্য করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ১০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে বিনয়ীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। যে ব্যক্তি এক হাযার আয়াত তেলাওয়াত করে তাকে অধিক কার্যকারীদের মধ্যে গণ্য করা হবে' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১২০১)*।

ব্যাখ্যাঃ রাতে কোন ব্যক্তি ছালাতের মাধ্যমে ১০ আয়াত তেলাওয়াত করলে সে রাতে ছালাত আদায়কারী বলে গণ্য হবে। ১০০ আয়াত তেলাওয়াতকারী বিনয়ী মুত্তাকী বলে গণ্য হবে এবং যারা ১০০০ আয়াত তেলাওয়াত করে তারা বড় সফলতা অর্জনকারী হিসাবে গণ্য হবে।

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله ثم قال رب اغفرلي أو قال ثم دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته–

ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে বলে, لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير وسبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ولا حول ولاقوة الا بالله আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর হাতে, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য, তিনি সর্বশক্তিমান। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ অতি মহান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার কোন শক্তি ও সামর্থ নেই। অতঃপর বলে হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। আর যদি সে ওযূ করে ছালাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২১৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৪৫)*। রাতে উঠে অত্র দো'আটি বলা ভাল। অত্র দো'আর পর প্রার্থনা করলে প্রার্থনা কবুল করা হবে। দো'আটি পড়ার পর ওযূ করে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত কবুল করা হবে।

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا الا أعطاه الله اياه–

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমান ওযূ অবস্থায় আল্লাহর যিকির করে সন্ধ্যায় শয়ন করে এবং রাতে উঠে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১২১৫; বাংলা মিশকাত হা/১১৪৭)*।

ব্যাখ্যাঃ ওযূ অবস্থায় দো'আ পড়ে ঘুমানো সুন্নাত। এমন ব্যক্তি রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে তা দিবেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فان توضأ انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মারে বা থাবা মেরে বলে রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে এবং দো'আ পড়ে তাহলে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ওযূ করে আরও একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে সকালে প্রফুল্ল মন পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯; বাংলা মিশকাত হা/১১৫১)*।

ব্যাখ্যাঃ ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাতে উঠার বিরুদ্ধে শয়তানের প্রবল বাধাদানকেই তিনটি গিরা দ্বারা বুঝিয়েছেন। রাতে উঠে ইবাদত করতে পারলে শয়তানের উদ্দেশ্য বিপন্ন হয়। শয়তানের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। এমন ব্যক্তি আল্লাহর রহমতে প্রফুল্ল হয়। ফলে সে উজ্জল চেহারায় উদ্দমশীল হয়ে প্রফুল্ল মনে সকাল করে। পক্ষান্তরে অন্যরা মন মরা ও উদাসীন হয়ে কলুষিত অন্তরে সকাল করে।

عن المغيرة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتي تورمت قدماه فقيل له لم تصنع هذا وقد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا–

মুগীরাহ ইবনু শু'বা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের ছালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যাতে তাঁর পায়ের পাতা ফুলে যেত। তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ কেন করেন? আল্লাহতো আপনার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি

বললেন, আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না'? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২২০; বাংলা মিশকাত হা ১১৫২)*। ব্যাখ্যাঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'টি কারণে রাতে উঠে ইবাদত করা কর্তব্য ১. ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে, ২. আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينـزل ربنـا تبارك وتعالى كل ليلة إلي السماء الدنيا حـين يبقـى ثلـث الليـل الأخـر يقـول مـن يـدعوني فاستجيب له من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفرله–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক রাতেই এই নিকটবর্তী আকাশে অবতীর্ণ হন, যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে এবং বলতে থাকেন কে আছে যে, আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে যে আমার নিকট কিছু চায় আমি তাকে তা দান করব এবং কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমা চায়, আমি তাকে ক্ষমা করব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৩; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৫)*।

ব্যাখ্যাঃ হাদীছে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া ও রহমতের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ মহাশক্তিশালী হওয়ার পরেও প্রতিশোধ নিতে চান না। দুনিয়াতে কত মানুষ কতভাবে গুনাহ করছে তার ইয়ত্তা নেই। তবুও তিনি সকলের বিপদ উদ্ধার করার জন্য এবং সকলের গুনাহ ক্ষমা করার জন্য সবাইকে ডেকে বলেন,বিপদে আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। কোন প্রয়োজন হলে আমার কাছে চাও আমি দিব। আমার কাছে গুনাহ ক্ষমা চাও আমি ক্ষমা করব।

عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسـلم يقـول إن في الليـل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا من أمر الدنيا والأخرة الا أعطاه إياه وذلك كل ليلة–

জাবির (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, 'রাত্রের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যদি কোন মুসলমান সে সময় লাভ করতে পারে এবং আল্লাহর নিকট ইহকালের কোন কল্যাণ চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। আর এই সময়টি প্রত্যেক রাতেই রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২২৪; বাংলা মিশকাত হা/১১৫৬)*। ব্যাখ্যাঃ এই বিশেষ মুহূর্ত কোন রাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রত্যেক রাতেই ঘটে। এসময় সবার অনুসন্ধান করা উচিত।

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فأنه داب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের জন্য রাতে ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গুনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার মাধ্যম' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/ ১২২৭; বাংলা মিশকাত হা/ ১১৫৯)*।

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (ছাঃ) মানুষকে রাতে ইবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাতে ইবাদত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের বড় মাধ্যম। পাপ মোচনের বড় উপায়। অপরাধ, অশ্লীলতা হতে বিরত থাকার বড় মাধ্যম। রাতে ইবাদত করা পূর্ববর্তী নেক লোকদের নিয়ম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم رحـم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন যে ব্যক্তি রাতে উঠে ছালাত আদায় করে, স্বীয় স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়। অনুরূপ আল্লাহ দয়া করেন সেই স্ত্রী লোকের প্রতি যে রাতে উঠে ছালাত আদায় করে। নিজের স্বামীকেও জাগায় এবং সেও ছালাত আদায় করে। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার করে তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৩০)*।

ব্যাখ্যাঃ যে সব নারী-পুরুষ রাতে উঠে ইবাদত করে এবং স্ত্রী বা স্বামীকে ইবাদত করার জন্য জাগায়, তাদের প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। তাদের প্রতি রাযী-খুশি থাকেন।

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن الان الكـلام وأطعـم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام–

আবু মালিক আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাহিরের জিনিস সমূহ ভিতর হতে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হতে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খেতে দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে’ *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১২৩২; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৪)*।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় চারটি কাজের বিনিময়ে আল্লাহ মানুষের জন্য জান্নাতে উন্নতমানের প্রাসাদের ব্যবস্থা করেছেন। ১. শান্ত মেজাযে ধীর কণ্ঠে নরম ভাষায় কথা বলা। ২. ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করা। ৩. নিয়মিত বেশী বেশী ছিয়াম পালন করা। ৪. রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করা। এসময় আল্লাহ মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন এবং এসময় ইবাদত করলে আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন।

عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات–

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন ব্যক্তি রাতে স্বীয় স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর উভয়ে পৃথকভাবে অথবা একসাথে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণকারী ও স্মরণকারিণীদের অন্ত র্ভুক্ত হয়’ *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১১৬৯)*। ব্যাখ্যাঃ যে স্বামী-স্ত্রী রাতে উঠে একসাথে ছালাত আদায় করে আল্লাহ তাদেরকে যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।

এশরাক বা চাশতের ছালাত আদায়কারী

যেসব ছালাত আদায় করলে খুব বেশী নেকী পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চাশতের ছালাত। সূর্যোদয়ের পর হতে সূর্য স্থির হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে যোহা বা চাশত বলে। পূর্ববর্তী নবীগণ এই সময়ে ছালাত আদায় করতেন। বেশী কল্যাণের আশায় এই ছালাত আদায় করা উচিত।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘সকাল হওয়া মাত্রই তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থির জন্য একটি ছাদাকা করা আবশ্যক। তবে (মনে রেখো) তোমাদের প্রত্যেক তাসবীহ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহমীদ একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাহলীল একটি ছাদাকা, প্রত্যেক তাকবীর একটি ছাদাকা এবং সৎকাজের আদেশ একটি ছাদাকা এবং অসৎ কাজে নিষেধ একটি ছাদাকা। অবশ্য এশরাক বা চাশতের দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা এসবের পরিবর্তে যথেষ্ট’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১১; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৬)*।

ব্যাখ্যাঃ আমাদের শরীরের প্রত্যেক অনুপরমানুর জন্য একটা দান করা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের প্রতি দয়া করে নিম্নের শব্দগুলিকে দান স্বরূপ প্রদান করেছেন। সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। অতএব এই শব্দগুলি বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। তবে চাশতের ছালাত শুকরিয়া আদায়ের সর্বোত্তম মাধ্যম। এসব তাসবীহ পাঠ করে যত নেকী পাওয়অ যাবে চাশতের দুরাক’আত ছালাত আদায় করলে তত নেকী পাওয়া যাবে।

عن أبي الدرداء و أبي ذر رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال يا ابن آدم اركع أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره–

আবু দারদা ও আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন, ‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার জন্য দিনের প্রথমাংশে চার রাক‘আত ছালাত আদায় কর। আমি দিনের শেষাংশে তোমার জন্য যথেষ্ট হব’। অর্থাৎ আমি দিনের শেষাংশেই তোমার উদ্দেশ্যে পূর্ণ করব *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৮)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষ যে আশা নিয়ে দিনের প্রথমাংশে চাশতের ছালাত আদায় করবে, দিনের শেষাংশে আল্লাহ তার সে আশা পূর্ণ করবেন।

عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان ثلاث مائة وستون مفصلا فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة قالوا ومن يطيق ذلك يا نبي الله قال النخاعة في المسجد تدفنها والشئ تنجيه عن الطريق فان لم تجد فركعتان الضحى تجزئك–

বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'মানুষের মধ্যে তিনশত ষাটটি গ্রন্থি রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে প্রত্যেক গ্রন্থির পরিবর্তে একটি ছাদাকা করা আবশ্যক। ছাহাবীগণ বললেন, মসজিদে থুথু দেখলে তা মুছে দাও এবং কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় দেখলে তা দূর করে দাও। এটাই হবে তোমার জন্য ছাদাকা। যদি এই কাজগুলি করার সুযোগ না পাও তবে চাশতের দু'রাক'আত ছালাত তোমার জন্য যথেষ্ট হবে' *(আবু দাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৫; বাংলা মিশকাত হা/১২৩৯)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, চাশতের ছালাত দু'রাক'আত উত্তম। সাথে সাথে এটাও জানা গেল যে নফল ছালাতের চেয়ে জনকল্যাণকর কাজ উত্তম। যেমন রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। হরতাল করে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম। এ কাজের পরিণাম জাহান্নাম। এ কাজের প্রমাণে আরো একাধিক ছহীহ হাদীছ আছে। প্রকাশ থাকে যে, কেউ বার রাক'আত চাশতের ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তার জন্য সোনার প্রাসাদ বানাবেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ নিতান্তই যঈফ *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩১৬)*।

জুম'আর ছালাত আদায়কারী

জুম'আর দিন সপ্তাহের একটি বিশেষ দিন। এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে যে সময় মানুষ যা চায় আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ দিনে মানুষ জুম'আর খুৎবার পূর্ব পর্যন্ত খুব বেশী বেশী ছালাত আদায় করতে পারে। এ দিনে আল্লাহ আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করেছেন। প্রত্যেক অপরাধীর জন্য এ দিন তওবা করা উচিত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة–

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম যাতে সূর্য উদিত হয়। জুম'আর দিনেই আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা

হয়েছে। এই দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এই দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। আর জুম'আর দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৭)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه إياه، وفي رواية لهما قال ان في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلى يسأل الله خيرا الا أعطاه إياه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জুম'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যদি কোন মুমিন বান্দা সে সময়টি পায় এবং তাতে আল্লাহর নিকট কোন কল্যাণ প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যদি কোন মুসলমান ছালাত আদায় করা অবস্থায় ঐ সময় পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে তা নিশ্চয়ই দান করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৮)*।

عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شان ساعة الجمعة هى ما بين ان يجلس الإمام إلى ان تقضي الصلاة–

আবু বুরদা ইবনু মূসা (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতা আবু মূসাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিনের সে সময়টি সম্পর্কে বলেন, 'তা ইমামের মিম্বরে বসা হতে জুম'আর ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১২৭৯)*।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة الا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه–

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম। তাতেই আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে অবতীর্ণ

করা হয়েছে। এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, এই দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই দিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম‘আর দিন ফজর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত জিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণীই চিৎকার করতে থাকে। জুম‘আর দিন এমন একটি সময় রয়েছে যদি কোন মুসলমান তা ছালাত আদায় করা অবস্থায় পায় এবং আল্লাহর নিকট কিছূ চায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করেন’ *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৫৯)*।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الساعة التى ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুম‘আর দিনের সে সময়টি তালাশ কর যাতে দো‘আ কবুলের আশা করা যায়, আছরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬০; বাংলা মিশকাত হা/১২৮১)*।

ব্যাখ্যা ঃ (১) সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে জুম‘আর দিন। (২) এ দিনে আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৩) এ দিনে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। (৪) এ দিনে তাঁকে জান্নাত হতে বের করে দেয়া হয়েছে। (৫) এ দিন তাঁকে দুনিয়াতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। (৬) এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। (৭) এ দিনেই মানুষ এবং জিন ব্যতীত সবকিছুই ক্বিয়ামতের ভয়ে চিৎকার করতে থাকে। (৮) জুম‘আর দিনে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের আযাব মাফ করা হবে। (৯) এদিনে কোন ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত পড়লে তাকে দাজ্জালের ফেৎনা হতে রক্ষা করা হবে। (১০) এ দিনে এমন এক সময় রয়েছে সে সময় আল্লাহর নিকট যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। সময়টি জুম‘আর খুৎবা হতে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত হতে পারে কিংবা আছরের ছালাতের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত হতে পারে। (১১) এ দিনে বেশী বেশী দরূদ পড়তে বলা হয়েছে। (১২) জুম‘আর দিনে আদম (আঃ)-এর মৃত্যু ঘটেছে। (১৩) জুম‘আর দিন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার চেয়ে উত্তম।

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أفضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلاة فان صلاتكم معروضة عليّ–

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের সকল দিন অপেক্ষা জুম‘আর দিনটি হল শ্রেষ্ঠ। এতে আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং দিনেই বিশ্ব ধ্বংসের জন্য শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে এবং এই দিনেই পুনরুজ্জীবিত করার জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। সুতরাং ঐ দিন আমার প্রতি বেশী করে দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়’ *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৩৬১; বাংলা মিশকাত হা/১২৮২)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় জুম‘আর দিন বেশী বেশী দরূদ পড়তে হবে।

عن أبي لبابة بن عبد المنذررضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله آدم واهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفي الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا الا اعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر الا هو مشفق من يوم الجمعة–

আবু লুবাবা ইবনু আবদুল মুনযির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘জুমআর দিন সকল দিনের সরদার এবং সকল দিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এটা কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতরের দিন অপেক্ষাও আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত দিন। তাতে পাঁচটি গুরুত্ব রয়েছে। এই দিনে আল্লাহ আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছেন। এই দিনে আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দিনেই তাঁর মৃত্যু দিয়েছেন। এই দিনে এমন একটি সময় রয়েছে এসময়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তা দান করেন। যতক্ষণ সে কোন হারাম জিনিস না চাইবে। এদিনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সকল সম্মানিত ফিরিশতা আসমান, যমীন, বাতাস, পাহাড় ও সমুদ্র সবকিছুই জুমআর দিন ভীত থাকে’ (ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে) *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৪)*। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, পৃথিবীর অচেতন বস্তুও আল্লাহকে চেনে এবং তাঁকে ভয় করে।

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة القبر–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান যদি জুম‘আর দিনে অথবা জুম‘আর রাতে মারা যায় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করবেন’ *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৩৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১২৮৭)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল জুম‘আর দিন কোন মুসলমান ব্যক্তি মারা গেলে তাকে

কবরের শাস্তি হতে রক্ষা করা হবে। হাদীছের অর্থ এই নয় যে, যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে।

عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلايفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام الا غفرله ما بينه وبين الجمعة الأخرى-

সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে এবং নিজের সঞ্চিত তেল শরীরে লাগাবে অথবা ঘরে সুগন্ধি থাকলে কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করবে। তারপর মসজিদে যাবে এবং দুই ব্যক্তির কাঁধ ডিঙ্গিয়ে আগে যাবে না, এরপর তার পক্ষে যত রাক'আত সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। আর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ করে খুৎবা শুনবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তার এই জুম'আ এবং পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/১২৯৯)*।

এতে বুঝা গেল যে, জুম'আর দিন গোসল করা উত্তম। সম্ভব হলে শরীরে তেল লাগানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা ভাল। লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া যাবে না। যথাসম্ভব বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করবে। ১৫ই শাবান এবং রামাযানের শেষ বেজোড় রাত্রিগুলিতে ৮ রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করা বিদ'আত। আর জুম'আর দিন বেশী বেশী ছালাত আদায় করা সুন্নাত। পরে এসে মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। খুৎবা চলাকালীন সময়ে চুপ থাকা আবশ্যক। এ নিয়মে ছালাত আদায় করলে দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করা হবে।

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفرله ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلثة أيام-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করবে অতঃপর জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং যথাসম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে,

তারপর ইমাম ছাহেব খুৎবা আরম্ভ করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকে শুনবে এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করবে তার ঐ জুম'আ ও পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে' *(মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০০)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفرله ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাবে এবং চুপ করে খুৎবা শুনবে তার এ জুম'আ থেকে পূর্ববর্তী জুম'আ পর্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করা হবে। অধিকন্তু আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কঙ্কর স্পর্শ করল বা কিছু নাড়ল সে অনর্থক কাজ করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৩; বাংলা মিশকাত হা/১৩০১)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সুন্দর করে ওযূ করে জুম'আয় এসে চুপ করে খুৎবা শুনলে তার দুই জুম'আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং আরও তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। খুৎবার সময় অনর্থক কোন কথা বলা ও কাজ করা যাবে না।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فاذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন জুম'আর দিন আসে তখন ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় এসে দাঁড়ান এবং যার পূর্বে যে আসে তা লিখতে থাকেন। যে ব্যক্তি খুব সকালে আসে তার উদাহরণ হচ্ছে, যে মক্কায় কুরবানীর জন্য একটি উট পাঠায়। অতঃপর যে আসে তার উদাহরণ যে একটি গরু পাঠায়। তারপর আগমনকারী একটি দুম্বা, তারপর আগমনকারী একটি মুরগী, তারপর আগমনকারী যেন একটি ডিম পাঠাল। যখন ইমাম খুৎবার জন্য বের হন ফিরিশতাগণ তাদের খাতা মুড়িয়ে নেন এবং খুৎবা শুনতে থাকেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৪; বাংলা মিশকাত হা/১৩০২)*।

ব্যাখ্যাঃ জুম‘আর দিন ফিরিশতাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়ান এবং কে কখন আসে তাদের নাম লিখতে থাকেন। যারা প্রথম আসে তারা এত বেশী নেকী অর্জন করে মক্কার মিনা মাঠে একটি উট কুরবানী করলে যত নেকী হয়। তারপর যারা মসজিদে আসে তারা মিনা মাঠে একটি ছাগল কুরবানী করার সমান নেকী লাভ করে। তারপর যারা আসে তারা একটি মুরগী দান করার সমান ছওয়াব লাভ করে। এরপর যারা আসে তারা একটি ডিম দান করার সমান নেকী লাভ করে। এরপরে যারা আসে তাদের নাম ফিরিশতাগণ খাতায় লিখেন না। তারা জুম‘আর দিনের বিশেষ নেকী অর্জন করতে পারে না। তারা শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের নেকী লাভ করে।

عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يخط اعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها–

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করে এবং আপন উত্তম পোশাক পরে, নিজের কাছে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে অতঃপর জুম‘আর ছালাত আদায় করতে যায় এবং সম্মুখে যাওয়ার জন্য মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যায় না। তারপর সে যথাসম্ভব নফল ছালাত আদায় করে। এরপর ইমাম যখন খুৎবার জন্য বের হন তখন থেকে খুৎবা ও ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত নিরব থাকে, এ আমল তার জন্য এ জুম‘আ ও পূববর্তী জুম‘আর মধ্যকার গুনাহ মোচনের জন্য কাফফারা স্বরূপ হয়ে যায়’ *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৭; বাংলা মিশকাত হা/১৩০৫)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে খুৎবার সময় চুপ থাকা আবশ্যক এবং কথা বলা নিষিদ্ধ। জুম‘আর দিন গোসল করা উত্তম। সবচেয়ে সুন্দর বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা উচিৎ। সুগন্ধি লাগানো ভাল। মানুষের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে সামনে যাওয়া নিষিদ্ধ। যত বেশী সম্ভব নফল ছালাত আদায় করা ভাল। এভাবে জুম‘আয় উপস্থিত হলে দুই জুম‘আর মধ্যকার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجعة و اغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها–

আওস ইবনু আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন গোসল করবে এবং করানোর ব্যবস্থা করবে অতঃপর সকাল সকাল প্রস্তুত হবে, পায়ে হেঁটে মসজিদে যাবে ও ইমামের নিকট বসে চুপ করে তার খুৎবা শুনবে, অনর্থক কিছু করবে না তার পত্যেক কদমে এক বছরের আমলের নেকী হবে। অর্থাৎ এক বছর দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে যে নেকী হয় তা হবে *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় কোন ব্যক্তি যদি সকালে গোসল করে পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে ইমামের পাশে বসে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে চুপ করে ইমামের খুৎবা শ্রবণ করে তাহলে তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বছরের ছিয়াম পালন ও তাহাজ্জুদ পড়ার সমান নেকী দেয়া হবে।

যে রুগীকে দেখতে যায় ও যে রোগাক্রান্ত হয়

যে সব কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় রুগীকে দেখতে যাওয়া তার অন্যতম। মানুষ রুগীকে দেখতে গিয়ে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে।

عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في حزفة الجنة–

ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কোন মুসলমান যখন তার কোন রোগী মুসলমান ভাইকে দেখতে যেতে থাকে তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে। আর এটা ফিরে আসা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা রোগীকে দেখতে যায় তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত নেকী অর্জন করতে থাকে। তারা জান্নাতের পথে চলতে থাকে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে বিপদগ্রস্ত করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৬; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে জান্নাতে দেয়ার ইচ্ছা করলে অসুস্থ করে অথবা কোন সমস্যার মুখোমুখি করে বিপদগ্রস্ত করেন। এতে বুঝা যায় যে, সকল বিপদই আল্লাহর ক্রোধের কারণে হয় না। বিপদে ধৈর্যধারণ করলে এবং আল্লাহর প্রতি রাযী থাকলে অনেক ছওয়াব অর্জিত হয়।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل اني أوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك لان لك أجرين فقال أجل ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه الا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, একবার আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম তখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি আমার হাত দ্বারা তাঁকে স্পর্শ করলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যে, প্রবল জ্বরে ভুগছেন। তখন নবী করীম (ছঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের দু'জনের জ্বরের সমান জ্বরে ভুগতেছি। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, এটা এ কারণে যে, আপনার জন্য দু'গুণ নেকী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের প্রতি যে কোন কষ্ট আরোপিত হোক না কেন, চাই তা রোগ হোক বা অন্য কোন বিপদ। আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময়ে তার গুনাহ মুছে দিবেন যেভাবে গাছ তার পাতা ঝেড়ে শেষ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৮; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫২)*।

عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولاحزن ولا أذى ولا غم حتي الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه–

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, 'যখন মুসলমানের প্রতি কোন বিপদ, রোগ-শোক, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট আরোপিত হয়, এমনকি যখন কোন কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় তদ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুসলমান যে কোন সমস্যায় নিপতিত হলে এমনকি পায়ে কাঁটা ফুটলেও তার জন্য সে নেকী পাবে।

عن جابر رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم السائب فقال مالك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى فانها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد–

জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) উম্মু সায়েবের নিকট গেলেন এবং বললেন তোমার কি হয়েছে, কাঁদছ কেন? সে বলল, জ্বর, আল্লাহ জ্বরের মঙ্গল না করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, জ্বরকে গালি দিও না। কারণ জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ সমূহ দূর করে, যেভাবে কর্মকারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৩; বাংলা মিশকাত হা/১৪৫৭)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্মকারের হাপর যেমন লোহা গরম করে তার মরিচা দূর করে তেমন জ্বর মানুষের গুনাহ মুছে দেয়। এজন্য কোন রোগ হলে তাকে খারাপ মনে করে গালি দেয়া যাবে না।

عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى وان عاده عشية الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة–

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমানকে দেখতে গেলে তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট দো'আ করতে থাকে। যদি সে সন্ধ্যা বেলায় তাকে দেখতে যায় তাহলে তার জন্য সকাল পর্যন্ত সত্তর হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট দো'আ করতে থাকে' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৫৫০; বাংলা মিশকাত হা/১৪৬৪)*। মুসলমানের জন্য এক যরূরী কাজ হচ্ছে অসুস্থ লোককে দেখতে যাওয়া। যে ব্যক্তি কোন অসুস্থ লোককে সকালে দেখতে যায় তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। আর সন্ধ্যায় দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাযার ফিরিশতা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়। এমন লোকের জন্য একটি বাগান তৈরী করা হয়।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى المسلم ببلاء في جسده قيل للملك أكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفرله ورحمه–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানকে যখন শারীরিক কোন বিপদে ফেলা হয় তখন ফিরিশতাকে বলা হয় সে লোক সুস্থাবস্থায় যে সব নেকীর কাজ করছিল এখন করতে পারে না তুমি তার নেকী লিখতে থাক। অতঃপর যদি আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করেন তাকে গুনাহ হতে ধুয়ে পবিত্র করেন। আর যদি তাকে উঠিয়ে নেন তাহলে তাকে মাফ করে দেন এবং তার প্রতি রহমত করেন' *(শরহুস সুন্নাহ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৫৩; বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৪)*।

ব্যাখ্যাঃ যখন কোন মানুষের শরীরে কোন রোগ হয় এবং ইবাদত করতে পারে না তখন আল্লাহ ফিরিশতাকে বলেন, তোমরা তার আগেকার সৎ আমলের মত আমল লিখতে থাক। আল্লাহ রোগ দেয়ার পর আরোগ্য দান করলে তাকে গুনাহ হতে পবিত্র করেন। আর যদি তার মৃত্যু ঘটে তাহলে তাকে মাফ করে দেন।

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد–

জাবির ইবনু আতীক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে এরূপ ব্যক্তি ছাড়াও সাত শ্রেণীর লোক শহীদের মর্যাদা পাবে। ১. মহামারীতে মৃতব্যক্তি শহীদ, ২. ডুবে মারা গেছে এরূপ ব্যক্তি শহীদ। ৩. যাতুল জানব বা শ্বাসকষ্ট রোগে যে মারা গেছে সে শহীদ। ৪. পেটের রোগে মৃতব্যক্তি শহীদ। ৫. যে ব্যক্তি পুড়ে মারা গেছে সে শহীদ। ৬. কোন কিছু চাপা পড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি শহীদ এবং ৭. প্রসব কষ্টে মৃত নারী শহীদ' *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৫৬১; বাংলা মিশকাত হা/১৪৭৫)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছে বিভিন্ন শ্রেণীর বিপদগ্রস্ত লোককে শহীদ বলা হয়েছে। কোন সাধারণ ঈমানদার লোক যদি এসব বিপদগ্রস্ত হয়ে মারা যায় তাহলে তাকে ক্বিয়ামতের দিন শহীদের মর্যাদা দেয়া হবে।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যখন তার বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে আগেভাগেই দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করে শাস্তি দান করেন। আর যখন কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন তার গুনাহর শাস্তি প্রদানে বিরত থাকেন। অবশেষে ক্বিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ শাস্তি দিবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৫; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত হওয়া কল্যাণের লক্ষণ। আর বিপদগ্রস্ত না হওয়া অকল্যাণের লক্ষণ।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله عزوجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط–

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বড় বিপদের বিনিময়ে বড় প্রতিদান দেয়া হয়। আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন তখন তাদেরকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে এতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৬৬; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮০)*। কোন ব্যক্তি বা জাতি বিপদগ্রস্ত হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। আর বিপদে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা উচিত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقي الله وما عليه من خطيئة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন নর-নারীর প্রতি সর্বদা বিপদ লেগে থাকে। তার শরীরে, তার সম্পদে কিংবা তার সন্তান-সন্ততিতে। আর এরূপ বিপদ আসতে থাকে তার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এমতাবস্থায় তার আর কোন গুনাহ থাকে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮১)*। ব্যাখ্যাঃ মানুষ বেশী বিপদগ্রস্ত হলে নিষ্পাপ হয়ে যায়।

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সুখ-শান্তিভোগী ব্যক্তিরা ক্বিয়ামতের দিন যখন দেখবে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের নেকী দেয়া হচ্ছে তখন আক্ষেপ করে বলবে হায় যদি তাদের চামড়া দুনিয়াতে কাঁচি দ্বারা কেটে দেয়া হত' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৪৮৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, বিপদগ্রস্তদের ক্বিয়ামতের দিন নেকী দেয়া হবে। দুনিয়াতে সুখ-শান্তি ভোগকারী ব্যক্তিরা বিপদগ্রস্তদের মান-মর্যাদা দেখে দুঃখ করে বলবে, আল্লাহ যদি আমাদের দুনিয়াতে বিপদগ্রস্ত করতেন এবং গায়ের চামড়া কেটে নিতেন। আর আজ তার বিনিময়ে এই সুখ-শান্তি ও মান-মর্যাদা দিতেন তাহ'লে আমরা কত বড় খুশি হ'তাম, কত বড় লাভবান হ'তাম!

عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل بطنه لم يعذب في قبره–

সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যাকে তার পেটের রোগ হত্যা করেছে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে না' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত ৪৯৫ পৃঃ, ৩ নং টীকা)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি পেটের কোন রোগের কারণে মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করে দেয়া হবে।

عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال قال لي ابن عباس الا اريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي فقال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك فقالت اصبر فقالت انـي اتكشف فادع الله ان لا اتكشف فدعا لها–

তাবেঈ আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেন, আমাকে একবার ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, (আতা!) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ দেখান। তিনি বললেন, এই কাল মহিলাটি হচ্ছে জান্নাতী। সে একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ

হয়ে যাই। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দো'আ করুন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ইচ্ছা করলে ছবর করতে পার। তাহ'লে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর আমি তোমার জন্য দো'আ করব। আল্লাহ যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন। সে বলল, আমি ছবর করব। অতঃপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি উলঙ্গ হয়ে যাই। দো'আ করুন, আমি যেন উলঙ্গ না হই। রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭৭, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯১)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল রোগের পরিণাম হচ্ছে জান্নাত। নেকীর আশায় রোগের ঔষদ সেবন না করাও জায়েয।

عن يحي بن سعيد قال ان رجلان جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو ان الله ابتلاه بمرض فكفر عنه من سيئاته–

তাবেঈ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হ'ল, তখন অপর এক ব্যক্তি বলল, লোকটা বড় সৌভাগ্যবান। লোকটা মারা গেল কিন্তু কোন রোগে ভুগল না। একথা শুনে রাসুল (ছাঃ) বললেন, 'আহ, তোমাকে কে বলল, সে বড় সৌভাগ্যবান? যদি আল্লাহ তাকে কোন রোগে ফেলতেন, তাহ'লে কত না ভাল হ'ত'? *(মুওয়াত্ত্বা, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীকে মিশকাত হা/১৫৭৮, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯২)*। এতে বুঝা যায় আল্লাহ যখন কোন মানুষের গুনাহ মোচনের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কোন রোগে ফেলে দেন।

عن شداد بن أوس والصنابحي انهما دخلا على رجل مريض يعودانه فقالا كيف اصبحت قال اصبحت بنعمة قال شداد ابشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عزوجل يقول اذا انا ابتليت عبد من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فانه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب تبارك وتعالى انا قيدت عبدي وابتليته فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح–

শাদ্দাদ ইবনু আওস ও ছুনাবিহী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে এক পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ সকাল কেমন হয়েছে? সে বলল, আল্লাহর দয়ায় ভাল হয়েছে। এটা শুনে শাদ্দাদ বললেন, তোমার গুনাহ মাফ এবং অপরাধ মার্জনার সুসংবাদ গ্রহণ কর। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ

তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার বান্দাদের মধ্যে কোন মুমিন বান্দাকে রোগগ্রস্ত করি আর আমার এ রোগগ্রস্ত করা সত্ত্বেও সে আমার শুকরিয়া আদায় করে তখন সে তার রোগ শয্যা হতে এমন নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে উঠে যেমন তার মা তাকে নিষ্পাপ ও পবিত্রাবস্থায় জন্ম দিয়েছিল। আল্লাহ আরো বলতে থাকেন, আমার বান্দাকে বন্ধ করে রেখেছি এবং রোগগ্রস্ত করে রেখেছি। অতএব (ফিরিশতা সকল) তোমরা তার সুস্থাবস্থায় যে নেকী লিখতেছিলে এই অবস্থায় তাই লিখতে থাক' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৫৭৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগগ্রস্ত হলে গুনাহ মুছে যায়। রোগগ্রস্ত হলেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে রোগগ্রস্ত করে পরীক্ষা করেন। রোগগ্রস্ত হ'লে মানুষ এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় জন্মের সময় যেমন নিষ্পাপ থাকে। মানুষ সুস্থাবস্থায় যে নেকী অর্জন করে অসুস্থ হলেও আল্লাহ তা'আলা সে পরিমাণ নেকী লেখার জন্য ফিরিশতাদের আদেশ করেন।

عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض الرحمة حتي يجلس فإذا جلس اغتمس فيها–

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হল, সে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় সাতার কাটতে লাগল। সেখানে পৌঁছা পর্যন্ত। যখন সে রোগীর কাছে পৌঁছল তখন রহমতের দরিয়ায় ডুব দিল' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৫৮১, বাংলা মিশকাত হা/১৪৯৫)*। রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার উদ্দেশ্যে বের হলেই আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়, আর রোগীর কাছে পৌঁছলে আল্লাহর রহমত আরও বেশী হয়। এমন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় করতে যায় এবং যার জন্য যায়

জানাযায় শরীক হওয়া মুসলমানের পারস্পরিক হক ও নেকী অর্জনের একটি বড় মাধ্যম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من

الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أُحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছাওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযায় গেল এবং জানাযা পড়া পর্যন্ত থাকল, অতঃপর তাকে দাফন করল, সে দু'ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী ফিরল। আর প্রত্যেক ক্বিরাত হচ্ছে ওহূদ পাহাড় সমপরিমাণ। তারপর যে ব্যক্তি জানাযার ছালাত আদায় কলল, অতঃপর দাফন করার পূর্বে বাড়ী ফিরল, সে এক ক্বিরাত নেকী নিয়ে বাড়ী প্রত্যাবর্তন করল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫১, বাংলা মিশকাত হা/১৫৬২)*।

ব্যাখ্যাঃ ক্বিরাত হচ্ছে এক দীনারের বিশ ভাগের এক ভাগ। এক দীনার আড়াই টাকার সমান। কোন মানুষ জানাযার পর দাফনের কাজ শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে প্রচুর নেকীর অধিকারী হয়।

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه سمعت ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشرك بالله شيئا الا شفعهم الله فيه–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, 'যখন কোন মুসলমান মারা যায় আর তার জানাযায় এমন ৪০ জন লোক দাঁড়ায় যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)*।

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করে একদল মুসলমান যাদের সংখ্যা একশত পর্যন্ত পৌঁছে এবং প্রত্যেকেই তার জন্য সুপারিশ করে নিশ্চয়ই এমন ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬১)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, জানাযায় মুছল্লীর সংখ্যা বেশি হওয়া মৃতব্যক্তির জন্য কল্যাণকর। কারণ তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।

যার সন্তান বাল্যাবস্থায় মারা যায়

কোন লোকের ছোট সন্তান-সন্ততি যদি মারা যায় অতঃপর সে ধৈর্যধারণ করে এবং চিৎকার করে না কাঁদে তাহ'লে ঐ পিতামাতা জান্নাতে যাবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কোন মুসলমানের তিনটি সন্তান মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৯, বাংলা মিশকাত হা ১৬৩৭)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار لا يموت لاحدى كن ثلاثة من الولد فتحتسبه الا دخلت الجنة فقالت امرأة منهن أو اثنان يا رسول الله قال أو اثنان–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) কতক আনছারী মহিলাকে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মারা যাবে আর সে ধৈর্যধারণ করবে এবং নেকীর আশা রাখবে নিশ্চয়ই সে জান্নাতে যাবে। এসময় একজন মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! যদি দুইজন মারা যায়? রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন মারা গেলেও সে জান্নাতে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৩০, বাংলা মিশকাত হা/১৬৩৮)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় যে, যার তিনজন বা দু'জন ছোট সন্তান মারা যাবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن ان اصابه خير حمد الله وشكر وان أصابته مصيبة حمد الله وصبر فالمؤمن يؤجر في كل امره حتي في اللقمة يرفعها إلى في امرأته–

সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনদের জন্য খুশীর বিষয়, যদি তার প্রতি কোন কল্যাণ বর্তায় সে বলে, الحمد لله বা আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যদি কোন বিপদ আপতিত হয় তবুও সে বলে الحمد لله বা আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং মুমিন তার প্রত্যেক কাজেই নেকী অর্জন করে। এমনকি স্ত্রীর মুখে খাদ্য লোকমা তুলে দিলেও নেকী পায়' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৭৩৩, বাংলা মিশকাত হা ১৬৪১)*।

ব্যাখ্যাঃ সন্তান মারা যাওয়ার কারণে কোন মুমিন যখন দুঃখিত হয়, আল্লাহ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال له مات ابن لي فوجدت عليه هل سمعت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيب بأنفسنا عن موتانا قال نعم سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صغارهم دعاميص الجنة يلقي أحدهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه فلا يفارقه حتى يدخله الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি তাকে বলল, আমার একটি পুত্র সন্তান মারা গেছে। তার জন্য আমি অত্যন্ত শোকার্ত হয়ে পড়েছি। আপনি কি আপনার দোস্ত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট এমন কিছু শুনেছেন, যা আমাদের মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মুসলমানদের ছোট সন্তানরা জান্নাতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ যখন তার পিতাকে পাবে, তখন তার কাপড়ের পাশ ধরে টানতে থাকবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সে পৃথক হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৫২)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যেসব সন্তান ছোট অবস্থায় মারা যায় তারা জান্নাতের কর্মচারী হবে। তারা পিতাকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال أجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعن فأتاهن رسول الله فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلثة الا كان لها حجابا من النار فقالت امرأة منهن يا رسول الله أو اثنين فاعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা একটি স্ত্রীলোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! পুরুষরা আপনার হাদীছ শুনার সুযোগ লাভ করেছে। অতএব আমাদের জন্যও আপনার পক্ষ হতে একটি দিন নির্ধারিত করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকট আসতে পারি এবং যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন তা আমাদেরকে শিক্ষা দিতে পারেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা অমুক দিন অমুক স্থানে সমবেত হও। সুতরাং তারা সমবেত হলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের নিকট উপস্থিত

হলেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিলেন, যা তাকে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর বললেন, 'তোমাদের মধ্যকার যে নারী তার সন্তানদের মধ্য হতে তিনটি সন্তান আল্লাহর নিকট পাঠিয়েছে, তারা তার জন্য জাহান্নামে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে' (অর্থাৎ তারা তাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না)। এ সময় একজন নারী বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! কেউ যদি দু'জন সন্তান পাঠায়? সে বাক্য দু'বার বলল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, দু'জন পাঠালেও, দু'জন পাঠালেও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*। হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, নারীর তিন জন বা দু'জন সন্তান মারা গেলে তাদের পিতামাতাকে জাহান্নামে যেতে দিবে না এমন পিতামাতার জন্য বড় সৌভাগ্য।

عن قرة المزني ان رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان قالوا يارسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقال رسول الله صلعم اما تحب الا تأتي بابا من أبواب الجنة الا وجدته ينتظرك فقال رجل يا رسول الله صلعم له خاصة أم لكلنا قال بل لكلكم-

কুররা মুযানী হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসত এবং তার সাথে তার একটি ছেলেও থাকত। একদিন নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তাকে (ছেলেকে) ভালবাস? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পর আপনাকে ভালবাসার মতই আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) ছেলেটিকে দেখতে পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলেটি কোথায় গেল? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সে মারা গেছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'ওহে তুমি কি এটা ভালবাসনা যে, তুমি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে যাওনা কেন, সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করতে দেখবে। এসময় এক ব্যক্তি বলল, এই সুযোগ শুধু তার জন্য না আমাদের সকলের জন্য? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সকলের জন্য' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল, যেসব ছেলেমেয়ে বাল্যাবস্থায় মারা যায় তারা জান্নাতের দরজায় অপেক্ষমান থাকবে। তারা পিতামাতা ছাড়া জান্নাতে যাবে না।

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة-

আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম সন্তান! যদি তুমি বিপদের প্রথম সময় ধৈর্যধারণ কর এবং নেকীর আশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হব না' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৫৮, বাংলা মিশকাত হা/১৬৬৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন নারী-পুরুষ যদি ছেলেমেয়ে মরার কারণে ব্যথিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

(١) عن أم العلاء رضي الله عنها قالت عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال ابشري يا أم العلاء فان مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة-

(১) উম্মু 'আলা (রাঃ) বলেন, আমি একদা অসুস্থ হলে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসলেন এবং বললেন, 'হে উম্মু আলা তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা কোন মুসলিম অসুস্থ হলে আল্লাহ তার দ্বারা তার গুনাহ দূর করে দেন যেমন আগুন সোনা-রূপার মরিচা দূল করে দেয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩২১৪/৭১৪)*।

(٢) عن أبي موسي الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله أبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد-

(২) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা কি আমার বান্দার সন্তানকে উঠিয়ে নিলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন তোমরা কি তার অন্তরের ধনকে কেড়ে নিলে? তারা বলে হ্যাঁ। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তখন

তারা কি বলল? ফিরিশতারা বলে, তখন তারা বলল, الحمد لله এবং إنا لله وإن إليه راجعون তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ কর এবং তার নাম রাখ বায়তুল হামদ' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩২২৮/১৪০৮)*। কোন ব্যক্তির ছেলেমেয়ে মারা গেলে তার জন্য যরূরী কর্তব্য হচ্ছে প্রথমে আলহামদুলিল্লাহ এবং ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলা।

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله ليبتلى عبده بالسقم حتى يكفر عنه ذلك كل ذنب–

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুস্থ করে পরীক্ষা করেন। এভাবে আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ মুছে দেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩২৪৪)*।

(٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه اياه–

(৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মানুষ যখন আল্লাহর নিকট মর্যাদা সম্পন্ন স্থানের অধিকারী হয়ে যায় এবং সে আমলের মাধ্যমে সে স্থানে পৌঁছতে পারে না। তখন আল্লাহ তাকে সর্বদা এমন বিপদগ্রস্ত করে রাখেন, যা তার নিকট অপসন্দনীয়। তারপর আল্লাহ তাকে ঐ মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে পৌঁছে দেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩২৪৮/১৫৯৯)*।

(٥) عن محمد بن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة–

(৫) মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুমিন যদি কোন বিপদগ্রস্ত মুমিনকে সান্ত্বনা দেয় তাহলে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন সম্মানিত পোশাক পরাবেন' *(সিলসিলা ছহীহ হা/৩৩০৫/১৯৫)*।

عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث الا ادخلهما الله الجنة بفضل رحمته اياهم–

আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানের ছেলেমেয়ে যুবক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে আল্লাহ তার বিশেষ রহমতের মাধ্যমে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩৩০৬)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتي يلقي الله وما عليه خطيئة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মমিন নারী-পুরুষের প্রতি এবং তার ছেলেমেয়ে ও অর্থ-সম্পদের প্রতি সর্বদা বালা-মুছীবত আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন মারা যায় তখন নিষ্পাপ হয়ে মারা যায়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৩৩০৭/২২৮০)*।

ছিয়াম পালনকারী

ছিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। এর জন্য বিনিময় সীমাহীন রয়েছে। এটি এমন এক ইবাদত যার প্রতিদান আল্লাহ স্বহস্তে প্রদান করবেন। ছিয়াম ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন ইবাদত নেই, যার প্রতিদান আল্লাহ নিজ হাতে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

'তোমাদের জন্য ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি ছিয়াম ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার' *(বাক্বারা ১৮৫)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ ছিয়াম ফরয করেছেন। মানুষ ছিয়াম পালনের বিনিময়ে মুত্তাক্বী হতে পারে। যা মানুষের উভয় জীবনে সফলতা নিয়ে আসে।

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا–

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হতে একশত বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২২৬৭/২৫৬৫)*।

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام–

ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার নিকট হতে জাহান্নামকে সত্তর বছরের পথ দূরে করে দিবেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২২৬৭/২৫৬৫)*।

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض–

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে একদিন ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে একটি গর্ত খনন করবেন যার ব্যবধান হবে আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান'। (অর্থাৎ তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নাম থেকে ৫০০ বছরের পথ দূরে করা হবে) *(সিলসিলা ছহীহা/২২৬৮/৬)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছিয়ামের পরিণাম জাহান্নাম থেকে রক্ষা এবং জান্নাত লাভ। আল্লাহ ছিয়াম পালনকারীর প্রতি এত সন্তুষ্ট হন যে, একটি ছিয়াম পালন করলেও আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত শয়তানকে শৃংখলিত করা হয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২২০৭/১৩০৭)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬০)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রামাযান মাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মাস। এ মাসে জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে এবং আল্লাহর রহমতের দরজা খোলা থাকে। পূর্ণমাস আল্লাহর এক বিশেষ দয়া ও রহমত বর্ষণ হয়। প্রকাশ থাকে যে, রামাযান মাসকে তিন ভাগ করার হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخلها الا الصائمون–

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের আটটি দরজা রয়েছে। তার একটি দরজার নাম রাইয়ান। ছিয়ামপালনকারী ব্যতীত ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬১)*। ব্যাখ্যাঃ বিশেষ মর্যাদার অধিকারীরাই রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আর এই মর্যাদা অর্জনের একটাই পথ তা হচ্ছে ছিয়াম পালন করা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রি ইবাদতে কাটায় তার পূর্বের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছাওয়াবের আশায় কদরের রাত্রি ইবাদাতে কাটায় তার পূর্ববর্তী গুনাহ সমূহ মাফ করে দেয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬২)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, রামাযান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস যাতে পাপ মোচনের তিনটি বড় মাধ্যম রয়েছে। (১) ঈমান সহকারে নেকীর আশায় রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করতে পারলে তার অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (২) ঈমান সহকারে নেকীর আশায় তারাবীহ এর ছালাত আদায় করতে পারলে অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে। (৩) লাইলাতুল কদরের রাত্রিগুলি জেগে ইবাদত করতে পারলে অতীতের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل بن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلى للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء

ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابه أحد أو قاتله فليقل أني امرأ صائم–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আদম সন্তানের নেক আমল বাড়ানো হয়ে থাকে। পত্যেক নেক আমল দশগুণ হতে সাত শত গুণ পর্যন্ত পৌঁছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে ছিয়াম ব্যতীত। কারণ ছিয়াম আমারই জন্য পালন করা হয় এবং তার প্রতিদান আমিই দিব (যত ইচ্ছা তত)। সে আমার জন্য স্বীয় প্রবৃত্তি ও খাদ্য-পানি ত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি প্রধান আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি জান্নাতে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয়ই ছিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকের খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ছিয়াম হচ্ছে মানুষের জন্য জাহান্নাম হতে রক্ষার ঢালস্বরূপ। সুতরাং যখন তোমাদের কারো ছিয়াম পালনের দিন আসে সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে ঝগড়া করতে চায় সে যেন বলে আমি একজন ছিয়াম পালনকারী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৩)*।

ব্যাখ্যাঃ আদম সন্তান একটি নেকী করলে দশটি লেখা হয় এবং তা বাড়িয়ে সাতশত করা হয়। ছিয়ামের নেকী এভাবে লেখা ও বাড়ানো হয় না। ছিয়াম একমাত্র আল্লাহর ভয়ভীতিতেই পালন করা হয়। কারণ অন্য ইবাদত করলে মানুষ দেখতে পায় কিন্তু ছিয়াম পালন করলে মানুষ দেখতে পায় না। গোপনে মানুষ অনেক কিছু খেতে পারে কিন্তু আল্লাহর ভয়ে খায় না। যেহেতু ছিয়ামের প্রতিদান আল্লাহ নিজে স্বহস্তে সন্তুষ্ট চিত্তে দিবেন। তাই লেখারও প্রয়োজন নেই, নেকীর সংখ্যা উল্লেখ করে বাড়ানোরও প্রয়োজন নেই। আমরা গুনাহগার ক্ষুদ্র মানুষ হিসাবে সর্বশক্তিমান বড় দয়াবান, বড় ক্ষমাশীলের নিকট আশা রাখি তিনি আমাদের স্বহস্তে বেহিসাব প্রতিদান দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। হে আল্লাহ আমাদের ছিয়াম পালনের শক্তি দিয়ে ক্ষমা করে দাও।

আল্লাহ দু'টি কারণে আমাদেরকে স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন।

(১) প্রবৃত্তির অনুসরণনা করা। নগ্ন পোশাক পরে ছিয়াম পালন করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গান ও নগ্নছাবি দর্শন করে, হারাম উপায়ে চোখে ও অন্তরে এসব উপভোগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। হারাম খাদ্য খেয়ে, হাটে বাজারে আড্ডা দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। অশ্লীলতা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দ্বন্দ-কলহ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ ত্যাগ করা হয় না। এসব আচরণ বহাল রেখে ছিয়াম পালন করলে আল্লাহ স্বহস্তে প্রতিদান দিবেন না।

(২) খাদ্য-পানীয় ত্যাগ করা। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দ রয়েছে। (ক) ইফতারের সময়। সত্যই ইফতারের সময় খুব আনন্দ লাগে যা সকলেই বাস্তব পরীক্ষিত। (খ) ছিয়াম পালনে জান্নাতের সর্বোচ্চ নিয়ামত হবে আল্লাহর দর্শন লাভ। এটাই মানুষের ইবাদতের সবচেয়ে বড় প্রতিদান। এটাই জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত, সবচেয়ে বড় উপভোগ্য বিষয়। ছিয়াম পালনের কারণে মুখে এক প্রকার গন্ধ হয়, যা আল্লাহর নিকট খুশবু অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময়। ঢাল যেমন যুদ্ধমাঠে রক্ষার মাধ্যম, ছিয়াম তেমনি জাহান্নাম হতে রক্ষার মাধ্যম। ছিয়াম অবস্থায় অশ্লীল কথা ও কর্ম, অনর্থক কথা ও কর্ম চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। কেউ গালি দিলে, ঝগড়া করতে চাইলে তার প্রতিউত্তর ভাল-মন্দ কোনটাই দেওয়া যাবে না। তার প্রতি উত্তর হবে আমি ছিয়ামপালনকারী। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ নবী করীম (ছাঃ) এই বাক্য বলার জন্য আদেশ করেছেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وينادي مناد: ياباغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে হে কল্যাণের অন্বেষণকারী আরও কল্যাণ অন্বেষণ করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হও। হে মন্দের অন্বেষণকারী মন্দ অন্বেষণ করা হতে থেমে যাও। আল্লাহ এ মাসে বহু লোককে জাহান্নাম হতে মুক্তি দেন। আর এরূপ প্রত্যেক রাতেই হয়ে থাকে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীকে মিশকাত হা/১৯৬০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فتشفعني فيه فيشفعان–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়াম এবং কুরআন ক্বিয়ামতের দিন আল্লহার নিকট বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে প্রতিপালক! আমি তাকে দিনে তার খাদ্য ও প্রবৃত্তি হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বাধা দিয়েছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতএব উভয়ের সুপারিশ বকুল করা হবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীকে মিশকাত হা/১৯৬৩; বাংলা মিশকাত হা/১৮৬৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ছিয়াম এমন একটি ইবাদত যা বিচারের মাঠে কথা বলবে এবং ছিয়াম পালনকারীর ব্যাপারে জোরাল সুপারিশ করবে। আর তার সুপারিশ কবুল করা হবে। ইবাদতের মধ্যে শুধু ছিয়ামই ক্বিয়ামতের মাঠে কথা বলবে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التى قبله والسنة التي بعده، وصيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাসের তিনদিন ছিয়াম পালন করা এবং এক রামাযান হতে পরবর্তী রামাযান পর্যন্ত পূর্ণ এক বছরের ছিয়াম পালন করার ন্যায়। আর আরাফার দিনের ছিয়াম আমি মনে করি পূর্বাপর দু'বছরের গুনাহ মুছে দিবে এবং আশুরার ছিয়াম আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি এই ছিয়াম পূর্বেকার এক বছরের গুনাহ মুছে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; বাংলা মিশকাত হা/১৯৪৬)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করার পর প্রতিমাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করতে পারলে তাকে সারা বছর ছিয়াম পালন করার নেকী দেওয়া হবে। আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে পারলে দু'বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। আর মুহাররম মাসের ৯/১০ তারিখে ছিয়াম পালন করতে পারলে এক বছরের গুনাহ মা'ফ করা হবে। এই ছিয়ামগুলি মানুষের পাপ মোচনের বড় মাধ্যম। এই ছিয়ামগুলি পালন করার জন্য মানুষের একান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত।

হজ্জ পালনকারী

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যার পরিণাম জান্নাত। যে ব্যক্তি অহেতুক অপ্রয়োজনীয় কথা ও কর্ম ত্যাগ করে বৈধ পয়সায় হজ্জ পালন করে সে এমন নিষ্পাপ হয়ে যায় যেমন জন্ম নেওয়ার সময় নিষ্পাপ থাকে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل افضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বলেলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা। অতঃপর জিজ্ঞেস করা

হল তারপর কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কি? তিনি বললেন, কবুলকৃত হজ্জ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয় উত্তম আমল হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তৃতীয় উত্তম আমল হল গ্রহণীয় হজ্জ, যার বিনিময় হল জান্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ করল এবং এ হজ্জের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা ও কর্মে লিপ্ত হল না, সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যাবর্তন করে যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, হজ্জ পাপ মোচনের এক শক্তিশালী মাধ্যম। হজ্জ কবুল হ'লে মানুষ সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ হয়ে যায়। আর এ হজ্জের পুরষ্কার হচ্ছে জান্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা অপর ওমরা পর্যন্ত কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, একবার ওমরা করার পর আর একবার ওমরা করলে মধবর্তী গুনাহ সমূহ মুছে যাবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত। হজ্জ কবুল হ'লে আল্লাহ তাকে নিঃসন্দেহে জান্নাত দান করবেন। কারণ এটাই তার চূড়ান্ত প্রতিদান।

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عمرة في رمضان تعدل حجة–

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রামাযান মাসের ওমরা হজ্জের সমান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৯; বাংলা মিশকাত হা/২৩৯৫)*। এ হাদীছ দ্বারা জানা

যায় যে, রামাযান মাসে ওমরা করলে কবুল হজ্জের সমান নেকী দেয়া হবে। আর কবুল হজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة–

ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমরা হজ্জ ও ওমরা একসাথে কর। কেননা হজ্জ ও ওমরা এমনভাবে দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে যেভাবে কামারের হাঁপর লোহা ও সোনা-রূপার মরিচা দূর করে। কবুল হজ্জের ছাওয়াব জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫২৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪১০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল হজ্জ-ওমরা একসাথে করা ভাল। যার নাম কেরান। তবে ওমরা করার পরও হজ্জ করতে পারে, যার নাম তামাত্তু। কামারের হাঁপর যেভাবে আগুনের সাহায্যে লোহা এবং সোনা-রূপার মরিচা দূর করে দেয় তেমনিভাবে হজ্জ ও ওমরা মানুষের গুনাহ মুছে দেয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হজ্জের চূড়ান্ত প্রতিদান জান্নাত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘তিন ব্যক্তি আল্লাহর যাত্রী। গাযী, হাজী ও ওমরা পালনকারী’ *(নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪২২)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যারা হজ্জ ও ওমরা পালন করে তারা আল্লাহর দল বা দূত কিংবা আল্লাহর পথের যাত্রী।

عن عبيد بن عمير ان ابن عمر كان يزاحم على الركنين زحاما ما رايت احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه قال ان افعل فاني سمعت رسول الله صلعم يقول ان مسحهما كفارة للخطايا وسمعته يقول من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعتق رقبة وسمعته يقول لا يضع قدما ولا يرفع اخرى الا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة–

তাবেঈ ওবায়দ ইবনু ওমায়র হ’তে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাপিয়ে পড়তেন রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের অপর কাউকে উহার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখিনি। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি যদি এরূপ করি তাতে দোষের কিছু নেই। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি উহাদের স্পর্শ করা গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। রাসূল (ছাঃ)কে আরো বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চার দিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তা পূর্ণ করবে তার জন্য গোলাম আযাদের সমপরিমাণ নেকী হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে আরো বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাওয়াফের সময় যতবার পা উঠাবে বা নামাবে ততবার আল্লাহ একটি গুনাহ ক্ষমা করবেন ও একটি নেকী নির্ধারণ করবেন’ *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫৮০; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে হাজরে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী স্পর্শ করলে গুনাহ মাফ হয়। তাওয়াফের সময় প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করে গুনাহ মাফ হয় এবং একটি করে নেকী লেখা হয়।

عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء–

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিনে অন্যদিনের চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন। তিনি সেদিন তাদের অতি নিকটবর্তী হন এবং তাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন এবং বলেন এরা কি চায় বল? তারা যা চায় আমি তাই দিব’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪; বাংলা মিশকাত হা/২৪৭৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আরাফার দিন প্রচুর মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। সেদিন মানুষ আল্লাহর কাছে যা চাইবে তিনি তাই দান করবেন। সেদিন আল্লাহ মানুষকে দেয়ার জন্য খুব নিকটবর্তী হয়ে যান।

عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم–

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয় তখন দূধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গুনাহ তাকে কাল করে দিয়েছে' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৭৭; বাংলা মিশকাত হা/২৪৬২)*। এ হাদীছ এবং অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, লাঠি, হাত বা ইশারা করে যে কোনভাবে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দিতে পারলে গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। গুনাহর খারাপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যার প্রমাণ এই পাথর।

আল্লাহর রাস্তায় দানকারী

দান এমন একটি নেকীর কাজ, যা দ্বারা আল্লাহর বিশেষ রহমত পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার আশায় গোপনে দান করলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তাঁর বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। যে দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য ক্বিয়ামতের দিন দান হবে প্রমাণ স্বরূপ।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال اني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া তলে আশ্রয় দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ন শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত, (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে। আল্লাহর ওয়াস্তে উভয়ে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায়, (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে, (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১; বাংলা মিশকাত হা/৬৪৯)*।

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন যখন কোন ছায়া থাকবে না তখন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর লোককে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। তার মধ্যে এক শ্রেণীর লোক হচ্ছে আল্লাহর পথে গোপনে দানকারী। প্রকাশ্যে দান করা জায়েয হলেও গোপনে দান করলে যেমন নেকী হয় প্রকাশ্যে দান করলে তেমন নেকী হয় না। অতএব বড় লাভবান হওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর পথে দান করা।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال شيئا وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দান মুনষের সম্পদকে হ্রাস করে না। আর তা বান্দাকে ক্ষমা করে, তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রকাশ করে আল্লাহ তাকে উন্নত করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৮৯; বাংলা মিশকাত হা/১৭৯৫)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من شئ من الأشياء في سبيل الله دعى من أبواب الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিনিসের এক জোড়া আল্লাহর রাস্তায় দান করে তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের সকল দরজা হতে আহ্বান করা হবে, অথচ জান্নাতের দরজা অনেক (আটটি)। সুতরাং যে ব্যক্তি ছালাত আদায়কারী তাকে ছালাতের দরজা হতে আহ্বান করা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী তাকে জিহাদের দরজা হতে আহবান করা হবে এবং যে ব্যক্তি দানকারী হবে তাকে দানের দরজা হতে আহ্বান করা হবে। আর যে ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারী তাকে রাইয়ান দরজা হতে আহ্বান করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, দানকারীদের জন্য জান্নাতে একটি নির্ধারিত দরজা থাকবে এবং সে দরজা হতে তাকে ডাকা হবে।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فاوثقته بخمارها

فنزعت له من الماء فغفرلها بذلك قيل ان لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দান করার কারণে একটি পতিতা মহিলাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। একটি কুপের পাড়ে উপবিষ্ট একটি কুকুরের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল কুকুরটি হাপাচ্ছে এবং পিপাসায় মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ দেখে সে নিজের মোযা খুলে মাথার ওড়নায় বেঁধে কুকুরটির জন্য পানি উঠাল। এ কারণে তাকে মাফ করে দেয়া হল। এসময় রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, (হে আল্লাহর রাসূল!) পশুর সেবায়ও কি আমাদের জন্য নেকী রয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর সেবায় নেকী রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০২, বাংলা মিশকাত হা/১৮০৭)*। প্রাণীর সেবা করা ছাদাক্বা। আর এই সেবার বিনিময় ক্ষমা। একজন পতিতা মহিলা প্রাণীর সেবা করে ক্ষমা পেয়েছে।

عن أبي برزة رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني شيئا انتفع به قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين–

আবু যার আসলামী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমাকে এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হতে পারি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে তুমি মুসলমানদের পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৬; বাংলা মিশকাত হা/১৮১১)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি এক ব্যক্তিকে একটি গাছের কারণে জান্নাতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। সে গাছটিকে কেটে রাস্তার উপর হতে সরিয়েছিল, যা মানুষকে কষ্ট দিত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৫; বাংলা মিশকাত হা/১৮১০)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال لا نحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এটা মুসলমানদের পথ হতে সরিয়ে ফেলব, যাতে এটা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে তা সরিয়ে ফেলল। ফলে লোকটিকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯০৫)*। এতে বুঝা গেল যে, যে কাজ মানুষ বা প্রাণীর উপকার সাধন করে সেটাই দান। রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরানো দান। এমন কাজের পরিণাম জান্নাত। এই তিনটি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করা হারাম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته–

ওকবা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দান কবরের শাস্তিকে মিটিয়ে দেয় এবং ক্বিয়ামতের দিন মুমিন তার দানের ছায়াতলে ছায়া গ্রহণ করবে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮১৬/৩৪৮৪)*।

عن أبي أمامة وغيره من اصحاب النبي صلعم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امري مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار–

আবু উমামা এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে কোন মুসলমান কোন দাসকে মুক্ত করবে, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮২৮)*।

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفي غضب الرب–

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোপন দান প্রতিপালকের ক্রধকে মিটিয়ে দেয়' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৮৪০)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, গোপন দান এমন এক ইবাদত যা প্রতিপালকের রাগকে মুছে দেয়। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেন।

ঋণগ্রস্তকে অবকাশ প্রদানকারী

কোন ব্যক্তির উপর যদি ঋণের পরিমাণ তার ধন-সম্পদ অপেক্ষা অধিক হয় সে ক্ষেত্রে পাওনাদারগণের জন্য কল্যাণকর হবে ঋণীকে অবকাশ দান করা। এরূপ ব্যক্তিকে

আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামতের মাঠে বিশেষ ছায়া তলে রাখবেন। আল্লাহ এমন লোককে ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال كان رجل يدائن الناس فكان يقول لفتاه اذا رايت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তার ক্ষমা করে দিও। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করে দিবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হ’লে এবং তাকে ঋণ হ’তে মুক্তি দিলে আল্লাহ ঋণদাতাকে জাহান্নাম হ’তে মুক্তি দিবেন।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان ينجياه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه–

আবু কাতাদা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দেন সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৬)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি এবং ভয়াবহ পরিস্থিতি হ’তে রক্ষা পেতে হ’লে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে হবে।

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او يضع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة–

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ’তে মুক্তি দিবেন’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩; বাংলা মিশকাত হা/২৭৭৭)*।

عن أبي اليسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من انظر معسرا او يضع عنه اظله الله في ظله–

আবু ইয়াসার (রাঃ বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)কে বলতে শুনেছি, ‘যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন’ *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/২২৭৮)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় ঋণ মুক্ত করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং ক্বিয়ামতের মাঠে রহমতের বিশেষ ছায়া দান করবেন।

জিহাদকারী

জিহাদের সংজ্ঞাঃ জিহাদের আভিধানিক অর্থ সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা, পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করা। পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে শক্তি-সামর্থ দ্বারা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা। জিহাদ দু’ধরনের হ’তে পারে। (১) আল্লাহর পথে জান-মাল নিয়ে শক্তি সহকারে ঝাঁপিয়ে পড়া। (২) নফসকে ঠিক রাখা বা শয়তান ও ফাসেকদের কুমন্ত্রণা হ’তে অন্তরকে ন্যায়ের প্রতি অটল রাখা। জিহাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে তাঁর রাসূল (ছাঃ) এবং মুমনিদেরকে লক্ষ করে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করা ফরয। জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত অনেক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من هحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم–

‘হে ঈমানাদারগণ! আমি তোমাদেকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব না, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ সমুহ ক্ষমা করে দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যার

নিম্নদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত এবং তা এমন মনোরম যা অনন্তকাল বসবাসের জন্য, এটাই মহা সাফল্য' *(আছ-ছফ ১০-১২)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها قالوا افلا نبشر به الناس قال ان في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فاذا سالتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, ছালাত আদায় করল ও রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করুক কিংবা স্বীয় জন্মভূমিতে বসে থাকুক তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পৌঁছে দিব না? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে ১০০ টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দুরত্বের সমান। তোমরা আল্লাহর নিকট চাইলে জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত। এর উপরিভাগে করুনাময় আল্লাহর আরশ। সে স্থান হ'তে জান্নাতের নদী সমূ প্রবাহিত হচ্ছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৭৮৭, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এমন জান্নাত রয়েছে যা সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যার উচ্চতা আসমান-যমীনের ব্যবধানের সমান। যার উপর আল্লাহর আরশ। যেখান হতে জান্নাতের ঝর্ণা প্রবাহিত।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتي يرجع المجاهد في سبيل الله –

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে সত্যিকার জিহাদাকারী জিহাদ হ'তে ফিরে না আসা পর্যন্ত এমন ছিয়াম পালনকারী ও ছালাত

আদায়কারীর মত যে সর্বদা আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াতে রত থাকে এবং অবিরত অক্লান্ত অবস্থায় ছিয়াম ও ছালাতে মশগুল থাকে' (অর্থাৎ জিহাদে গমন করার পর মুজাহিদের জন্য সর্বদা ইবাদতের ছওয়াব প্রদান করা হয়) *(মুত্তাফাক আলাইহ, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৪)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ! আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হচ্ছে আমি আল্লাহর পথে নিহত হই অতঃপর জীবন লাভ করি। আবার নিহত হই আবার জীবন লাভ করি এবং আবার নিহত হই তারপর পুনরায় জীবন লাভ করি আবার নিহত হই' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৬)*।

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها–

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় একদনি পাহারা দেওয়া সমস্ত দুনিয়া ও তার উপরের সমস্ত সম্পদ হ'তে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৭)*।

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها–

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর পথে একটা সকাল কিংবা একটা সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও উহার মধ্যকার সমস্ত কিছু হ'তে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬১৮)*।

عن أبي عبس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار–

হযরত আবু আব্স (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধূলিমলিন হয়, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না' *(বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬২০)*।

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يدخل الجنة يحب ان يرجع إلى الدنيا وله ما في الأرض من شئ الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة–

আনাস (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্রক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে না যদিও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ তাকে প্রদান করা হয়, একমাত্র শহীদ ব্যতীত। শহীদগণ শাহাদত বরণের মর্যাদা দেখে আবার দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাংখা করবে যাতে সে আরো দশ বার শহীদ হ'তে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬২৯)*।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شئ الا الدين–

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবুনল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ সমস্ত গুনাহকে মুছে দেয়, ঋণ ব্যতীত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮০৬, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩২)*।

عن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فان كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا ام حارثة انها جنان في الجنة وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى–

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, বারার কন্যা রুবাইয়্যা যিনি হারেছা ইবনু সুরাকার মাতা হিসাবে পরিচিত (আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ফুফু) তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর খিদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি হারেছা সম্পর্কে কিছু বলুন। হারেছা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছে। এক অদৃশ্য তীর এসে তার শরীরে বিধেছিল। সুতরাং সে যদি জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তাহ'লে আমি ধৈর্যধারণ করব। অন্যথায় তার জন্য অঝোরে কাঁদতে থাকব। উত্তরে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে হারেছার মা! জান্নাতে অসংখ্য বাগান আছে। তোমার পুত্র সেখানে সর্বোচ্চ জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করেছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩৫)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال ان شهداء امتي اذا

لقليل، من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) ছাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা তোমাদের মধ্য কাকে শহীদ বলে মনে কর? ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাকেই শহীদ বলে মনে করি যে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ দিয়েছে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অনেক কম হবে। সুতরাং তোমরা জেনে রাখ, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় সে শহীদ। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত থেকে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে মারা যায় সেও শহীদ। আর যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায় সেও শহীদ। আর কেউ পেটের ব্যথায় মারা যায় সেও শীহদ' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৩৭)*।

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله الا الذي مات مرابطا في سبيل الله فانه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويامن فتنة القبر–

ফুযালা ইবনু ওবায়দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অর্থাৎ দ্বীন হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তার আমল বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং কবরের ফিৎনা হ'তেও সে নিরাপদে থাকবে' *(তিরমিযীও আবুদাউদ, দরেমী এ হাদীছটি ওক্বা ইবনু আমির (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত হা/৩৮২৩, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৪৮)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار من بكى من خشية الله حتي يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم، وفي اخرى في منخري مسلم أبدا وفي أخرى له في جوف عبد أبدا ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দকারী জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ দোহনকৃত দুগ্ধ পুনরায় পালানে

ঢুকে না যায়। অর্থাৎ দোহনকৃত দুগ্ধ যেমন তার পালানে ঢুকানো অসম্ভব তেমনি আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দকারী জাহান্নামে যাওয়া অসম্ভব। আল্লাহর রাস্তায় ধূলা-বালি এবং জাহান্নামের ধোয়া এক বান্দার মধ্যে একত্র হ'তে পারে না। অর্থাৎ মুজাহিদ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(তিরমিযী)*। নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, আল্লাহর রাস্তায় ধূলাবালি ও জাহান্নামের ধোয়া কোন মুসলমানের নাকের ছিদ্রের মধ্যে কখনো একত্র হবে না। নাসাঈর অন্য এক বর্ণনায় আছে ঐ দু'টি জিনিস কোন বান্দার মধ্যে একত্র হ'তে পারে না। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও ঈমান কখনো কোন বান্দার অন্তরে মধ্যে কখনো একত্র হ'তে পারে না' *(মিশকাত হা/৩৮২৮, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৫৩)*।

عن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه-

হযরত মিকদাদ ইবনু মা'আদী কারাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরষ্কার রয়েছে। (১) শরীরের রক্তের প্রথম ফোটা ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং প্রাণ বাহির হওয়ার প্রাক্কালে জান্নাতের মধ্যে তার অবস্থানের জায়গাটি চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) কবরের আযাব হ'তে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৩) ক্বিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা হ'তে তাকে নিরাপদে রাখা হয়। (৪) তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার মুকুট পরানো হবে। তার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছূ আছে সমস্ত কিছু হ'তে উত্তম। (৫) তার স্ত্রী হিসাবে বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট বাহত্তর জন হূর দেওয়া হবে। (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য ৭০ জনের জন্য সুপারিশ কবুল করা হবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৫৯)*। উল্লেখ্য যে, একজন হাফেয এমন দশজন আত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে যাদের জন্য জাহান্নাম যরূরী। এমর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্নত যঈফ *(মিশকাত হা/২১৪০)*।

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شئ أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم يهراق في سبيل الله وأما الاثران فاثر في سبيل الله واثر في فريضة من فرائض الله تعالى-

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট দু'টি ফোঁটা ও দু'টি চিহ্নের চাইতে কোন জিনিস এত প্রিয়তম নেই। দু'টি ফোঁটার একটি হল আল্লাহর আযাবের ভয়ে চক্ষু হ'তে নির্গত অশ্রুর ফোঁটা। আর দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর পথে প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা। আর চিহ্ন দু'টির একটি হল আল্লাহর রাস্তায় শরীরে আঘাত বা ক্ষতের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টি হল আল্লাহর ফরয সমূহের কোন একটি ফরয আদায় করার চিহ্ন' *(তিরমিযী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৬১)*।

عن أبي موسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا ابا موسى انت سمعت رسول الله ضلعم يقول هذا قال نعم فرجع إلى اصحابه فقال اقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فالقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل-

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের দরজা সমূহ মুজাহিদের তলোয়ারের ছায়াতলে রয়েছে। এ কথা শুনে এক শ্রেণীর জীর্ণশীর্ণ প্রকৃতির লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবু মূসা! আপনি কি রাসূল (ছাঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছেন? আবু মূসা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি তার সাথীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদেরকে শেষ সালাম জানাচ্ছি। এ কথা বলে সে তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেলল এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হল। উহা দ্বারা অনেক শত্রুকে হত্যা করল এবং শেষে নিজেও শত্রুদের আঘাতে শহীদ হল' *(মুসলিম, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৭৬)*।

ওতবা ইবনু আবদ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জিহাদে যে সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করে তারা তিন প্রকার। (১) খাটি মুমিন যে স্বীয় জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। শত্রুর সাথে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন প্রাণপণে লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এই শহীদ আল্লাহর পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এমন শহীদ আরশের নিচে আল্লাহর তাবুতে অবস্থান করবে। ঐ সমস্ত শহীদদের চেয়ে নবী-রাসূলগণের মর্যাদা কেবল নবুওতের মর্যাদা ব্যতীত কোন দিক দিয়ে বেশী হবে না। (২) যে মুমিন তার আমলকে ভাল ও মন্দের সাথে মিশ্রিত করে। অতঃপর নিজের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং যখন শত্রুর সম্মুখীন হয় তখন প্রাণপণ লড়াই করে। অবশেষে শহীদ হয়। এ জাতীয় শহীদ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এ ধরনের শাহাদত হল পবিত্রকারী, যা গুনাহখাতাকে মুছে দেয়। বস্তুতঃ তলোয়ার হল গুনাহ খাতা মোচনকারী। ফলে এ ধরনের

শহীদ জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (৩) আর তৃতীয় প্রকার শহীদ হল মুনাফেক, যে নিজের জান-মাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। অতঃপর যখন শত্রুর সম্মুখীন হয় তখন লড়াই করে নিহত হয়। অর্থাৎ শত্রুর মুকাবিলা না করে নিজেই নিতহ হয়। মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তির ঠিকানা হল জাহান্নাম। কেননা তলোয়ার নেফাককে মিটায় না' *(দারেমী, বাংলা মিশকাত হা/৩৬৮৩, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুজাহিদ পূর্ণ ঈমানের সাথে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে শহীদ হ'লে তার আশ্রয়স্থল জান্নাত। তবে যে ব্যক্তি লড়াই না করে শুধু শহীদ হওয়ার আশায় নিহত হয় কিংবা নিজের বীরত্ব যাহির করার আশায় যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হয়, তার আশ্রয়স্থল হল জাহান্নাম।

জিহাদ কার সাথে এবং কখন করতে হবে

মুসলমানের সাথে কখনো জিহাদ করা জায়েয নয়। কারণ মুসলমান কোন বড় ধরণের অপরাধ করলে তার জন্য ইসলামে তওবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কোন মুসলিম ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী হলে প্রমাণ সাপেক্ষে এবং সময় সাপেক্ষে মুসলিম শাসক তাকে হত্যা করতে পারে। হত্যাযোগ্য অপরাধ যেমন (১) কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে। (২) বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে। (৩) ইসলাম ত্যাগ করলে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৪৬)*। (৪) এক শ্রেণীর মানুষ যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নত ব্যতীত মানুষ রচিত পদ্ধতিতে ইবাদত করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৩৫)*। (৫) কোন ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)কে গালি দিলে অথবা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৪৯)*। (৬) যাদু শিখলে বা যাদু চর্চা করলে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫১)*। অবশ্য তবা করলে রক্ষা পাবে। অমুসলিমদেরকে কখনো হত্যা করা জায়েয নয় বরং তাদের সাথে সদাচরণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছে। আল্লাহ বলেন,

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديـاركم ان تـبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين-

'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হ'তে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাতে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না' সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(মুমতাহানা ৮)*।

তবে যদি তারা অত্যাচার করে অন্যায়ভাবে ঘর থেকে বের করে দেয় তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করা জায়েয *(হজ্জ ৩৯, মুমতাহানা ৮)*। প্রকাশ থাকে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা যেতে পারে। (১) প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। (২) ইসলাম গ্রহণ না করলে কর দেয়ার জন্য বলতে হবে। কর দিতে রাযী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েয হবে না। (৩) কর দিতে অস্বীকার করলে তাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯২৯)*। এই যুদ্ধের ঘোষণা দিবে দেশের সরকার। কোন ব্যক্তি বা দল তাদের ইচ্ছামত এ যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে না।

জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না

জঙ্গীবাদীরা ধর্মের নামে যে বর্বরোচিত ভয়াবহ কর্মকাণ্ড করে থাকে তা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। ইসলাম বিরোধী এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডকে রুখে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ তারা ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে অনৈসলামিক কাজ করে ইসলামের নিষ্কলুষ আদর্শকে বিশ্বের দরবারে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে। অথচ অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। হত্যাকারী আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত, ক্রোধভাজন ও জাহান্নামী। একজন মুসলমানকে হত্যা করা সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল। এহেন ন্যক্কারজনক কাজ ইসলাম সমর্থন করে না। শুধু তাই নয়, কোন মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا-

'যে ব্যক্তি কাউকে কোন হত্যার পরিবর্তে কিংবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোন কারণে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যে কারো জীবন রক্ষা করল সে যেন সব মানুষের জীবন রক্ষা করল' *(মায়েদা ৩২)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়ায় মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে মানুষের মনে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ পুরোপুরি বিদ্যমান থাকার উপর। সাথে সাথে একে অপরের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পর সাহায্যকারী হওয়ার মন-মানসিকতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো প্রাণ সংহার করে সে সমগ্র মানবতার দুশমন। কেননা তার মধ্যে যে দোষ পাওয়া যায় তা যদি সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাহ'লে গোটা মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন যাপনের ব্যাপারে সাহায্য করে সে প্রকৃতপক্ষে মানবতারই বন্ধু ও সাহায্যকারী। কেননা যে গুণের ফলে

মানবতার স্থিতি ও সুরক্ষা নির্ভরশীল তার মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدله عذابا عظيما-

'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন মুমনিকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হন, তার উপর অভিশাপ করেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন' *(নিসা ৯৩)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে আল্লাহ তার জন্য চারটি কঠিন বিষয় নির্ধারণ করে রেখেছেন। (১) এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। (২) এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। আর যার প্রতি আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন সে আল্লাহর রহমত ও দয়ার আশা করতে পারে না। (৩) এরূপ ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন। আর যার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেন সে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে না। (৪) এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة اربعين خريفا-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মুসলমান কর্তৃক নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের ঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দুরত্ব হ'তে পাওয়া যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪৫২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩০৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এমন একজন অমুসলিমকে হত্যা করলেও জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। তাহ'লে মুসলমানকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে তার স্থান কোথায় হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم-

আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমানকে হত্যা করার চেয়ে এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অতীব নগণ্য' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৪৬২; বাংলা মিশকাত হা/৩৩১৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমানের রক্ত সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে অধিক মূল্যবান। একজন মুসলমানকে হত্যা করা পৃথিবী ধ্বংস করার শামিল। কাজেই জঙ্গীবাদীদের কর্মকাণ্ড ইসলামে বৈধ হওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই।

আত্মঘাতি হামলা ইসলামে বৈধ নয়

যে কোন অবস্থায় কোন মানুষ আত্মহত্যা করলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। ধর্মের নামে আত্মহত্যাকারীও জাহান্নামী। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আত্মঘাতি ছাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ولا تقتلوا بايديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين-

'আর তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। মানুষের সাথে সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালবাসেন' *(বাকারা ৯৫)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ আত্মহত্যাকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل حرام فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة-

জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি আঘাতের ব্যাথ্যা দুঃসহ বোধ করায় আত্মহত্যা করে। আল্লাহ তার সম্পর্কে বলেন, আমার বান্দা আমার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের জীবনের ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি তার জন্য জান্নাত হারাম করলাম' *(বুখারী ১/১৮২ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম।

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم-

ছাবিত ইবনু যাহ্হাক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে জাহান্নামে তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়া হবে' *(বুখারী ১/১৮২)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে' *(বুখারী ১/১৮২)*।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار حهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار حهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পাহাড় হ'তে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে লাফিয়ে পড়ে সর্বক্ষণ আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং সেটাই হবে তার চিরন্তন বাসস্থান। যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে। জাহান্নামে সে সর্বক্ষণ বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করবে তার হাতে সেই লৌহাস্ত্র থাকবে এবং জাহান্নামে সর্বক্ষণ নিজের পেটে সেটি ঢুকাতে থাকবে' *(বুখারী ২/৮৬০ পৃঃ)*। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে বস্তু তার হাতে থাকবে এবং সে তথায় সর্বক্ষণ তা দ্বারা আত্মহত্যা করতে থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। ধর্মের নামেও কেউ আত্মহত্যা করলে তার পরিণতিও হবে অনুরূপ। সুতরাং ধর্মের নামে এসব আত্মঘাতি বোমা হামলাকারীরাও জাহান্নামে একইভাবে বোমার মাধ্যমে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনু আমর দাওসীও রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হিজরত করে আসলেন। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিল। সে এক পর্যায়ে অসুস্থ

হয়ে পড়ে। অসুস্থতার দরুন লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা তার হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হ'তে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই তার মৃত্যু হল। পরে তোফাইল ইবনু আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর কিন্তু তার হাত দু'খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দু'-খানা ঢাকা দেখছি কেন? সে বলল, আল্লাহর পক্ষ হ'তে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ, আমি তা কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন দেখার পর তোফাইল (রাঃ) ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলেন, হে আল্লাহ তার হাত দু'খানাকেও মাফ করে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৫৬; বাংলা মিশকাত হা/৩৩০৮)*। এ হাদীছ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও আত্মিক কোনটাই নষ্ট করতে পারে না। আর নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ নষ্ট করে তাহ'লে আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে ক্ষমা করবেন না। অর্থাৎ পরকালে তা ঠিক করে দিবেন না। কাজেই আত্মঘাতি বোমাবাজরা কোনদিন ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না। বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে-

أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلعم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى بالناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة والن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر–

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন সে লোকটি ভীষণ বীর বিক্রমে যুদ্ধ করল

এবং আহত হল। তখন বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন সে লোকটি জাহান্নামী আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। রাবী বলেন, এ কথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথা বার্তায় রয়েছেন। এ সময় খবর এল যে লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী (ছাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছান হল। তিনি বলে উঠলেন আল্লাহু আকবার। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল। অতঃপর নবী (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্য ঘোষণা দিলেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে মন্দ লোকদের দ্বারাও সাহায্য করেন' *(বুখারী ১/৪৩০ পৃঃ)*।

মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করাও হারাম

মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করাও ইসলামে জায়েয নয়। হত্যার হুমকি দেখানো ইসলামে নেহায়েত অন্যায়। এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ দ্বারা কোন ভাবে কষ্ট দিতে পারে না।

عن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلعم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فاخذه ففزع فقال رسول الله لا يحل لمسلم ان يروع مسلما–

ইবনু আবু লায়লা (রাঃ) বলেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গী একটি রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হ'তে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, সে অন্য কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করবে' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাহ হা/৩৫৪৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত না করে। কেননা সে জানে না হয়তো শয়তান তার অস্ত্রটির দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রতি আঘাত করিয়ে দিতে পারে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৩)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মানুষ কোন মানুষের প্রতি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অস্ত্র দ্বারা ইশারা করতে পারে না। কারণ শয়তান সর্বদা কোন মুসলমানের দ্বারা অঘটন ঘটাবার সুযোগ অনুসন্ধান করতে থাকে। আর অস্ত্র দ্বারা ইশারাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। তাই মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এমন কোন কাজ করা ইসলামী শরী'আতে হারাম।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يضعها وان كان أخاه لابيه وأمه–

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহার অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ঐ অস্ত্র হাত থেকে না ফেলা পর্যন্ত ফিরিশতারা তার প্রতি লানত করতে থাকে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫১৯)*। ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক কোন মানুষ তার নিজ ভাইয়ের প্রতি অথবা অন্য কোন মানুষের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করার পরিণাম হল জাহান্নাম।

عن ابن عمر و أبي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا–

ইবনু ওমর এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫২০; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৫)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে কিংবা ভীতি প্রদর্শন করে তারা প্রকৃত মুসলমান নয়। তারা মুসলমানের রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়েছে।

عن سلمة بن الأكواع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا–

সালমা ইবনু আকওয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে তরবারী উত্তোলন করল সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২১; বাংলা মিশকাত হা/৩৩৬৬)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে

যারা ধর্মের নামে বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে আতঙ্কিত করছে এবং নির্বিচারে মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করছে তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়। তাদেরকে ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের কোন সহযোগিতা করা যাবে না। তাদেরকে কোন প্রকার আশ্রয়ও দেয়া যাবে না। বরং তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر–

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তাকে হত্যা করা কুফরী' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যা করে সে কাফির।

মুসলিম কখন হত্যাযোগ্য

একজন মুসলমান বিভিন্ন কারণে হত্যাযোগ্য হ'তে পারে। এক্ষেত্রে ঐ মুসলমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যথাযথভাবে প্রমাণিত হ'তে হবে। কোন ব্যক্তি দ্বীন ত্যাগ করলে সে মুরতাদ হবে। আর মুরতাদ প্রমাণিত হ'লে তাকে হত্যা করতে হবে এটাই ইসলামী বিধান। মুরতাদ প্রমাণের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون–

'যারা আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী বিচার ফায়ছালা করে না, তারা কাফের' *(মায়েদা ৪৪)*। আল্লাহ তা'আলা পরের আয়াতে বলেন,

لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون–

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালিম' *(মায়েদা ৪৫)*। এর পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন,

ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون–

'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়ছালা করে না তারা ফাসিক' *(মায়েদা ৪৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এক অপরাধের কারণে তিনটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপরাধীর অপরাধ তদন্ত করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেউ যদি কুরআনের হুকুমকে ভুল এবং অকল্যাণকর মনে করে কুরআনী বিধানকে উপেক্ষা করে বিচার করে তাহ'লে সে কাফির বা হত্যাযোগ্য হবে।

এমতাবস্থায় তওবা করে ফিরে না আসলে প্রতিষ্ঠিত প্রকাশ্য শাসক তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যার হুকুম জারি করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে নির্ভুল ও সঠিক মনে করে এবং কল্যাণকর বলে বিশ্বাস করে অথচ কার্যত তার বিপরীত ফায়ছালা করে সে কাফির নয় বরং ফাসিক। আর যে ব্যক্তি বাদী-বিবাদীর অপরাধ স্পষ্ট বুঝার পর অন্যায়ভাবে বিচার করে সে যালিম বা অত্যাচারী। আয়াত সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে তদন্ত করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমান কোন লোককে হঠাৎ হত্যা করা হ'তে বিরত রাখে। সুতরাং কোন মুমিন যেন কোন লোককে হঠাৎ হত্যা না করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৫৪৮; বাংলা মিশকাত হা/৩৩২৯)*।

ব্যাখ্যাঃ কোন মানুষকে যথাযথ যাচাই না করে হঠাৎ হত্যা করা জায়েয নয়। যাকে পূর্ব পরিচিত নয়, তাকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হ'তে হবে সেই কাংখিত ব্যক্তি কি না? একজন মানুষকে হত্যা করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই লক্ষণীয়। (১) হত্যার পূর্বে নিশ্চিত হ'তে হবে যে, অপরাধী কৃত অপরাধ হত্যাযোগ্য অপরাধ হিসাবে জানে কি না। (২) হত্যার পূর্বে অপরাধীর সমমানের লোককে অথবা তার চেয়ে কোন যোগ্য লোককে গিয়ে বলতে হবে আপনার এ অপরাধের কারণে আপনি হত্যার যোগ্য। (৩) অপরাধীকে হত্যা করার পূর্বে তাকে তার অপরাধ অবগত করাতে হবে তিন থেকে সাত দিন পর্যন্ত। এসময়ের মধ্যে সে অপরাধকে স্বীকার করে তওবা করলে তাকে হত্যা করা যাবে না। (৪) এ সময়ে অপরাধীকে চূড়ান্ত সিদ্ধানত গ্রহণ করতে হবে সে তওবা করবে, না নিহত হওয়ার পথ অবলম্বন করবে? (৫) হত্যার রায় প্রদানকারীকে প্রকাশ্য ও প্রতিষ্ঠিত নেতা হ'তে হবে। (৬) হত্যার আদেশ দেয়ার মত শারঈ ও সামাজিক ক্ষমতা থাকতে হবে। এসব বিষয় নিশ্চিত না হয়ে কোন মুসলমানকে মুরতাদ বলে হত্যা করা যাবে না।

অমুসলিমদের সাথে কখন যুদ্ধ বৈধ

যে কোন অমুসলিমকে যে কোন সময়ে হত্যা করা হারাম বরং তাদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مـن ديـاركم ان تـبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين–

'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাতে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী হ'তে বের করে দেয় না। এমন অমুসলিম লোকদের সাথে কল্যাণকর ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না' সুবিচারকারীদেরকে আল্লাহ পসন্দ করেন' *(মুমতাহানা ৮)*।

রাসুল (ছাঃ) অমুসলিমদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন। আয়লা নামক এক দেশের অমুসলিম বাদশা রাসূল (ছাঃ)কে একটি খচ্চর উপঢৌকন দিয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) এক অমুসলিম ব্যক্তিকে একটি কাপড় উপঢৌকন দিয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৭ পৃঃ)*। অতএব কোন মুসলিম ব্যক্তিকে অজ্ঞাতভাবে হত্যা করাতো বহু দূরের কথা কোন অমুসলিমকেও জ্ঞাত-অজ্ঞাত কোন অবস্থায় হত্যা করার কোন অবকাশ ইসলামী শরী'আতে নেই। তবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি রয়েছে। কোন অমুসলিম দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলা করার পরিকল্পনা করলে মুসলমানরা তাদের মোকাবিল করার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মোকবিলার পদ্ধতি হচ্ছে- সুলাইমান ইবনু বুরায়দা (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়ম ছিল তিনি যখন কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন তখন তাকে একান্তভাবে আল্লাহকে ভয় করে চলার এবং সঙ্গীদের সাথে ভাল আচরণ করার উপদেশ দিতেন। অতঃপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে যাও। আর যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে অর্থাৎ কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। সাবধান জিহাদে যাও কিন্তু গণীমতের মালে খিয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ করো না। শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করো না অর্থাৎ তাদের হাত, পা, নাক, কান কর্তন করো না এবং কোন শিশুকে হত্যা করো না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক কাফির শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তখন তুমি তাদেরকে তিনটি প্রস্তাব দিবে। তিনটি প্রস্তাবের কোন একটি মেনে নিলে তুমি তা গ্রহণ করবে এবং তাদের প্রতি আক্রমণ করা হ'তে বিরত থাকবে। প্রথমতঃ যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তাদের মুসলিম বলে মেনে নিবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হ'তে বিরত থাকবে। তাদেরকে কাফেরদের দেশ হ'তে মুসলমানদের দেশে হিজরত করে চলে আসার আহ্বান জানাবে। তাদেরকে এটাও অবগত করবে যে, তারা যদি হিজরত করে তবে তারাও সে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে যা মুহাজিরীণগণ লাভ করেছে। আর সে সমস্ত দায়িত্বও তাদের উপর অর্পিত হবে যা মুহাজিরীনদের উপর অর্পিত হয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে রাযী না হয়

তখন তাদেরকে অবহিত কর যে তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে যেরূপ আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের সাথে করা হয়। অর্থাৎ তারা ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে, ক্বিছাছ ও দীয়ত ইত্যাদি মেনে চলবে এবং যুদ্ধলব্ধ মাল ও বিনা যুদ্ধে কাফেরদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল হ'তে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য তারা এ সম্পদের অংশ তখনই পাবে যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে শামিল হবে। দ্বিতীয়তঃ যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তখন তাদের নিকট হ'তে জিযিয়া বা কর আদায়ের প্রস্তাব পেশ করা হবে। যদি তারা কর দিতে রাযী হয় তুমি তাদের কর গ্রহণ কর এবং তাদের উপর আক্রমণ করা হ'তে বিরত থাকবে। তৃতীয়তঃ যদি তারা জিযিয়া বা কর দিতে অস্বীকার করে তাহ'লে তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯২৯; বাংলা মিশকাত হা/৩৭৫৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হয় যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানেও কোন অমুসলিমকে হত্যা করা জায়েয নয়। হত্যা করার পূর্বে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। ইসলাম গ্রহণ না করলে তাকে জিযিয়া দিয়ে বেঁচে থাকার প্রস্তাব দিতে হবে। জিযিয়া দিতে অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করতে হবে। যুদ্ধে মুসলমান জয়-পরাজয় উভয়েই হ'তে পারে। রাসূল (ছাঃ) শেষ পর্যন্ত তাদের হত্যা করার আদেশ দিলেন না। এখানে প্রত্যেক মানুষের একান্তভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে যুদ্ধের ময়দানে ছাড়া কোন অবস্থাতেই হত্যা করা জায়েয নয়, তাহ'লে একজন মুসলমানকে অজ্ঞাতভাবে কি করে হত্যা করা জায়েয হ'তে পারে।

অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করা যায় কি?

অত্যাচারী শাসক যতদিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত তার আনুগত্য করা যাবে। অত্যাচারী শাসক যদি অন্যায়ভাবে প্রহার করে কিংবা অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবুও তার আনুগত্য করতে হবে। হরতাল করে গাড়ী ভাঙচুর করে বিভিন্নভাবে ধর্মঘট করে দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করে কোন সরকারকে অপসারণ করা শরী'আতে আদৌ জায়েয নয়।

عن عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك قـال

لا ما اقاموا فيكم الصلاة، لا ما اقاموا فيكم الصلاة الا ولى عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة–

আওফ ইবনু মালিক আল-আশজাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের শাসকদের মধ্যে সেই শাসকই উত্তম যাকে তোমরা ভালবাস এবং যারা তোমাদেরকে ভালবাসে। আর তোমরা তাদের জন্য দো'আ কর এবং তারাও তোমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করে। আর তোমাদের সেই শাসকই খারাপ যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। আর তাদের প্রতি তোমরা অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদের প্রতি অভিশাপ করে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের অপসারণ করব না, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মাথে ছালাত আদায় করবে, আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে ছালাত আদায় করবে, ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। সাবধান! যাকে তোমাদের উপর শাসক নিযুক্ত করা হয়, আর তার মধ্যে আল্লাহর নাফরমানীর কোন কিছু পরিলক্ষিত হয় তখন তোমরা তার সেই নাফরমানীর কাজটিকে ঘৃণা কর, তার সহযোগিতা করো না। কিন্তু তার আনুগত্য হতে হাত গুটাতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭০; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৩)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, নাফরমান ব্যক্তি ভালমানুষের শাসক হতে পারে। অত্যাচারী শাসক যতদিন ছালাত আদায় করবে ততদিন তাকে অপসারণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। অত্যাচারী শাসকের পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না। তাকে অপসারণ করার কোন চেষ্টা করা যাবে না।

عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم امراء تعرفون وتنكرون فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا لا ما صلوا–

উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই তোমাদের উপর এমন সব শাসক নিযুক্ত হবে যারা ভাল-মন্দ উভয় প্রকার কাজ করবে। তোমরা তা বুঝতে পারবে এবং অপসন্দও করবে। সুতরাং যে লোক তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে মুখের উপর বলে দিবে যে তোমার একাজ শরী'আত বিরোধী, সে ব্যক্তি তার দায়িত্ব হতে মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি শাসকের এ মন্দ কাজকে মনে মনে খারাপ জানবে সে ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত কাজের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং উক্ত কাজে শাসকের আনুগত্য করবে সে ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে তার

সাথে শরীক হবে। তখন ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমতাবস্থায় আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। আবার বললেন, যতদিন পর্যন্ত তারা ছালাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০২)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসক সম্পর্কে চারটি নীতি পেশ করা হয়েছে-(১) তার অন্যায়ের বিরোধিতা করলে মুক্তি পাবে। (২) অন্যায়কে অপসন্দ করলে গুনাহ থেকে বাঁচা যাবে। (৩) তার অন্যায় কাজের প্রতি সম্মতি জানালে তার সাথে গুনাহে শরীক হবে। (৪) এমন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তার আনুগত্য হতে হাত গুটানো যাবে না।

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله صلعم قال ادوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم–

আবুদল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বরেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, 'অচিরেই তোমরা আমার মৃত্যুর পরে এমন স্বার্থপর শাসক এবং শরী'আত বিরোধী কাজ দেখতে পাবে যা তোমরা অপসন্দ করবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তখন আমাদেরকে কি করতে আদেশ করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা তাদের প্রাপ্য তাদেরকে পরিশোধ করে দাও এবং নিজেদের প্রাপ্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭২; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৩)*। অত্র হাদীছে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্য করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। আর নিজেদের হক আল্লাহর নিকট থেকে নেয়ার জন্য প্রার্থনা করার আদেশ করা হয়েছে।

عن وايل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ارايت إن قامت علينا امراء يسألونك حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا قال اسمعوا واطيعوا فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم–

ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, একবার সালমা ইবনু ইয়াযীদ জু'ফী রাসূল (ছাঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী আপনি আমাদেরকে এ সম্পর্কে কি আদেশ করেন, যদি আমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসে যে আমাদের থেকে নিজেদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে চায়, কিন্তু আমাদের প্রাপ্য আদায় করতে অস্বীকার করে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাদের আদেশ শ্রবণ কর এবং আনুগত্য কর। কেননা তাদের কর্তব্য তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। আর তোমাদের কর্তব্য হল তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩; বাংলা মিশকাত হা/৩৫০৪)*।

ব্যাখ্যাঃ (১) শাসকের দায়িত্ব প্রজাবৃন্দের প্রতিপালন করা এবং তাদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করা। (২) প্রজার দায়িত্ব হল আনুগত্য করা এবং কোন অনাচারের মুখোমুখি হলে বিরোধিতা না করে ধৈর্যধারণ করা। শাসকের আদেশ শ্রবণ করা এবং তা যথাযথ মান্য করা।

عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال حذيفة قلت كيف اصنع يا رسول الله صلعم ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع–

হুযাইফা (রাঃ) বলেন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার মৃত্যুর পর এমন কতিপয় ইমাম ও শাসকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা আকার-আকৃতিতে ও চেহারা-ছুরাতে মানুষই হবে কিন্তু তাদের অন্তর সমূহ হবে শয়তানের অন্তরের ন্যায়। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল (ছাঃ)! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার শাসক যা আদেশ করবে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে যদিও তোমাকে প্রহার করা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/৫১৪৯)*।

ব্যাখ্যাঃ এমন শাসক হবে যারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শকে উপেক্ষা করবে। তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নতকে অমান্য করবে। তাদের আকার-আকৃতি মানুষের মত হবে তবে তাদের আচার-আচরণ শয়তানের মত হবে। তারা অন্যায়ভাবে জনগণকে ধরে শাস্তি দিবে, অন্যায়ভাবে তাদের অর্থ-সম্পদ জব্দ করবে বা ছিনিয়ে নিবে। তবুও তাদের কথা শ্রবণ করতে হবে এবং তাদের আদেশ মানতে হবে। অতএব অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। তাকে অপসারণ করার কৌশল অবলম্বন করা যাবে না। তার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। বরং তার যথাযথ আনুগত্য করতে হবে যতদিন সে ছালাত আদায় করবে।